সার্বিক নির্দেশনায় : মো: সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনায় : জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, ম্যানেজার (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন)

সার্বিক সহযোগিতায় :

মো: শামছুল হক, সহকারী পরিচালক (মাইক্রো ফাইন্যান্স)
মহিব উল্যাহ,ঋণ সমন্বয়কারী (এমই)
এ,কে,এম ফখরুল ইসলাম, সমন্বয়কারী (ফাইন্যান্স)
মোঃ হান্নান মোল্যা, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

তথ্য ও উপাত্ত সংকলন সহযোগিতায়:

- ❑ সকল কর্মসূচির প্রকল্প অফিসার ও ফোকাল পারসন/ম্যানেজার/সমন্বয়কারীবৃন্দ (ব্র্যাক-ইএসপি প্রাথমিক শিক্ষা, সমৃদ্ধি, প্রবীণ, ভেড়া পালন ও ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র, কৈশোর কর্মসূচি এসইপি (মহিষ পালন) ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি),
- ❑ কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ইউনিট
- ❑ প্রশাসনিক বিভাগ
- ❑ হিসাব বিভাগ (প্রধান কার্যালয়)
- ❑ মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি (সকল আরএম, এলাকা ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপক)
- ❑ অডিট এন্ড মনিটরিং সেকশন
- ❑ আইটি সেকশন
- ❑ লজিস্টিক্স ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) স্বরণে-

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের সংক্ষিপ্ত কর্ম পরিচিতি	
২	মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	
৩	বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্ত	
৪	সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ, নিবন্ধীকরণ, ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৫	কর্মএলাকার তথ্য	
৬	চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও সহযোগী সংস্থার তথ্য	
৭	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	
৮	কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম	
৯	ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি (ইএসপি শিক্ষা)	
১০	কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট	
১১	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প	
১২	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন)	
১৩	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
১৪	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন)	
১৫	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন)	
১৬	ভেড়ার জাত উন্নয়ন ও সদস্য পর্যায়ে উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প	
১৭	কৈশোর কর্মসূচি	
১৮	সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) আওতায় "পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ"	
১৯	উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ (পূর্বতন লিফ্‌ট)কর্মসূচির আওতায় "দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে মাংস উৎপাদনশীলতা ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাসঁ সম্প্রসারণ"	
২০	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি	
২১	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার	
২২	মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি	
২৩	লিফ্‌ট জমিবন্ধকী ও এমডিপি (এএফ) ঋণ কর্মসূচি	
২৪	আবাসন ঋণ কর্মসূচি,	
২৫	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) ও আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন (আরআরএল)	
২৬	গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্প	
২৭	প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি	
২৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন এবং সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র কার্যক্রম	
২৯	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি ও মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম	
৩০	প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন	
৩১	মেনেজমেন্ট মিটিংস, অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম	
৩২	ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বর্তমান কর্মরত জনবল, সাধারন ও কার্যকরী কমিটি তথ্য	
৩৩	বাজেট ব্যয় ও পরবর্তী বছরের বাজেট পরিকল্পনা ও আইটি সেকশন এর কার্যক্রম তথ্য	
৩৪	সংস্থার শিক্ষা সফর কর্মসূচি	
৩৫	সংস্থার কনসোলিডেটেড ব্যালেন্সশীট, মাইক্রোফিন্যান্স ব্যালেন্সশীট ও কনসোলিডেটেড ফিক্সড্ এসেটস্ তথ্যশীট (অডিট ফার্ম রিপোর্ট থেকে)	
৩৬	সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি সমূহ এবং নেটওয়ার্কিং, কন্ট্রাক্ট পারসন ও উপসংহার	

মুখবন্ধ

নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার সংস্থার কর্মএলাকার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের বিপদাপন্ন পরিবারের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ও যথাসম্ভব ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জন, সমাজ ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সংস্থা মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সংস্থার ধারাবাহিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনার একটি প্রতিচ্ছবি। সংস্থার নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, স্বপ্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যকরী কর্মপন্থা, আধুনিক উন্নততর প্রযুক্তির অভিযোজন বা ব্যবহারসহ সংস্থার সার্বিক অর্জনের চিত্র এই বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি, দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত সকল কার্যক্রমের তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী ২০২১-২২ইং অর্থ বছরের সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম বুলেট পয়েন্টে ও বাজেটে একনজরে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে কার্যক্রমে বর্ণনার পাশাপাশি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ছবি প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে সকল ক্ষেত্রে সংস্থার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং সমাজের সর্বস্তরে সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রতিবেদনকে আরও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ও সংস্থা কৃতজ্ঞ থাকবে। সংস্থার ই-মেইল matin_ssus@yahoo.com, saifulssus@yahoo.com নম্বরে মতামত পাঠানোর জন্য পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ রাখছি।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্ত ঃ

নোয়াখালী জেলা পুলিশ সুপার এর হাতে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডায়েরী তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

নোয়াখালী জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব ইসরাত সাদমীন এর হাতে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডায়েরী তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব এ,এস,এম ইবনুল হাসান ইভেন এর হাতে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডায়েরী তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদাৎ দিবসে সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা সংস্থা প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ দিবস উপলক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ফেরদৌসী বেগম সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা এর পক্ষ থেকে ফুলগাজী উপজেলা চত্বরে ১টি বৃক্ষরোপন করছেন।

লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলায় করোনা রোগীর অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাবরীন চৌধুরী মহোদয়ের নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেন লক্ষীপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জাহেদ আনোয়ার।

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাপ্তি চাকমা কে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র ২০২১ সালের ডায়েরী, ক্যালেন্ডার প্রদান করেন লক্ষীপুর সদর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জাহেদ আনোয়ার।

এমআরএ এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মো: ফসিউল্যাহ এর কার্যালয়ে সংস্থার ২০২১ সালের ডায়েরী, ক্যালেন্ডার প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা কার্যালয়, নোয়াখালী এর হাতে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র ২০২১ সালের ডায়েরী, ক্যালেন্ডার প্রদান করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মো: তোতা মিয়াকে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ২০২১ সালের ডায়েরী, ক্যালেন্ডার প্রদান করেন লক্ষীপুর সদর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জাহেদ আনোয়ার।

সুবর্ণচর উপজেলার সহকারী কমিশনা (ভূমি) জনাব আরিফুর রহমান হাতে সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডায়েরী তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

আমার বাল্য বন্ধু, অনেক দিন পর অফিসে, চলার পথে অনেক স্মৃতি, কোথায় সে সোনালী অতীত, এম সাইদুর রহমান আলমগীর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, (পরিচালক হিসাব)

আমার কলেজ জীবনের বন্ধু সবচেয়ে কাছের বন্ধু আজ আমার অফিসে কিছু সময় কাটালাম জীবনের অনেক স্মৃতি তার সাথে আছে। নূরনবী পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ভিত্তি দৃঢ়করণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS)

সাগরিকার উদ্ভব ও বিকাশ :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একটি বেসরকারি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকামী প্রতিষ্ঠান। চরাঞ্চলের মানুষের খুবই দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিশিষ্ট সমাজসেবক মানবদরদী মরহুম মোঃ ফজলুল হক (হক সাহেব) দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭০ সনে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মৃত অগণিত মানুষের দাফন ও সৎকার করেছেন। রেডক্রিসেন্টের সহায়তার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়হীন মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি'র (সিপিপি) তৎকালীন নোয়াখালী সদর থানা টীম লীডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক কমিটির সদস্যদের দক্ষতা ও সেবার মান উন্নয়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা

রেখেছেন। ঘূর্ণীঝড় মহড়া ও বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দুর্যোর্গ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছেন। স্বেচ্ছাসেবক নেতা হিসাবে তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবকের নিকট গ্রহণীয়, বন্ধুভাবাপন্ন ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ঘূর্ণীঝড় ব্যবস্থাপনায় সিপিপি কর্মসুচির সকল স্তরে একজন দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী নেতা হিসাবে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চরবাটা খাসের হাট হাই স্কুল পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি, খাসের হাট বাজার কমিটির সভাপতি, সৈকত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চরবাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতাসহ সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহ ও এলাকার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সনে মহান মুক্তিযুদ্ধে একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট ও জনগণকে সংগঠিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছেন।

তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতে গণশিক্ষা, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটেশন উদ্বুদ্ধকরন ও স্যানিটারি লেট্রিন স্থাপন, বসতবাড়ি ও রাস্তায় সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি, দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও খাস ভূমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ায় ভূমিহীনদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ সনে অক্সফামের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জনাব মো: সাইদুর রহমান সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে অক্সফামের পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান শুরু করেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকে হক সাহেব তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীবৃন্দদের নিয়ে সংস্থাকে একটি কার্যকর ও উন্নয়নমূখী সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ৮ নভেম্বর, ১৯৯৫ সনে রাত্রে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) মৃত্যুবরণ করেন।

হক সাহেব তাঁর জীবদ্ধশায় বুঝতে পেরেছিলেন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর নেতৃত্বে সংস্থা ১৯৯৩ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা হিসেব অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঋণ কর্মসুচি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে সংস্থার ঋণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকা সমূহে ঋণ কম্পোন্যান্ট যেমন- অগ্রসর, এমডিপি-অগ্রসর, এসইপি লোন, অগ্রসর-এএফ, কেজিএফ, আবাসন, জাগরণ, বুনিয়াদ, লিফ্‌ট(জমিলীজ,কুচিয়া,ভেড়া), সুফলন ঋণ ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমৃদ্ধি-আইজিএ, সম্পদসৃষ্টি ও জীবনযাত্রা ঋণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ঋণের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড থেকে ঋণ তহবিল সংগ্রহ করে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস জনিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোদনা ঋণ কর্মসূচি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল) এবং এসআইবিএল ব্যাংক এর আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (আরআরএস), বাস্তবায়ন হচ্ছে। এর ফলে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ঋণক্ষতিগ্রস্ত সদস্যগণ তাদের অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্ষয়ক্ষতি পুরণ করে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কর্মকান্ড ও জীবনযাপনে ফিরে আসছে।

বর্তমানে সংস্থা ৪৪টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচেছ। নোয়াখালী জেলার সদর, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, কবিরহাট, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী উপজেলার ৮৫ টি ইউনিয়নে ও ৩টি পৌরসভায় ২৮টি শাখা, লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমল নগর, রায়পুর ও লক্ষীপুর সদর উপজেলার ৫০টি ইউনিয়ন, ৬টি পৌরসভায় ৯টি শাখা ও ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলার ৪২টি ইউনিয়ন, ৪টি পৌরসভায় ৬টি শাখা এবং কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন সহ মোট ১৮৩টি ইউনিয়নে ও ১৩টি পৌরসভায় দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচেছ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরও ১২টি শাখা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নোয়খালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলায় ঋণ কর্মসূচি বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্থার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য:

ভিশন :

নারী- পুরুষের সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন :

লক্ষ্যভূক্ত নারী- পুরুষদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক কর্মসুচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য :

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের দুঃস্থ ও অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে উৎপাদন মূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ, অর্ন্তভূক্তকরণ এবং তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন।

মূল উদ্দেশ্য সমূহ :

- π নারী কল্যাণ, শিশু কল্যাণ ও যুব কল্যাণমূলক সব ধরনের কাজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং শিশু শিক্ষার উপযুক্ত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করা।
- π সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।
- π সামাজিক পর্যায়ে সংগঠন গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে একতার মনোভাব জাগিয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করা।
- π নারী পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।
- π সঠিক আয়-বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।
- π গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পানি, স্যানিটেশন এবং পরিবেশ উন্নয়ন করা।
- π তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর দূর্যোগ মোকাবেলা ও জলবায়ু প্রতিক্রিয়ায় অভিযোজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- π স্থানীয় সম্পদের শুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও ভূমি উন্নয়ন করা এবং প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন।
- π অসামাজিক ও ক্ষতিকর কার্যক্রম (যেমন- মাদক ব্যবহার, অনলাইনে মোবাইল ও কমিউটারের অপব্যবহার) রোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- π পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (ভিক্ষুক, বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠী যেমন-হরিজন সম্প্রদায়, গ্রাহস্থ্য কর্মী, কৃষি শ্রমিক, যৌনকর্মী ইত্যাদি) জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- π সব ধরনের প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
- π সমাজের সর্ব স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার, মর্যাদাকর মানব জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনা করা।

সংস্থার নিবন্ধন তথ্য :

সংস্থার আইনগত ভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নিবন্ধিকরণ নম্বর, নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ ও নিবন্ধিকরণের তারিখ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল:

নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধিকরণ নম্বর	নিবন্ধিকরণের তারিখ
জেলা সমাজ সেবা , নোয়াখালী	নং- ৪৫৮ নোয়া-৩৪	তারিখ- ০৮-০১-৮৬
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা	এফডিও/আর-৩৪৩	তারিখ -২৮-০১-৯০
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নোয়াখালী	যুউঅ/নোয়া/সদর-০৪	তারিখ-১১-০১-৯৪
এফএনবি	৫৯	তারিখ-৩১ মার্চ/২০০৮
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০০৫০৮-০০০৬২-০০১১৭	তারিখ -১৫-০১-০৮
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাইরেক্টরেট্ জেনারেল অব হেল্থ সার্ভিসেস (ডি,জি,এইচ,এস)	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার লাইসেন্স নং-১০৬৫৯	তারিখ -০১.১১.২০১৭
ইউরোপীয়ান এইড আইডি নম্বর	বিডি-২০১০-জিপিপি ০৫০১৬৩৮১১৪	তারিখ -১১-০১-২০১০
ভ্যাট রেজি: নম্বর	২০৯১০৯৪৬৭৪	তারিখ -১৩-০৫-২০০৮
টিন	৩৯৫৩০০১৩৩৯	২০০৮-২০০৯

সংস্থার কর্মএলাকার তথ্য ঃ

সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ, কবির হাট, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ ও লক্ষীপুর জেলার রামগতি, কমলনগর, লক্ষীপুর, রায়পুর এবং ফেনী জেলার দাগনভূঞা, সোনাগাজী, ফেনী সদর ও ছাগলনাইয়া উপজেলা ও কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি ও সুবর্ণচর, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ সামাজিক ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম এবং ব্র্যাক এর আর্থিক সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর পরিসংখ্যান প্রদান করা হল।

জেলা	উপজেলা	শাখার সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভা সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	উ: ভোগী পরিবার সংখ্যা	ঋণী সদস্য সংখ্যা	সমিতি সংখ্যা
নোয়াখালী	৮	২৮	৮৫	৩	৪১৩	৪৮৩৬২	৩৭৪৮৮	১৯৮০
লক্ষীপুর	৪	৯	৫০	৬	১৬১	১৪৫৮৯	১১০৪০	৬২২
ফেনী	৫	৬	৪২	৪	৩৩০	৬৮৮০	৫৪৯৪	৩২১
কুমিল্লা	১	১	৬	০	২২	৪৬৬	৩৩৫	৩১
৪	১৮	৪৪	১৮৩	১৩	৯২৬	৭০২৯৭	৫৪৩৫৭	২৯৫৪

সংস্থার চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প, মেয়াদকাল ও সহযোগী সংস্থার তথ্যঃ

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল (শুরু ও শেষ তাং)	কর্মএলাকা	সহযোগী সংস্থার নাম
১.	কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইফনিট, ১ নভেম্বর, ২০১৩খ্রিঃ - চলমান কর্মসুচি	ইউনিয়ন (চরবাটা, চরক্লার্ক, চর আমানউল্যা, পূর্ব চরবাটা ও চরজুবলী ৫টি ইউনিয়ন)	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
২.	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার চাষ প্রকল্প, জুলাই'১৮-জুন'২০২১খ্রিঃ	নোয়াখালী সদর ও সুবর্ণচর উপজেলার সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৩.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি(চর এলাহী ইউনিয়ন), আগষ্ট ২০১৪ খ্রিঃ- চলমান	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৪.	সমৃদ্ধি কর্মসুচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন), ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৫.	লিফ্‌ট কর্মসূচির আওতায় উন্নত জাতের ভেড়া পালন প্রকল্প, জুলাই-২০১৭- জুন'২০২০	চরবাটা, চর আমানউল্যা, পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের ১৬টি গ্রাম,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৬.	সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) আওতায় "পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ" প্রকল্প, মেয়াদকাল: ২ বছর (শুরুর তারিখ ঃ ২৪-০৫-২০২ সমাপ্তির তারিখঃ ২৩-০৪-২০২৩)	সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলার আওতায় সংস্থার ১৩টি শাখার কর্মএলাকার - মহিষ পালন ও সাব- প্রোডাক্ট কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত ৯০০ উপকারভোগী পরিবার	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৭.	পেকিন হাঁস ও কালার বয়লার পালন প্রকল্প, ২০২০-২১ শুরু হওয়ার থেকে ৩ বছর চলবে	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলাস্থ সদস্য পরিবার	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৮.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর এলাহী ইউনিয়ন) জুলাই-২০১৭- জুন,২১	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
৯.	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (চর আমান উল্লা ইউনিয়ন), জুলাই,২০১৮ইং- জুন,২১	সুবর্ণচর উপজেলা,	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১০.	কৈশোর কর্মসূচি, জুলাই-২০১৭- চলমান	সুবর্ণচর ও নোয়াখালী সদর ৩১ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব , ২৫টি স্কুল ফোরাম ও ৬২০০ উপকারভোগী	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১১.	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ১ জুন'২০১১খ্রিঃ- চলমান	সুবর্ণচর , বয়ারচর ও নাঙ্গলিয়ারচর	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
১২.	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসুচি, ২০১৩- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৩.	মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসুচি, ১৯৯৩ সন- চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার সমগ্র কর্মএলাকা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৪	গৃহায়ন ও সবার জন্য বাসস্থান কর্মসূচি, ২০১৬ সন- চলমান	সুবর্ণচর ও রামগতি উপজেলা	বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংস্থা
১৪.	আবাসন ঋণ কর্মসূচি, ২০১৯ সন -চলমান	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা
১৫.	এলআরএল (প্রনোদনামূলক ঋণ কর্মসূচি), সেপ্টেম্বর,২০২০-চলমান	সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলা	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থা

১৬.	আবর্তনশীল পূন-অর্থায়ন লোন (আরআরএল), সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ২ বৎসর মেয়াদকাল	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলা	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংস্থা
১৭.	BDRWASH Project (“Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project".) প্রকল্পের মেয়াদাকাল ৪ বৎসর (২০২১-২০২৫)	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সোনাইমুড়ী ও ফেনী জেলার ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁঞা এবং লক্ষীপুর জেলার রায়পুর, রামগঞ্জ ও লক্ষীপুর উপজেলায় সংস্থার ২৬ টি শাখার কর্মএলাকায় সদস্যদের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে।	বিশ্ব ব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং সংস্থার সহযোগিতায়।
১৮	সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম, ১৯৯৩ সন থেকে-চলমান	মাইক্রো ফাইন্যান্স ও সকল প্রকল্প/কর্মসুচি	সংস্থা
১৯.	প্রশিক্ষণ ভেন্যু সুবিধাদি, জুন ২০১২খ্রিঃ - চলমান	সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আবাসিক ১ ব্যাচ (২৫-৩৫ জন) ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২০.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরী সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কার্যক্রম, ১৯৮৫ সন-চলমান	নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল সমূহ	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২১.	সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র, ১৯৯৪- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২২	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে- চলমান	সমগ্র কর্মএলাকা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২৩	সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসুচি, জানুয়ারী ২০১৩- চলমান	সুবর্ণচর উপজেলা	সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
২৪	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, ১৯৯৭ সন- চলমান	সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর এলাকায়,	ব্র্যাক ও সংস্থা
২৫			

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক
যথাযোগ্য মর্যাদায় শোকাবহ আগস্ট মাস ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী “জাতীয় শোক দিবস-২০২১” যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম মাস ব্যাপী খুবই গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করছে। **সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও কর্মএলাকার অন্যান্য জেলা ও উপজেলা সমূহে অবস্থিত শাখা কার্যালয় সমূহে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ দিবস উদযাপন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা ও সংস্থার নির্দেশনানুযায়ী জাতীয় এই কর্মসূচিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় অংশগ্রহণ করেন ও মাসব্যাপী আনুষ্ঠানিকতাসমূহ পালন করা হচ্ছে।**

বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন পর্ব ঃ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এর সাথে প্রতি বছরের ন্যায় তাঁর ক্ষুদে পুত্র ও কন্যাগণ কর্তৃক জাতির পিতার

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলী প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল

প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন।	ইসলাম, সমৃদ্ধি কো-অর্ডিনেটর ও নৃত্য প্রশিক্ষক।

সংস্থা নোয়াখালী জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত দিবসের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনিমিত) সহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য প্রদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের কর্মসূচিতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও প্রতি বছরের মত সাথে তাঁর ক্ষুদে পুত্র ও কন্যাগণ এই মহান দিবসের কার্যক্রমে স্বতস্ফূর্ততার সহিত অংশগ্রহণ করেন। সুবর্ণচর উপজেলা প্রশাসনের প্রোগ্রামে সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৫ ই আগস্ট ২০২১ উপজেলা প্রশাসনের পরিচালানায় সুবর্ণচর উপজেলা চত্বরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সংস্থার পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ প্রদান করা হয়।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী র‍্যালী বাহির করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কালোপতাকা উত্তোলন কালোবেজ ধারণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলী ব্যানার স্থাপন :

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী ব্যানার জন দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানো হয়।

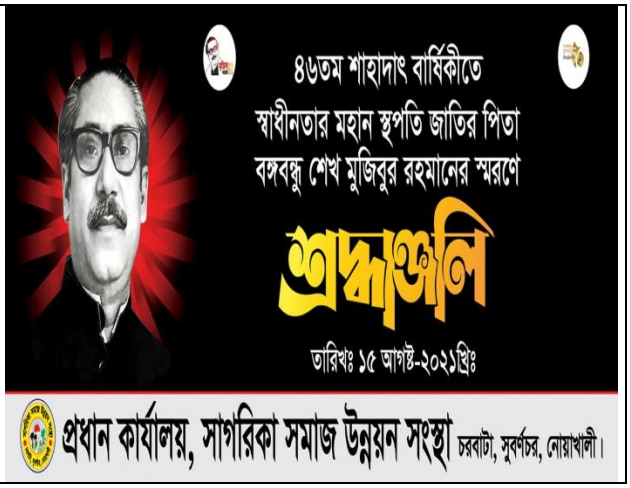

১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি: জাতীয় শোক ও শাহাদাৎ দিবসের শুরুতে সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ ৪৩টি শাখা কার্যালয় ও সাগরিকা স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টি সেন্টারসহ সকল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনিমিত), কালো পতাকা উত্তোলন ও স্টাফবৃন্দ কালোবেজ ধারন করে থাকেন।

সংস্থার নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলাস্থ শাখা সমূহে শোকবহ আগস্ট মাসে জাতির পিতার স্মরণে পরিচালিত কার্যক্রম সমূহ

স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠান :

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম জাতির পিতার স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখছেন।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মো: শামছুল হক ।

দিবস উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে বিকেল ৪ ঘটিকায় আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মো: শামছল হক অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সংস্থা কর্মকর্তা ও কর্মীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মহানয়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ শাহাদাৎ বরণকারী পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আলোচনা শেষে দোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির পিতার মহান আদর্শ ও স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আলোচনা ও দোয়া করা হয়।

সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ দিবসের আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ পরিবারের অন্যান্য নিহত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত ও বেহশত নসীব কামনা করে প্রার্থনা করা হয়।

বৃক্ষরোপন ও চারা বিতরণ ঃ

উপকারভোগী সদস্য এর মধ্যে চারা বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী, সাথে রয়েছেন সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, নির্বাহী পরিচালক, সহকারি পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) সহ অন্যান্যরা।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বৃক্ষরোপন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম উপস্থিত রয়েছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মো: শামছুল হক ।

জাতীয় শোক মাসে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন এবং এতদ্বিষয়ে সংস্থার সমিতির সদস্যদেরকে উৎসাহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সংস্থার নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার ৪৩টি শাখা সমূহের সদস্যদের মধ্যে বিলুপ্ত প্রজাতির প্রায় ৫০০০ কাঠজ, ফলদ ও ঔষধি প্রজাতির বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

শোকাবহ আগস্ট গুরুত্বারোপ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরাম এর কলাকুশলী ও সঙ্গীত শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী ক্ষুদে শিল্পীদের সঙ্গীত ও কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা ও মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান , তাঁর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সহ পরিবারের অন্যান্য নিহত সকল সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত গান ও কবিতা পাঠ সন্নিবেশিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করছেন সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা

সংস্থার প্রধান কায্যালয়ে ১৫ আগস্ট ২১ তারিখে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা, কালো পতাকা উত্তোলন ও কালোবেজ ধারনসহ সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও ৪৩টি শাখা কায্যালয়ে ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কালো বেজ মাসব্যাপী কায্যালয়ে ধারণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণের জন্য সদস্য নিবন্ধীকরণের জন্য সংস্থার প্রধান কায্যালয় এলাকায় ও সংস্থা ৪৩টি শাখা কায্যালয় কর্মএলাকায় সদস্যদের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরন কায্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ দিবসে জাতীয় গণটিকা কার্যক্রমে ৬৫১৭ জনকে নিবন্ধীকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

দিবসের কর্মসূচির তথ্যচিত্র সংস্থার ওয়েবসাইটে, পেজবুক গ্রুপ আইডিতে স্ট্যাটাস দেয়া ও প্রেস কভারেজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। Sagarika Samaj Unnayan Sangstha ফেসবুক ফেইজ সহ সংস্থার স্টাফদের ফেসবুক এবং অললাইন ভিত্তিক প্রেস কভারেজ করা হয়েছে।

সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে সংস্থার প্রধান কায্যালয়ে ১৭ আগস্ট' ২১ শিশু কিশোরদের নিয়ে কবিতা পাঠ, দেশাত্মবোধক ও বঙ্গবন্ধু উপর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করা হয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ (সার্জিকেল মাস্ক) ৩০০০০ মাস্ক সংস্থার সকল কায্যালয় থেকে বিতরণ করা হয়েছে। বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা উপকরণসহ মানবিক সহায়তামূলক ১ টি অক্সিজেন সিলিন্ডার লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরবরাহ করা হয়েছে। সংস্থার সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সেবা প্রদানের জন্য ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়েছে।

১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস-২০২১ পালিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শিশু শেখ রাসেল এর স্মরণে সরকারের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থা কর্তৃক "শেখ রাসেল দিবস " ২০২১ এর কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বৃক্ষরোপন, শিশু কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান,ব্যানার ও ফেস্টুন স্থাপনসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম আলোচনা করছেন

সংস্থার সহকারি পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মো: শামছল হক আলোচনা করছেন

দিবসের যথাযথ গুরত্ব প্রকাশের জন্য সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলার অন্তর্গত প্রধান কার্যালয় ও পুরতন কার্যালয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যানার/ফেস্টুন লাগানো হয় । অনুরূপভাবে সংস্থার নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত শাখা কার্যালয় সমূহের দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার/ফেস্টুন লাগানো হয়ছে। এ ব্যানার/ফেস্টুন ১২-১৮ অক্টোবর এবং তৎপরবর্তী পর্যন্ত প্রদর্শীত রয়েছে এবং থাকবে।

অভ্যার্থী ২ জন দিবসের উপর অনুষ্ঠানে আলোচনা করছেন ও শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতি'র সাথে ২ শিশু তাদের আনন্দ প্রকাশ করছে।

দিবসের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ সকাল বেলায় সুবর্ণচর উপজেলা চত্বরে উপজেলা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা মহোদয় এর মাধ্যমে উপজেলা চত্বরে সংস্থার পক্ষ থেকে ১টি বৃক্ষ চারা রোপন করা হয়। এধরনের কাজের জন্য তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন ও সংস্থার ভূয়সী প্রসংশা করেন। বৃক্ষরোপনের সময় সাথে ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ।

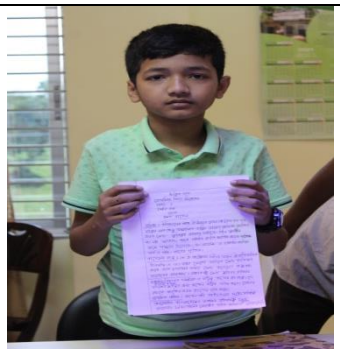
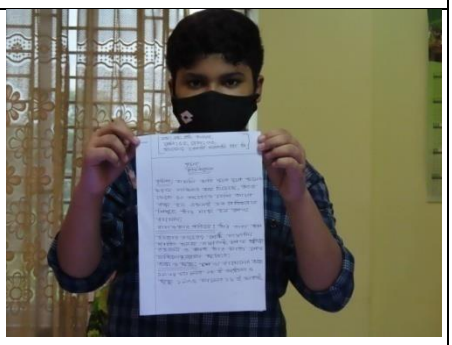

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে সংস্থার সুবর্ণচর উপজেলায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২১খ্রি: তারিখে বিকাল ২ ঘটিকায় শিশু কিশোরদের নিয়ে ৪টি বিভাগে শেখ রাসেল এর ছবি ও জীবণী নিয়ে রচনা ও চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম শেখ রাসেল এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস এর বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার উদ্ভোধন করেন। সংস্থার সহকারি পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মো: শামছুল হক অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে চরবাটা আনছার মিয়ার হাট স:প্রা:বি: এর প্রধান শিক্ষক জনাব শারমীন নাহার ও চরবাটা দক্ষিণ পশ্চিম স:প্রা:বি: এর প্রধান শিক্ষক জনাব রাশেদা আক্তার ভূঞা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উভয়ে শেখ রাসেল এর উপর খুবই আবেগময়ী আলোচনা করে উপস্থিত কোমলময়ী শিশু কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহিত করেন।

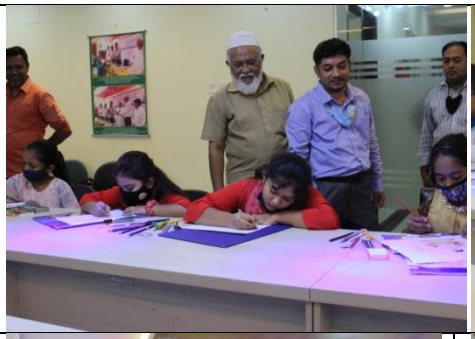

রচনা প্রতিযোগিতায় ক-গ্রুপ-৪র্থ শ্রেণি-৬ শ্রেণি খ-গ্রুপ- ৭ম শ্রেণি- ৯ম শ্রেণি এবং চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ক-গ্রুপ-২ শ্রেণি-৪ শ্রেণি খ-গ্রুপ-৫ম শ্রেণি- ৭ম শ্রেণি ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহ ণ করে। অনুষ্ঠানে সাগরিকা সাংস্কৃতিক ফোরামের ক্ষুদের শিক্ষার্থী শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদের শেখ রাসেল উপর লিখিত ১২টি বই উপহার প্রদান করা হয়। অন্যান্য প্রতিযোগিদের ও তাদের আগত অভিভাবকদেরকে সৌজন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অতিথিবৃন্দ বিজয়ী প্রতিযোগীদের উপহার বিতরণ করেন।

আলোচন ও দোয়া পর্ব শেষ উপস্থিত সকলে মিলে কেক কেটে শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। চরবাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব রাশেদ আনোয়ার হোসেন অনুষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ফেজবুক ফেইজে লাইভ ধারাবিবরণী প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচী চরএলাহী ইউনিয়নে শেখ রাসেল দিবস পালিত ঃ

অদ্য ১৮/১০/২০২১ ইং তারিখ পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্ড়বায়নে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার চর এলাহি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে, শেখ রাসেল এর ৫৮ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে উন্নয়নে যুব সমাজ এবং শিশু কিশোরদের অংশগ্রহনে, চিত্রাংকন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শেখ রাসেলের পরিচয় ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির পিসি জনাব, গোলামুর রহমান খোকন। উপস্থিত ছিলে স্থানীয় ইউপি সদস্য, যুব প্রতিনিধি, শাখা ব্যবস্থাপক, সমৃদ্ধি সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচি চরএলাহী ইউনিয়নে ১৮অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ২০২১ পালন

সমৃদ্ধি কর্মসূচী চরআমানুল্যা ইউনিয়নে শেখ রাসেল দিবস পালিত ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব হত্যার সময় সপরিবারে তাকে ও হত্যা করা হয়। মৃত্যুর আগে ব্যক্তিগত কর্মচারির সহ আটক হওয়ার সময় শেখ রাসেল আতঙ্কিত হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন " আমি মায়ের কাছে যাব"। পরবর্তিতে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন "আমাকে হাসু আপার(বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) কাছে পাঠিয়ে দিন"। অবশেষে অবুঝ শেখ রাসেলকে ও হত্যা করা হয়। শেখ রাসেল শিক্ষা জীবনে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দোয়া ও মিলাদ, র‍্যালী,বৃক্ষ রোপন ও বিনামূল্যে পুষ্টিকনা বিতরণ করা হয়। এই দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল "শেখ রাসেল দ্বীপ্ত জয়োল্লাস , অদম্য আত্মবিশ্বাস।

সংস্থার শাখা ও এলাকা ভিত্তিক শেখ রাসেল দিবস পালিত ঃ

অদ্য ১৮/১০/২০২১ইং রোজ সোমবার শেখ রাসেলের জন্ম দিন " শেখ রাসেল দিবস " উপলক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নোয়াখালী সদর এলাকার, আলীপুর শাখা,চাপরাশির হাট শাখা , বসুর হাট শাখা , বেগমগঞ্জ শাখা , সেনবাগ শাখা ও নাথেরপেটুয়া শাখায় শেখ রাসেল দিবস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সভা করা হয়।

কৈশোর কর্মসূচিতে শেখ রাসেল দিবস পালিত ঃ

১৮ অক্টোবর, ২০২১ইং রোজ সোমবার সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কৈশোর কর্মসূচির ১৪টি কিশোর কিশোরী ক্লাবে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কিশোর কিশোরী ও অভিভাবক সহকারে মোট ৫৮৭ জন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা শেখ রাসেল জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন, এছাড়াও ক্লাবের সভাপতিরা শেখ রাসেলের জীবনী ও নির্মম হত্যাকান্ডের সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সর্বোকনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেল ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত ও দোয়া কামনা করা হয়।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ব্যানার প্রদর্শন ঃ

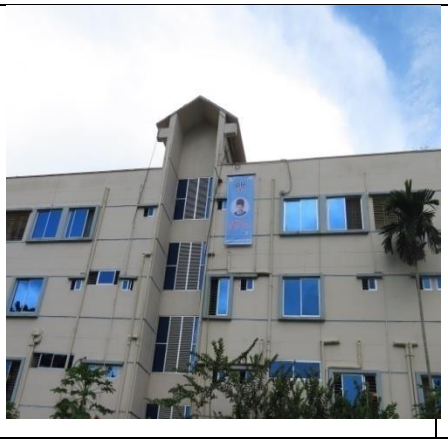

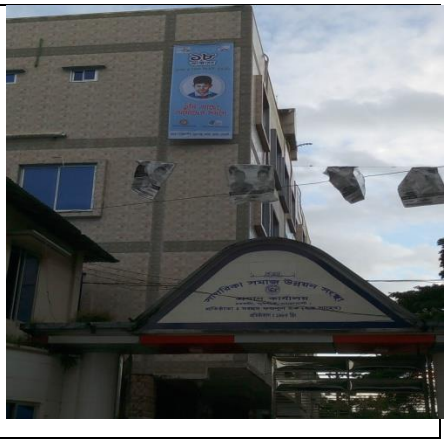

অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ঃ

প্রতি বছরের মত এ বছর সংস্থা কর্তৃক জাতীয় দিবস সমূহ যেমন ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ৮ই মাচ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। সংস্থা প্রকল্পের আওতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ প্রকল্পের কর্মএলাকাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। সংস্থা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করেছে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

করোনা সংক্রান্ত সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন

সার্বক্ষনিক করোনা আপডেট বিষয়ক পর্যবেক্ষণ:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন সার্বক্ষনিক ইউনিট খোলা রাখা হয়েছে। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার ব্যবস্থাপক (মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন) আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট করোনা প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্ঠিমূলক কার্যক্রম বাস্তাবয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শাখা পর্যায়ে সংস্থার সদস্য ও জনসধারণের স্বা স্থ্য সুরক্ষার জন্য এলাকা ব্যবস্থাপককে আহবায়ক করে শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দের সমন্বয়ে এলাকা ভিত্তিক ৯টি করোনা প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটিও গঠন করা হয়। কমিটি সমূহ সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী সার্বক্ষনিক সরকারী তথ্য ও এলাকা পর্যায়ের তথ্য পর্যবেক্ষণ করছেন ও প্রধান কার্যালয়স্থ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইউনিট ও কমিটিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করছে।

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সরকার ঘোষিত লকডাউন, সাধারন ছুটি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি সমূহ পরিপালন ঃ

সংস্থা করোনা মহামারি ১ম সংক্রমণকালীন সরকার ঘোষিত যাবতীয় বিধি বিধান ও বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন করেছে। ১ম পর্যায়ে ২০২০খ্রি: এপ্রিল, মে ও জুন এই ৩ মাস সরকারি ঘোষনা, এমআরএ ও পিকেএসএফ এর নির্দেশনানুযায়ী সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি সহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। ২০২১খ্রি: বর্ষেও সরকারের প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা অনুযায়ী কোভিড-১৯ ২য় ঢেউ সংক্রমণ রোধকল্পে ১-৩১ জুলাই '২০২১খ্রি: পূর্ণ ১ মাস সংস্থার সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। সংস্থার কর্মএলাকা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলায় ২৯৯৫টি সমিতির মাধ্যমে ৭১১৮০জন নারী পুরুষ সদস্য রয়েছে। ৫৩৭১৮ জন ঋণী সদস্যের মধ্যে ১৭৬.১৫ কোটি টাকা ঋণস্থিতি রয়েছে। ঋণ কর্মসূচিতে ৩৯৪ জন স্টাফ ও প্রকল্প স্টাফ ১৬৮ জন সহ সর্বমোট ৫৬২ জন স্টাফ সংস্থাতে বর্তমানে কর্মরত রয়েছে। কোভিডকালীন সহ বর্তমানে স্টাফদেরকে স্বাভাবিক নিয়মে যাবতীয় সুযোগসুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে।

খাদ্য সহায়তা প্রদান ঃ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় সংস্থার ১৫টি শাখায় (চর-আমান উল্ল্যাহ ও চর-এলাহী ইউনিয়নে সংস্থার পরিচালিত প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী ও সমৃদ্ধি কর্মসূচিসহ) করোনাভাইরাস ২য় ঢেউ মহামারি জনিত দেশব্যাপী লকডাউন বা সাধারণ ছুটি থাকার কারণে খাদ্য সংকটে পড়া কর্মহীন অতিদরিদ্র ২য় দফে ১৩৭ টি দু:স্থ পরিবারের মধ্যে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি মসুরডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পেয়াঁজ, ১ কেজি সয়াবিন তৈল, চিনি ১ কেজি, লাচ্ছি সেমাই ১কেজি, মার্কস দুধ ৭৫০ গ্রাম ও ২ টি করে হুইল সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

ব্র্যাকের সহযোগিতায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচী (ইএসপি শিক্ষা) :

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় চর এলাকায় ১৯৯৭খ্রি: সন থেকে দীর্ঘ কাল যাবত ব্র্যাকের সহযোগিতায় উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু বিশেষ করে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ কল্পে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি সংস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। ব্র্যাক সহায়তায় পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ৩২ টি স্কুল ও ৫ম শ্রেণির ১৫টি স্কুল সম্পূর্ণ ফ্রি (ফিলানথ্রোপী স্কুল) ভিত্তিতে এবং সংস্থা কর্তৃক সরাসরি টিউশন ফি দ্বারা পরিচালিত ১ম শ্রেণির ০৭ টি স্কুল, দ্বিতীয় শ্রেণির ১০ টি স্কুল ও ৫ম শ্রেণির ১৪টি স্কুল স্কুলসহ মোট ৭৮টি স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ব্র্যাক-ইএসপি প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক ও ৫ম শ্রেণির স্কুল ও সংস্থা কর্তৃক টিউশন ফি দ্বারা পরিচালিত স্কুল সমূহ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত হয়েছে। সংস্থার দ্বারা পরিচালিত স্কুল গুলো কোভিড-১৯ করোনা মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধ জনিত অনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি নির্দেশনার আলোকে বন্ধ রাখা হয়েছে।

ব্র্যাক-ইএসপি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির চুক্তি সম্পাদনোত্তর ব্র্যাক কার্যালয়ে জনাব মনোয়ার হোসেন খন্দকার, হেড অব পার্টনাশীপ এন্ড প্রজেক্টস, ব্র্যাক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম। সাথে রয়েছেন সুস্মিতা আখন্দ, ম্যানেজার ইএসপি ও মো: কামাল পাশা, এনজিও ফোকাল, চট্টগ্রাম।	ব্র্যাক-ইএসপি শিক্ষা কর্মসূচির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষিকাদের বেসিক প্রশিক্ষণ শেষে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী এর সাথে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সকল শিক্ষিকাগন।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির একটি স্কুল	দ্বিতীয় শ্রেণির একটি স্কুল	৫ম শ্রেণির একটি স্কুল

চলমান কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস কালীন কার্যক্রম ঃ

বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে গত ১৭ ই মার্চ থেকে চলমান সকল বিদ্যালয় সাময়ীক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে স্কুল গুলোর পাঠদান বন্ধ আছে তবে ব্র্যাক এর নির্দেশনা মোতাবেক পঞ্চম শ্রেণির ১৫ টি স্কুলের গুগুলমিট কল কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ০৯/০৫/২০২০ ইং থেকে ডিসেম্বর সমাপণী মূল্যায়ণ পর্যন্ত হোম স্কুল পাঠদান পরিচালনা করা হয়। সংস্থার টিউশন ফি মাধ্যমে পরিচালিত ১৪টি ৫ম শ্রেণির স্কুলসহ অন্যান্য স্কুল গুলো টিচারের মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের (সরাসরি/মোবাইল) মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করা হয়। সুবর্ণচর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সমাপণী পরীক্ষার রেজিষ্ট্রেশনসহ যাবতীয় নির্দেশনা পরিপালনের মাধ্যমে সমাপণী মূল্যায়ন পরীক্ষা সম্পাদন করে ৫ম শ্রেণি কোর্স সমাপ্ত করা হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তোলন নিশ্চিত করা হয়েছে।

কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্লাস নিচ্ছেন পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষিকা	কল কনফারেন্সের মাধ্যমে ক্লাস করছে পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী

চলমান স্কুল, শ্রেণি ও ছাত্র-ছাত্রী তথ্য ঃ

প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছেলে-৮/১০ জন ও মেয়ে- ২০ জন সহ মোট ৩০ জন রয়েছে। সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিম্নে সারণীতে সংস্থার শ্রেণি অনুযায়ী চলমান স্কুলের তথ্য প্রদান করা হল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	স্কুল সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা			মন্তব্য
			২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট	
নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৬	০৫	০৯	১৪	১৫০	২৭০		প্রতি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও অনুপাত ৩০ ও (১:২)
	হাতিয়া	২	০২	০১	৩	৬০	৩০		
সর্বমোট	২	৮	০৭	১০	১৭	২৪০	৩০০		

কোর্স সমাপ্ত ও সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল তথ্য ঃ

সংস্থার উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সন থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষার গুণগতদিক থেকে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জিত হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্সও সমাপ্ত হয়েছে। নিম্নের সারণীতে সংস্থার পরিচালিত স্কুলের ফলাফলের সন ভিত্তিক সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হল।

কোর্স	উপজেলা	পরীক্ষা উত্তীর্ণ -২০২০					পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
		স্কুল সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশ:	পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা				
			ছাত্র-ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট ছাত্র-ছাত্রী	মোট ছাত্রী
৫ম শ্রেণি	সুবর্ণচর	১৬	৪৪৩	৪৪৩	১৪৭	২৯৬	১৪২২	৯৬৭
	হাতিয়া	১১	২৭৭	২৭৭	৯২	১৮৫	৫১৭	৩৪২
	কোম্পানীগঞ্জ	২	৬০	৬০	১৯	৪১	১১৭	৮১
	মোট	২৯	৭৮০	৭৮০	২৫৮	৫২২	২০৫৬	১৩৯০
প্রাক-প্রাথমিক	সুবর্ণচর	২৫	৮০০	৮০০	৩২৮	৪৭২	২৮১৬	১৮২০
	হাতিয়া	৪	১২৮	১২৮	৫২	৭৬	৯৬০	৬৩৬
	কোম্পানীগঞ্জ	৩	৯৬	৯৬	৩৮	৫৮	৬০৬	৭৭২
	রামগতি						৪৮০	৩৩৬
	মোট	৩২	১০২৪	১০২৪	৪১৮	৬০৬	৪৮৬২	৩৫৬৪
সর্বমোট (৫ম শ্রেণি + প্রাপ্রা)		৬১	১৮০৪	১৮০৪	৬৭৬	১১২৮	৬৯১৮	৪৯৫৪

কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় পিকেএসএফ'র মুলস্রোতের কার্যক্রম 'কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' নভেম্বর, ২০১৩ ইং হতে শুরু হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও মূলস্রোত কর্মসূচীর আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে যার ধারাবাহিকতায় সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলার সংস্থার ৬ টি শাখায় কর্মএলাকায় সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে সদস্যদের বাৎসরিক বাড়তি আয়েরও সুযোগ হচ্ছে। সাগরিকা

সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও পিকেএসএফ'র এর দিকনির্দেশনা ও আর্থিক সহযোগিতায় কৃষি ইউনিটের আওতায়, প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল উৎপাদন, পরিবারের পুষ্টি নিশ্চয়তায় বহুস্তরে শাকসবজী ও ফলমূল উৎপাদন, ট্রাইকো-কম্পোষ্ট উৎপাদন, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ, আন্তঃফসল চাষ, উপকুলীয় এলাকায় তেল ডাল ফসল উৎপাদন, উপকুলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন, কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন, নিরাপদ ফসল উৎপাদন হাব ক্লাষ্টার, উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র, মাঠ দিবস, এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্যখাতে কার্প-মলা মিশ্র চাষ, কার্প-গলদা চিংড়ী মিশ্র চাষ, দেশী শিং-মাগুর-পাবদা-কার্প মিশ্র চাষ, উচ্চমূল্যেও চিতল-আইড়-শোল-কার্প মাছের মিশ্রচাষ, কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, ট্যাংকে উচ্চ মূল্যের মাছ চাষ, ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ ও পাড়ে সবজি চাষ, মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি , সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট, ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ক্রস ভিজিট, পোনা অবমুক্তকরন, মাঠ দিবস, প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির আওতায় নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ, প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র (টার্কি, ভেড়া, কাদাকনাথ ইত্যাদি), উন্নত বা সংকর জাতের গাভি পালন, লেয়ার মুরগি পালন, মাসকোভি হাঁস পালন, গবাদিপ্রাণী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগি পালন, সমন্বিত পদ্ধতিতে (নিবিড় ও আধা-নিবিড়) কবুতর পালন, মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন, ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল এবং জিনডিং জাতের হাঁস পালন, উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস চাষ প্রদর্শনী, খামার দিবস, প্রশিক্ষন ও বিভিন্ন ধরনের টিকা এবং কৃমিনাশক সহ বিভিন্ন উপকরন প্রদান করা হয়।

কর্মএলাকা ও উপকারভোগীর বিবরণ :

ক্রমিক	শাখার নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়ন নাম	গ্রামের ইাম	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
০১	চর মহিউদ্দিন	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৫নং চরজুবলি	চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিন কচ্ছপিয়া, চর বাগ্গা	২৫৭৮	৫৪২	৪৬০৬	৫১৪৮	
০২	চর জব্বার	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	১নং চরজব্বর	উত্তর চরবাগ্গা, চরজব্বর	২২২৮	৫৪২	৩৯১৪	৪৪৫৬	
				৫নং চরজুবলি	পশ্চিম চরজুবলী, মধ্যবাগ্গা					
				৪ নং চরওয়াপদা	চরওয়াবদা					
০৩	চরবাটা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	২নং চরবাটা	পশ্চিম চরবাটা, মধ্য চরবাটা, হাজীপুর	২৪০৬	১০৯২	৩৭০০	৪৭৯২	
				৭নং পূর্ব চরবাটা	হাজীপুর, চর মজিদ					
০৪	চর ক্লার্ক	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৩নং চর ক্লার্ক	দক্ষিণ চরক্লার্ক, চর তোরাব আলী, চরউড়িয়া	১৯৫৭	৮২৪	৩০৯০	৩৯১৪	
				৮নং মোহাম্মদপুর	কেরামতপুর, চর বায়েজিদ					
০৫	সোলেমান বাজার	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৭ নং পূর্বচরবাটা	চরমজিদ, চর আকরাম উদ্দিন	১৪৯৯	৪০২	২৫৯৬	২৯৯৮	
				৮নং মোহাম্মদপুর	চর বায়েজিদ					
০৬	পূর্ব চরবাটা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৭ নং পূর্বচরবাটা	চরমজিদ, পূর্ব চরমজিদ	১৮২৪	২১৪	৩৪৩৬	৩৬৫০	
				২ নং মধ্য চরবাটা	দক্ষিন চরমজিদ					
০৭	মোহাম্মদপুর	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৮নং মোহাম্মদপুর	চর আলাউদ্দিন,চর আক্রাম,চর লক্ষী, চর নোমান, চর মাকসিমুল, চর তোরাবআলী	১৪৫৭	৩১৬	২৫৯৮	২৯১৪	
০৮	জনতাবাজার	নোয়াখালী	হাতিয়া	২নং চানন্দি	মোল্লা গ্রাম	১৫৫১	১১৮	২৯৮৪	৩১০২	
	০৮	০১	০২	০৯	৩০	১৫৫০০	৪০৫০	২৬৯২৪	৩০৯৭৪	

কোকোডাষ্ট ব্যবহারে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন সবজি ও ফলের চারা উৎপাদন, প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত প্রচলন:

চরবাটা শাখার তোতারবাজার ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির কৃষক মো: মিলাদ (মোবা: ০১৮৩৫২৮১১৯৫) কোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন বিভিন্ন ধরনের সবজির চারা উৎপাদন করেন।

চরজব্বর শাখার চাঁদনী মহিলা উন্নয়ন সমিতির কৃষক মো: শাহজাহান (মোবা: ০১৮২৯৭৯২৩৩৩) কোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন ১২ হাজার তরমুজের চারাসহ বিভিন্ন সবজির চারা উৎপাদন করেন।

চরবাটা, চরজব্বর, চরজুবলি, চরক্লার্ক ইউনিয়নের ৫ জন কৃষক কোকোডাস্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রে তে মাটি বিহীন বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজির চারা উৎপাদন করেন প্রত্যেকে ২০,০০০-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। উল্লেখ্য ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ১৩ টি প্রদর্শনী ৬ টি গ্রামে বাস্তবায়নের মাধ্যমে চারা উৎপাদনের নব পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে স্বল্প পরিসরে অনেক কৃষক নিজের প্রয়োজনীয় চারা উৎপাদন করছেন।

চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামের পুর্নিমা মহিলা উন্নয়ন সমিতির ফাতেমা খাতুন এর স্বামী কৃষক মো: মিজান বিনাধান ১০ চাষ করে ভালো ফলনের পাশাপাশি জমির আইলে বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে বাড়তি মুনাফা লাভ করেন।

চরবাটা ইউনিয়নের মধ্য চরবাটা গ্রামের তোতারবাজার ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির আবু ছায়েদ (মোবা: ০১৮২২০০৭৪৩১) মালচিং শিট ব্যবহারে শীতকালীন তরমুজ চাষ করে ৫০,০০০ টাকা আয় করেন।

চরবাটা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর, চরজব্বার, চর জুবলী ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীল ও বিশেষ গুনসম্পন্ন নতুন ফসল জাত হিসেবে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ, ব্ল্যাক রাইচ, গ্রীন লেডি, তাইওয়ান কিং পেঁপে, বিনা ধান-১০, বলসুন্দরী কুল, বারি মাল্টা-১, থাই পেয়ারা-৭, হাইব্রিড ঢেঁড়স, করলা, চিচিঙ্গা, আখসহ মোট ১৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। বেশিরভাগ প্রদর্শনীর কৃষক এই করোনাকালীন সময়েও লাভবান হতে সক্ষম হয়েছেন। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ৮১ টি বিভিন্ন জাতের উচ্চ ফলনশীল ফসল বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় তরমুজ, পেঁপে, করলা, চিচিঙ্গার ৬টি ক্লাষ্টার গঠিত হয়েছে।

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ, পরিবারের পুষ্টি নিশ্চয়তায় বহুস্তরে **শাকসবজি ও ফলমূল চাষ:**

চরবাটা ইউনিয়নের ৪ জন কৃষকের মাঝে গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজ ইয়েলো ড্রাগন, ব্ল্যাক সুগার চাষ করা হয় যার মধ্যে ইয়েলো ড্রাগনের বিশেষত্ব ছিলো তরমুজের ভিতরের অংশ হলুদ যা খেতে খুব সুস্বাদু হওয়াতে কৃষক বাজারমুল্য অনেক বেশি পেয়েছেন। করোনাকালীন সময়ে বেবি তরমুজ চাষ করে কৃষক ৪০ শতাংশ জমিতে ৬০ টাকা কেজি দরে ৩৫,৫০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ১৪ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বছর প্রদর্শনীসহ ৩.৫ একর জমিতে চাষাবাদ সম্প্রসারিত হয়েছে।

চরবাটা শাখার নারীকল্যান মহিলা উন্নয়ন সমিতির সাজমিন আক্তার এর স্বামী মো: ওসমান প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন বেবি তরমুজ চাষ করে প্রতি কেজি ৬০ টাকা দামে বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জন করেছেন।

চরবাটা শাখাব্র ঘোষফিল্ড বাজার কৃষি সমিতির কৃষক ভবেশ চন্দ্র পরিবারের পুষ্টি নিশ্চয়তায় বহুস্তরে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করেছেন।

চরবাটা, চরক্লার্ক, চরজব্বার, চরজুবলী ইউনিয়নে পরিবারের পুষ্টি নিশ্চয়তায় বহুস্তরে শাকসবজি ও ফলমূল চাষ এর আওতায় ১৫ জন চাষীকে ১৩৫ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি, ৯০ কেজি এমওপি, ৯০ কেজি জিপসাম, ৯০০ কেজি কেঁচো সার, ৩ কেজি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির বীজ, বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজির চারা, বিভিন্ন ধরনের ফল গাছের চারা, ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ, নীল ফাঁদ, বেড়া ও মাচার জাল বিতরন করা হয়। এতে একজন কৃষানী ৮ শতাংশ জমি থেকে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করে নিজের পুষ্টির চাহিদা পুরনের পাশাপাশি ৪,৪৪৫ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ১৫০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ৩০ টি প্রতিরুপায়ন হয়েছে। অত্র এলাকায় কৃষানীরা নিজেদের পারিবারিক চাহিদা মেটাতে বাড়ির আঙিনায় বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ করায় অভ্যস্থ হয়েছেন।

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল:

চরবাটা শাখার মাতৃকল্যান মহিলা উন্নয়ন সমিতির কৃষনী বাবলা রানীর স্বামী গোপাল মজুমদার ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন করে পানের জমিতে ব্যবহারে পানকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

চরক্লার্ক শাখার শাপলা মহিলা উন্নয়ন সমিতির কৃষানী মিনারা বেগমের স্বামী মো: রুহুল আমিন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন হিসেবে সর্জান পদ্ধতিতে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে একইসাথে কান্দিতে সীম ও নালাতে মাছ চাষ করে ডাবল অর্থ উপার্জন করেন।

ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনীর আওতায় চরবাটা ইউনিয়নে ১৫ জন কৃষকের মাঝে ১৫ টি ট্রাইকোকম্পোষ্ট চেম্বার তৈরি, ১৫ কেজি ট্রাইকোডার্মা পাউডার ও ৩০ টি টিন বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীর আওতায় হাজীপুর গ্রামের পান চাষীদের নিয়ে একটি ক্লাষ্টার্ড তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ট্রাইকো লিচেট ব্যবহার করে চাষীগন পানকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। চরক্লার্ক ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষি অভিযোজন কৌশল হিসেবে সর্জান পদ্ধতিতে ১০ টি প্রদর্শনীতে ১০ জন কৃষকের মাঝে বিষমুক্ত উপায়ে দেশী সীম, শশা, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা চাষ করা হয়। কান্দিতে সবজি এবং নিচে মাছ চাষ করে লবনাক্ততা দুরীকরন যেমন সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি একই জমি থেকে একই সময়ে ডাবল আয় করাও সম্ভব হয়েছে। এতে একজন কৃষক ৩ একর জমি থেকে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ ৮৬,৮০০ টাকা পর্যন্ত আয়

করেছেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত ৩৩ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করে ৪ টি ক্লাষ্টার গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষক নিজ উদ্যেগেই সমগ্র উপজেলায় সর্জান পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের পাশাপাশি ফল বাগানও করছেন।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা ও GAP, স্থানীয় জাতের ফসল চাষ, অরচার্ড উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে চর জুবলী, চরক্লার্ক ও মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ২০ জন কৃষককে ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচের চারার পাশাপাশি ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ ও নীল ফাঁদ, ফ্রুট ব্যাগ, জৈব বালাইনাশক বায়োট্রিন, কেমাইট প্রদান করা হয়। এতে অত্র অঞ্চলে নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মাছি পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ এর ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৭৩ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের পাশাপাশি ৬ টি হাব ক্লাষ্টার গঠন করা হয়েছে। এ অর্থবছরে একজন কৃষক ৪২ শতাংশ জমি থেকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

চর মহিউদ্দিন শাখার চামেলী মহিলা উন্নয়ন সমিতির আসমা বেগমের স্বামী মো: ফারুক নিরাপদ উপায়ে করলা, চিচিঙ্গা উৎপাদন করেন এবং বাজারজাত করে অধিক মুনাফা অর্জন করেন।

চর জুবলী ইউনিয়নের দক্ষিণ কচ্ছপিয়া ব্যবসায়ী সমিতির কৃষক জাহাঙ্গীর (মোবা: ০১৮৬৭২২১৫৭৫) ফসল নিরাপদ রাখতে ফেরোমন ফাঁদ, হলুদফাঁদ, নীল ফাঁদ এর সমন্বিত ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি মালচিং শিট ব্যবহার করে শসা, মরিচ চাষে দারুন সাফল্য পেয়েছেন।

স্থানীয় জাতের সুগন্ধী ধান শাক্কনক্ষোরা, মুড়ির ধান গিগজ, আতপ চালের জন্য জনপ্রিয় পাইজাম, বরকাজী জাতের পান কৃষক পর্যায়ে আবাদ অব্যাহত রাখার জন্য ৪ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। একজন কৃষক ৩ একর জমি থেকে সর্বোচ্চ ৬১,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। অরচার্ড উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় ৩ টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে বারি মাল্টা-১, চায়না-৩ লিচু, ম্যান্ডারিন জাতের কমলা, ড্রাগন ফল, বিভিন্ন জাতের আম যেমন: ব্যানানা, গৌড়মতি, বারি আম-৪, আম্রপালি, হাড়িয়াভাঙ্গা চাষ করা হয়।

চরজব্বার শাখার মধুমিতা মহিলা সমিতির কৃষানী রহিমা খাতুনের স্বামী আলী আহম্মদ (মোবা: ০১৭৩৯৭০১৪০৪) স্থানীয় জাতের ধান হিসেবে শাক্কনক্ষোরা এবং গিগজ ধানের চাষ করেছেন

চরক্লার্ক শাখার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের পাখি মহিলা সমিতির জান্নাতুল ফেরদৌসের স্বামী মো: আয়াতউল্লাহ (মোবা: ০১৬২৭১৭২৮৫৫) উচ্চমূল্যের ফল উ'পাদনে উদ্যেক্তা সৃষ্টি প্রদর্শনীতে ম্যান্ডারিন জাতের কমলা, চায়না-৩ লিচু, বারি মাল্টা-১, গ্রীনলেডি পেঁপে চাষাবাদ করেছেন

আন্ত:ফসল চাষ ও উপকুলীয় এলাকায় তেল ডাল ফসল চাষাবাদ:

প্রথমবারের মত আন্ত:ফসল হিসেবে ৪ টি ফসল বাস্তবায়ন করা হয়। এখানে টমেটোর সহিত ফুলকপি, মরিচ, পেঁপে, গাজর, রসুন এর বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এতে কৃষক একই জমিতে একই সময়ে দুই, তিনটি ফসল উৎপাদন করায় বাড়তি অর্থ উপার্জন করেছেন।

একজন কৃষক ৮০ শতাংশ জমি থেকে সর্বোচ্চ ১,৩১,৪৪৫ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। একইভাবে প্রথমবারের মত উপকুলীয় এলাকায় তেল ডাল ফসল হিসেবে বারি সয়াবীন-৫, বারি সয়াবীন-৬, বারি ফেলন-১, সূর্যমুখী হাইসান, বারি সূর্যমুখী -২.৩, বিনা খেসারি-১ চাষাবাদ করা হয়। খেসারি আবাদ করে একজন কৃষক ৬ একর জমি থেকে সর্বোচ্চ ৭৯,৫২৭ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন।

চরক্লার্ক ইউনিয়নের কমলা মহিলা উন্নয়ন সমিতি শাহনাজ বেগমের স্বামী মো: কবির আন্তঃফসল হিসেবে টমেটোর সহিত ফুলকপি চাষাবাদ করে বাড়তি অর্থ উপার্জন করেন।

চরজব্বার ইউনিয়নের চরজব্বার শাখার রংধনু মহিলা উন্নয়ন সমিতির পারভিন আক্তারের স্বামী মো: জামাল উদ্দিন বিনা খেসারি-১ চাষাবাদ করে বাম্পার ফলন পেয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর এবং পিকেএসএফ কর্তৃক কর্মসূচি পরিদর্শন ঃ

ফেনী জেলার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক, ৬ টি উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক কর্তৃক কোকোডাষ্টে মাটি বিহীন চারা উৎপাদন পরিদর্শন করা হয়।।

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমনে সংস্থার সহকারী পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য প্রদান করছেন।

পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক শাহরিয়ার আল-মাহমুদ এবং নেয়ামুল হাসান শোভন চরমহিউদ্দিন শাখায় নিরাপদ ফসল উৎপাদন হাব ক্লাষ্টার পরিদর্শন করছেন

মৎস্য চাষ প্রযুক্তি ও আধুনিক চাষাবাদ বিষয়ক কার্যক্রম বিবরণ ঃ

কার্প-গলদা, কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ঃ

৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামের রুপালি মহিলা উন্নয়ন সমিতির রাজিয়া বেগমের স্বামী মো: সালাউদ্দিনের (০১৩১৭৬৮৬৮৩৪) পুকুর থেকে আহরনকৃত চিংড়ি।

৭নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামের সেলিম বাজার ব্যবসায়ি সমিতির মো: মোসলে উদ্দিন (০১৮২২৯৭১৩৩৯) কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী।

সোলেমান বাজার শাখার আওতায় ৭ নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামের ২ জন, চরজব্বর শাখার আওতায় ৫ নং চরজুবলী ইউনিয়নের চরজুবলী গ্রামে ৩ জন , চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর, বাংলাবাজার গ্রামে ৩ জন এবং ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরতোরাবআলী ও উড়িরচর গ্রামে ২জন কার্প-গলদা ও পাড়ে সবজি চাষের প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে । সোলেমানবাজার শাখার আওতায় ৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের চরমজিদ গ্রামে ১ জন ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে ১ জন , চরজব্বর শাখার আওতায় ১নং চরজব্ব ইউনিয়নের চরজব্বর গ্রামে ১জন, চরক্লার্ক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরানীবাজার গ্রামে ৪ জন এবং ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরতোরাবআলী গ্রমে ২ জন মধ্যে **কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ** প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনী গুলো বাস্তবায়নের সফলতা দেখে এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে ৫ জন চাষী কার্প- গলদার মিশ্রচাষ এবং ১২ জন কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষ করছে । কার্প-গলদা ও **কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ** ২০টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯৭৪ শতাংশ পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ করে ২২৮২৬ কেজি চিংড়ি, রুই, কাতল, মৃগেল, সিলভার কার্প, বিগহেড উৎপাদন করে এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ২৪৭৬৫ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সীম, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া এবং বরবটি। কোভিড -১৯ এবং প্রাকৃতিক কারণে বিগত বছরের তুলনায় সবজির উৎপাদন কমেছে। বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর প্রযন্ত কার্প-গলদা ৬৫টি এবং **কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ ৪১ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করাহয়।**

উচ্চমূল্যের চিতল-আইড় ও শোল মাছ, কার্প নার্সারী, দেশি শিং -মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ ঃ

দেশিয় প্রজাতির মাছ, শিং-মাগুর-পাবদা চিতল- আইড় এর প্রাপ্যতা অনেক কম এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক জলাভূমি সংকোচিত এবং জলজ পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার কারণে প্রজনন এবং বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে আসছে । এই সব মাছের বৃদ্ধির জন্য চরক্লাক শাখার আওতায় ৩ নং চরক্লা ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লাক গ্রামে ৭ জন উচ্চমূল্যের চিতল-আইড় ও শোল মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চরবাটা শাখার আওতায় ২নং চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামে ১ জন, ৩নং চর আমানউল্ল্যা ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ২ জন, চরক্লাক শাখার আওতায় ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরতোরাবালী গ্রামে ১জন, চরজব্বর শাখার আওতায় ৪নং চরওয়াপদা ইউনিয়নের চরআমিনুলহক গ্রামে ১ জন কার্প নার্সারী প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চরজব্বর শাখার আওতায় ৫নং জুবলি ইউনিয়নের চরজুবলি গ্রামে ৩ জন এবং ৪নং চরওয়াপদা ইউনিয়নের চরআমিনুলহক গ্রামে ২ জন দেশি শিং -মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনী গুলো বাস্তবায়নের সফলতা দেখে এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে ৪ জন উচ্চমূল্যের চিতল-আইড় ও শোল মাছের মিশ্রচাষ এবং ৩ জন কার্প নার্সারী ও ২জন দেশি শিং -মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষ করছে । ২০টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬০০ শতাংশ পুকুরে মাছের মিশ্রচাষ করে ১১৬৬২ কেজি চিতল,আইড়, শিং,গুলশা-ট্যাংরা ও কার্প জাতীয় মাছ উৎপাদন করে এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ৪৯০৪ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে। প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ১৫ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মিশ্রচাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর প্রযন্ত দেশি শিং -মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষ প্রদর্শনী ১০০টি এবং উচ্চমূল্যের চিতল-আইড় ও শোল-কার্প মাছের মিশ্র চাষ ৩৫ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়।

৫নং চরজুবলি ইউনিয়নের চরজুবলি গ্রামের একতা ব্যবসায়ি সমিতি মো: আবুল কাশেম (০১৭১৫৪৮২৪৩৮) শিং মাছে চাষে একজন সফল চাষী ।

২নং চরবাটা ইউনিয়নের চরবাটা গ্রামের খাসের হাট ব্যবসায়ি সমিতি মো: ফয়সাল (০১৭১৯১৯৯১২৯) এক জন সফল কার্প নার্সারী উদ্যোক্ত ।

৩নং চরক্লাক ইউনিয়নের আর্দশ সমাজ গ্রামের মেঘনা মহিলা সমিতির বিবি জয়নব স্বামী মো: ইছা উচ্চমূল্য মাছ চাষ প্রদর্শনী থেকে কার্প জাতীয় মাছ আহরন করেছেন ।

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, ভেটকি - কার্প ও বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ প্রদর্শনী ঃ

৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামের অন্তরা মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যা রিংকু রানীর কাঁকড়া (০১৮৩৪৩৩৪২০৯) ঘের থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া।	৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরউরিয়া গ্রামের নুপুর মহিলা উন্নয়ন সমিতির সদস্যা নুরনাহার বেগমের স্বামী মোঃ এনায়েত (০১৮১৪৪২০৮৪৯)উল্ল্যা ভেটকি মাছ চাষে সফল।	৫নং চরজুবলী ইউনিয়নের জুবলী গ্রামের যুব উন্নয়ন ব্যবসায়ি সমিতির মো: কামরুল হাসান (০১৭১০২৬৭০৫৬) বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে ট্যাংকে মাছ চাষ এ পানির ভৌত রাসায়নিক গুনাবলি পরীক্ষা করছেন ।

চরবাটা শাখার আওতায় ৭নং পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুর গ্রামে ৩ জন এবং ৪নং চরআমানউল্যাহ ইউনিয়নের চরআমানউল্যাহ গ্রামে ১১ জন কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী আছে। ৩নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিণ চরক্লার্ক গ্রামে ১১জন ভেটকি মাছের প্রদর্শনী চরক্লার্ক শাখায় বাস্তবায়ন করা হয়। সোলেমান বাজার শাখার আওতায় ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে চরউরিয়া গ্রামে ১৪ জন এর মাঝে ভেটকি মাছের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। চরজব্বর শাখার আওতায় ৫নং চরজুবলী ইউনিয়নে চরজুবলী গ্রামে ১জন, আব্দুর রশীদ গ্রামে ১ জন ও ৪নং চরওয়াপদা ইউনিয়নে চর আমিনুলহক গ্রামে ১ জন ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রদর্শনী গুলো বাস্তবায়নের সফলতা দেখে এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে ৬ জন কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ এবং ১৪ জন ভেটকি -কার্প জাতীয় মাছ চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ চাষ করছে। ৪২টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৯৮০ শতাংশ ঘের, পুকুরে ও ট্যাংকে মাছ উৎপাদন হয় ২৩৪৬৯ কেজি এবং পাড়ে সবজিচাষ করে ৬৭০০ কেজি শাকসবজি উৎপন্ন করে । প্রযুক্তির ফলাফল দেখে এ পর্যন্ত ২৮ জন অনুসরণীয় চাষী এ প্রযুক্তির আওতায় মৎস্য চাষ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর প্রযন্ত কাকঁড়া মোটাতাজাকরণ ৪১টি, ভেটকি -কার্প জাতীয় মাছ চাষ ৩৯টি এবং বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে ট্যাংকে মাছ চাষ ১৮ **প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করাহয়।**

সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট, ফিশিং গিয়ার তৈরী ও ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যেক্তা সৃষ্টি ঃ

সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি জনতা বাজার শাখায় আওতায় ২নং চানন্দি ইউনিয়নের মোল্লা গ্রামে ৩ জন ও রানী গ্রামে ২জনকে এই প্রদর্শনীর আওতায় আনা হয়। চরবাটা শাখার আওতায় ২নং চরবাটা ইউনিয়নের মধ্য চরবাটা গ্রামে ৬ জন ও চরজব্বর শাখার আওতায় ৫নং চরজুবলি ইউনিয়নের চরজুবলি গ্রামে ৪ জন ফিশিং গিয়ার তৈরীতে উদ্যেক্তা সৃষ্টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। চরবাটা শাখার আওায় ৭নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুরা গ্রামের ১ জন ও ৩নং চরক্লার্ক ইউনিয়নের দক্ষিন চরক্লার্ক গ্রামে ১ জন ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যেক্তা সৃষ্টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

প্রদর্শনী গুলো বাস্তবায়নের সফলতা দেখে এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ৫ জন এবং ১০ ফিশিং গিয়ার তৈরীতে উদ্যেক্তা সৃষ্টি হয়েছে। ১৭টি প্রদর্শনীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে লোনা ইলিশ তৈরি করা হয় ৩৩১ কেজি, ঝাঁকি জাল তৈরি করা হয় ১৬৮টি এবং ফিশ ফিড তৈরী করা হয় ১.৪৭ টন। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছর প্রযন্ত ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ৬টি **প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করাহয়।**

২নং চানন্দি ইউনিয়নের মোল্লা গ্রামের গোলাপ মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে মনিজা বেগম (০১৮৩৫০০৩২০৬) সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট তৈরি কার্যক্রম ।	২নং চরবাটা ইউনিয়নের মধ্য চরবাটা গ্রামের পূর্ণিমা মহিলা উন্নয়ন সমিতির মিনতি রানী (০১৩২২৯৭১০৩২) ফিশিং গিয়ার তৈরি প্রদর্শনীতে ঝাঁকি জাল বুনছেন ।	৭নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের হাজিপুরা গ্রামের ছমিরহাট কৃষি ব্যবসায়ি সমিতির সদস্য গোলাম সারোয়ার (০১৭১৬১০১৬৮৯) একজন ফিশ ফিড তৈরীতে সফল উদ্যোক্তা।

মাছ চাষের কিটবক্স ব্যবহার ঃ

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: খোরশেদ আলম সংস্থার প্রদর্শনী ভুক্ত মৎস্য চাষীদের পুকুরে পানির এ্যামোনিয়া পরীক্ষা করছেন।

সংস্থার মৎস্য চাষীদের পুকুরে পানির স্যালাইনিটি পরীক্ষা করছেন প্রকল্পের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা

ক্রস ভিজিট ও উদ্ধকরণ ভ্রমণ ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতে ক্রস ভিজিট চরজব্বর শাখায় বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ কামরুল হাসানের বাড়িতে করা হয়। উক্ত ভিজিটে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকতা জনাব খোরশেদ আলম ইউনিটের ফোকাল পার্সন জনাব মো: মহিব উল্যাহ ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ সংস্থার সদস্য পর্যায়ে মৎস্য চাষী।

মাছ চাষ প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস কার্যক্রম ঃ

পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী ঃ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন সুবর্ণচর উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ খোরশেদ আলম, ইউনিট ফোকালপার্সন মোঃমহিব উল্যাহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।	উন্মুক্তজলাশয় চরক্লার্ক ইউনিয়নের কাটাখালী খালে দেশীয় প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করছেন উপজেলামৎস্য কর্মকর্তা জনাব খোরশেদ আলম ইউনিট ফোকালপার্সন মোঃমহিব উল্যাহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাসহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন ।

মুক্তজলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ঘটানোর সুযোগ সৃষ্টিসহ জলাশয়ে মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরনের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্য খাতে ২৭ শে সেপ্টম্বর'২০২০ সুবর্ণচর উপজেলার চরক্লার্ক ইউনিয়নের ১৫ কি.মি লম্বা কাটাখালী খালে কার্প , দেশীয় প্রজাতির মাছ , কুচিয়াসহ মোট ৭.৫ হাজার পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়। স্থানীয় জনগণের সাথে এক আলোচনা সভায় পোনা অবমুক্তকরণের উদ্দেশ্য এবং তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংস্থা ও কর্মসূচি পরিদর্শন ঃ

সংস্থার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতে প্রদর্শনী পুকুর ভিজিট করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	সংস্থার বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ প্রদর্শনী ভিজিট করছেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: খোরশেদ আলম

পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক শাহরিয়ার আল-মাহমুদ চরজব্বর শাখায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতের সংস্থার বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ প্রদর্শনী ভিজিট করছেন

পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক নেয়ামুল হাসান শোভন সোলমান বাজার শাখায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতের ভেটকি-তেলাপিয়া -কার্প জাতীয় মাছের প্রদর্শনী ভিজিট করছেন।

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি কার্যক্রমের বিবরন ঃ

গাভি পালন প্রদর্শনী, আধানিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী ঃ

২নং চর বাটা ইউনিয়নের মধ্যচরবাটা গ্রামের উন্নত জাতের গাভি পালনকারী সদস্য খলিল মিয়া (০১৭৫০২২৩৭৪৩০) তার খামারের গাভি গুলোর পরিচর্যা ও খাবার প্রদান করছেন।

মাঠ পর্যায়ে সংকর জাতের গাভি পালন ও নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' এর মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ৪ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৪ টি ২নং চরবাটা ইউনিয়নে ৫ টি, ও ৭ নং পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি সর্বমোট ২০ টি উন্নত ও সংকর জাতের গাভি পালন প্রদর্শনী খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৫ টি, ৩ নং চরক্লার্ক ইউনিয়নে ৭ টি, ৪নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি, ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৮ টি, ৮ নং মোহামদপুর ইউনিয়নে ৪ টি সর্বমোট ২৫ নিবিড় প্রদ্বতিতে খাসি মোটাতাজাকরন প্রর্দশনী খামার স্থাপন করা হয়। গাভি ও বাছুরে আবাসনের ক্ষেত্রে দিনে থাকার ঘর ও রাত্রিকালীন ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। গাভির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের ৫-২০ শতাংশ জমিতে নেপিয়ার, জার্মান, জ্যাম্বু ও ভুট্টা ইত্যাদি ঘাষ চাষের জন্যে নেপিয়ার, জার্মান ঘাসের কাটিং, ভুট্টার বীজ, ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রদান, গুনগত মানসম্পন্ন বাছুর উৎপাদনে মিল্ক রিপ্লেসার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার আওতা কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ প্রিমিক্স, বাট ও ওলানের সুরক্ষা এবং ম্যাসটাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য দুধ দোহনের আগে ও পরে জীবানুনাশক দিয়ে বাট ও ওলান পরিস্কার করা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ক্ষুরারোগ ও তড়কা রোগের প্রতিষেধক টিকা এবং ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদনের জন্য কেঁচো পালন উপযোগী রিং স্লাইড এবং গোবর খাদক কেঁচো বিতরণ করা হয়। গাভির জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-এর সহায়তায় প্রতিটি গাভিকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়। প্রর্দশনীর মাধ্যমে প্রচলিত পদ্ধতিতে খাসি পালনের পরিবর্তে মাচা পদ্ধতিতে আদর্শ বাসস্থান ব্যবস্থাপনায় খাসি পালন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সুষম খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত টিকা প্রদানের ফলে একদিকে যেমন খাসির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমনি নিউমোনিয়া, ক্ষুরারোগ ও পিপিআর রোগের

মতো মারাত্বক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ফলে খাসির ও ছাগলছানার মৃত্যুহার হ্রাস পাওয়ায় খাসি পালনকারী সদস্যরা খাস বিক্রয় বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৩০০০০-৪০০০০ টাকা আয় করে।

চর জুবলী ইউনিয়নের চর বাগ্যা গ্রামের রোজিনা বেগম (০১৬৯০০৫৭৭৫৪) গাভির গোবর দিয়ে কেঁচো সার উপাদন করছেন।

২নং চরবাটা ইউনিয়নে সারয়ার আলমের (০১৭১১৭১৪৪৪২) খাসির খামার পরির্দশন করছেন সংস্থার নিবার্হী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

দেশি মুরগি, সোনালি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগি পালন, উন্নত জাতের হাঁস পালন এবং কবুতর পালন প্রদর্শনী ঃ

ং

বিশেষ আবাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশি মুরগি পালনকারী সদস্য ৩নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নের চরলক্ষি গ্রামের রেজিয়া বেগম (০১৮৭৯০৭৮২২২) ত
দেশি মুরগির বাচ্চাগুলোকে দেখাশুনা করছে।

সদস্যদের দেশি মুরগি,লেয়ার মুরগি পালন ও উন্নত জাতের হাঁস পালন উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০-২১ অর্থবছরে ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১৬ টি,৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৯ টি, ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৪ টি ও ৮নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নে ১১টি সর্বমোট ৪০ দেশি মুরগি পালন প্রদর্শনী খামার। ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৫টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ২ টি এবং ২নং চরবাটা ইউনিয়নে ৩ টি সহ সর্বমোট ১০ টি লেয়ার মুরগি পালন প্রদর্শনী খামার। ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৫ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ১০ টি, চর আমানউল্যাহ ইউনিয়নে ১ টি, ৪ নং চর ওয়াপদা ইউনিয়নে ১ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ৮ টি সহ সর্বমোট ২৫ টি হাঁস পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়। ২ নং চরবাটা ইউনিয়নে ৭ টি, ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে ৩ টি ও ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে ১০ টি চর ক্লার্ক যেখানে কার্যক্রমের আওতাভুক্ত সদস্যদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ব্রয়লার বাচ্চা, লেয়ার মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, ক্রিপার সহ দেশি মুরগির বাচ্চা পালন উপযোগী বিশেষ ধরনের খাঁচা, টিকা, জীবানুনাশক, স্প্রে মেশিন ক্রয়, মাচা ও বাফার এলাকা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে অনুদান, উপকরণ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ফলে সদস্যদের সোনালি মুরগি, লেয়ার মুরগি ও হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেয়ার খামারীদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা, সোনালি খামারীদের মাসিক ১০০০০-২৫০০০ টাকা এবং হাঁস পালনকারী সদস্যদের মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা এবং বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে কর্ম এলাকায় অন্য সদস্যদের মধ্যেও খামার তৈরী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

খাচা পদ্ধতিতে হাইব্রিড লেয়ার মুরগী পালনকারী সদস্য ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নের চর জুবিলী গ্রামের আমিনুল হকের (০১৭১৩৬১০২৯৯) খামার।

মাচা পদ্ধতিতে উন্নত জাতের **মাসকোভি** হাঁস পালন করছেন ৫ নং চর জুবলী ইউনিয়নের চর মহিউদ্দিন গ্রামের সীমা রানী দাস (০১৮৫১৬৬৯৫২৫)।

সম্বনিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন করছেন ৫নং চর জুবলী ইউনিয়েন চর জব্বর গ্রামের প্রভাতী ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোঃ নজুরুল ইসলাম (০১৬১০৪৪৫৫০৫)।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

প্রযুক্তি	ঈুরুষ	এহিলা	মোট
কৃষি প্রযুক্তি	১৮ জন	৮২ জন	১০০ জন
মৎস্য প্রযুক্তি	২২ জন	১০৩ জন	১২৫ জন
প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি	৯ জন	৬৬ জন	৭৫ জন
সর্বমোট	৪৯ জন	২৫১ জন	৩০০ জন

চরবাটা শাখার প্রশিক্ষণ কক্ষে নিরাপদ ফসল উ'পাদন বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করেন বারটান আঞ্চলিক কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সংস্থার সদস্য পর্যায়ে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন সৈকত সরকারি কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ট্রেনিং রুমে সদস্যদেরকে খাঁসি মোটাতাজাকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডাঃ তাসলিমা ফেরদৌসি, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র ঃ

চরবাটা, চরক্লার্ক ও চরজুবলী ইউনিয়নে এই বছর ৫ টি কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। কৃষি নির্ভর এদেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম সম্প্রসারণে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি লাগসই প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান , কৃষকের সমস্যা ভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান চলমান কার্যক্রম হিসেবে অব্যাহত রয়েছে। কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ সমস্যাভিত্তিক সমাধান ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষনা ইনষ্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরামর্শ প্রদান করছেন।

বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষনা ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরামর্শ প্রদান করছেন।

মাঠ দিবস ও খামার দিবস ঃ

প্রদর্শনীর মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাংখিত ফলাফল ব্যাপক চাষী পর্যায়ে পৌঁছানোর মাধ্যমই হচ্ছ মাঠ দিবস ও খামার দিবস। ২ নং চরবাটা, ৩ নং চর ক্লার্ক, ৪ নং চর ওয়াপদা, ৫ নং চর জুবিলী ও ৮ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চরবাটা, পশ্চিম চরবাটা, চর ক্লার্ক, দক্ষিণ চর ক্লার্ক, কেরামতপুর, চর ওয়াপদা, চর মহিউদ্দিন, উত্তর কচ্ছপিয়া, দক্ষিণ কচ্ছপিয়া, চর বাগ্‌গা, চর জুবিলী ও চর উরিয়া গ্রামে উপকারভোগী সদস্যদের প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট ফলাফল যেমন ট্রাইকো-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন, ব্যবহার বিষয়ক, আন্তঃফসল চাষ বিষয়ক, তরমুজ চাষে আধুনিক মালচিং শিটের ব্যবহার বিষয়কস্থানীয়পুকুর পাড় সবুজায়ন, থাই পাংগাস বা জায়ান্ট পাংগাস, কুচিয়া চাষের কারিগরি দিক ও কলাকশৌল সর্ম্পকে মাঠ দিবস পালন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় ৩ নং চর ক্লার্ক ইউনিয়নে উন্নত জাতের গাভী পালন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও ব্রয়লার মুরগি পালন বিষয়ক ৩ টি এবং ৫ নং চর জুবিলী ইউনিয়নে দেশি মুরগি পালন, লেয়ার মুরগী পালন ও টার্কি পালন বিষয়ক ৩টি খামার দিবস পালন করা হয়।

চরবাটা ইউনিয়নের হাজীপুর গ্রামের ট্রাইকো কম্পোষ্ট উৎপাদন, ব্যবহার বিষয়ক মাঠ দিবসে এলাকা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন	সংস্থার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য খাতে কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজারণ মাঠ দিবসে মৎস্য চাষিদের উদ্দেশ্য বক্তব্য দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	লেয়ারি মুরগী পালন বিষয়ক খামার দিবসে লেয়ার মুরগী পালন সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের ধারণা প্রদান করছেন প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: আসাদুল ইসলাম

উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ (পূর্বতন লিফ্‌ট)কর্মসূচির আওতায় "প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির র্কমসংস্থান সৃষ্টি"

কুচিয়া বাংলাদেশের একটি জলজ অর্থকারী সম্পদ। কুচিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কুচিয়ার যে ভূমিকা রয়েছে। খবধৎহরহম ধহফ ওহহড়াধঃরড়হ ঋঁহফ ঃড় ঞবংঃ ঘবি ওফবধং (খওঋঞ) কর্মসূচির আওতায় উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ (পূর্বতন লিফ্‌ট) কুচিয়া চাষ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশ বিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়ার খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশনের অর্থায়নে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কুচিয়া চাষ কার্যক্রম আরো বেশি গতিশীল করার জন্য হ্যাচারীতে প্রাকৃতিক উপায়ে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার বংশবিস্তারের সুযোগ এবং পরিবারভিত্তিক কুচিয়া খামার স্থাপনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

কুচিয়া মাছকে বিলপ্ত হাত থেকে রক্ষা করা, এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, পরিবারভিত্তিক পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো। বাড়তি আয়ের উৎস্য সৃষ্টি করা।

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার প্রজনন খামার ঃ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার প্রজনন খামার স্থাপন করা হয়। খামারে ৩টি বিশেষায়িত ডিচ প্যারেন্ট স্টক-১,২,৩ ও নার্সারী ডিচ ২টি এবং চৌবাচ্চ ৩টি তৈরি করা হয়। কচিয়ার জিবন্ত খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য এটি ভার্মিপ্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে কুচিয়ার পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খামারের প্রাকৃতিক উপায়ে প্যারেন্ট স্টক-১ থেকে ৪৫০টি, প্যারেন্ট স্টক-২ থেকে ৩৯৫টি এবং প্যারেন্ট স্টক-৩ ৪১১ মোট ১২৫৬ টি পোনা উৎপাদন হয়। কুচিয়া পোনা গুলো বর্তমানে নার্সারি ডিচ-১ এ পরিচর্যা করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার প্রজনন খামার স্থাপনের ফলে এ অঞ্চলের কুচিয়া চাষীদেও কুচিয়ার পোনা প্রাপ্ত কিছুটা সহজলভ্য হয়েছে ।

সংস্থার কুচিয়া হ্যাচারী ও মাঠ পর্যায় প্রদর্শনী ০৩/০৩/২০২১ইং তারিখে পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক শাহরিয়ার আল-মাহমুদ এবং নেয়ামুল হাসান শোভন ।	প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়ার প্রজনন খামারের কর্যক্রম ০২/০৩/২০২১ইং তারিখে পরিদর্শন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক জনাব মো: শামছুল হক

পরিপক্ক কুচিয়া সাধারণত বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রজনন করে। তবে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস মুখ্য প্রজননকাল। প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য নির্মিত ডিচের বকচরে কুচিয়া বিশেষ ধরনের গর্ত বিশেষ আবাসস্থল তৈরি করে। যেখানে স্ত্রী কুচিয়া ডিম দেয় এবং পুরুষ কুচিয়ার স্পার্ম দ্বারা নিষিক্ত হয়।

প্রাকৃতিক উপায়ে কুচিয়া প্রজনন খামারের প্যারেন্ট স্টক-১ এবং ২ থেকে সংগ্রহ করা পোনা নার্সারী ডিচে পরিচর্যা করার জন্য মজুদ করা হচ্ছে।

কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী ঃ

চরবাটা ইউনিয়ের শিবচরন গ্রামে ৬ জন, তোতারবাজার ৭ জন ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের কেরামতপুর গ্রামে ১৭ জন, চর আমানউল্ল্যা ইউনিয়নের চরআমান উল্ল্যা গ্রামে ৩৬ জন, পূর্বচরবাটা ইউনিয়নের পশ্চিম চর মজিদ গ্রামে ১২ জন সদস্যদের মাধ্যমে মোট ৭৮টি লিফ্ট কুচিয়া কর্মসূচির প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা হয়েছে। যিনি তার প্রদশনী থেকে বিগত এক বছরে ১০ কেজি দেশি মাছ, ১৫ কেজি কুচিয়া

ও ৪৭৫ টি কুচিয়ার পোনা উৎপাদন করেছেন। এ যাবৎ ৭৮ টি কুচিয়া প্রদর্শনী থেকে ২.৩ টন এবং দেশি প্রজাতির তেলাপিয়া ০.৫টন মাছ উৎপাদন হয়েছে যা সদস্যদের পারিবারিক বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

খামার ২নং চরবাটা ইউনিয়নে পশ্চিমচরবাটা গ্রামে কুমারী বালার (০১৮২৪৯৯৮৩৬৩) একজন সফল কুচিয়া চাষী

কুচিয়ার খাদ্যমান এবং ঔষধি গুনাগুন :

কুচিয়া মাছ একটি চমৎকার খাদ্যমান সম্পন্ন পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার। এতে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রোটিন পাওয়া যায়। প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়ায় প্রায় ১৪ গ্রাম প্রোটিন ও ৩০৩ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, যেখানে অন্যান্য সাধারণ মাছ হতে পাওয়া যায় মাত্র ১১০ কিলোক্যালরি। কুচিয়ার মধ্যে রয়েছে অধিক পরিমান প্রোটিন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড, যার বহু উপকারিতা রয়েছে, যেমন: উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন দুর করে, মেধা শক্তি উন্নয়ন সাধন করে, হার্টের করোনারী রোগ ও চর্ম রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

চরবাটা ইউনিয়নের শিবচরন গ্রামে কৃষ্ণ চন্দ্র শীল এর পরিবারে কুচিয়া রান্না করে খাচ্ছেন

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় লিফট কর্মসূচি কুচিয়া খাতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১৫০ জন কুচিয়া চাষের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই পর্যন্ত চরআমান উল্যা, চরক্লার্ক এবং সোলেমান বাজার শাখায় ৪৫৫ জন চাষীকে কুচিয়া চাষের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

মাঠ দিবসে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	কুচিয়া চাষে খামারী পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সংস্থার মৎস্য কর্মকতা মো: শহীদুল আলম	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর সদস্য পর্যায় কামনা রানী কাহারে স্বামি কালু চন্দ্র কাহার কুচিয়া খামার তৈরি করছেন ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি (৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। মানুষের জীবন দারিদ্র্য ও বহুমাত্রিক। কাজেই টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং তৎপরবর্তী আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপুর্ণ অনুষঙ্গ-সম্বলিত প্রক্রিয়া জরুরি। সমৃদ্ধি কর্মসুচির মূলে রয়েছে মানবকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট করণীয়কে কেন্দ্র করে নয়, বরং মানুষকে কেন্দ্র করে সকল কর্মকান্ডের বিন্যাস ঘটানোর বিষয়। কর্মসুচির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তির মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, যে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগতে পারে। তাই এই ধ্রুবতারাকে নিশানা করে সকল দরিদ্র মানুষ যাতে সমৃদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে চলতে পারে সেই অভিযাত্রায় সকলকে অনুপ্রাণিত করাই সমৃদ্ধি কর্মসুচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ২০১৮ সনের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুবর্ণচর উপজেলার আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা কর্মসূচি, স্যানিটেশন ও হাতধোঁয়া কার্যক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনিয়নের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই,২০২০-জুন,২০২১) নিম্নে প্রদান করা হল।

কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ দারিদ্র দুরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

ক।	স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম	ঠ।	বসত বাড়ীতে সবজি চাষ কার্যক্রম
খ।	শিক্ষা কার্যক্রম	ঢ।	কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম
গ।	পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা	ড।	কৃমি নাশক ট্যাবলেট বিতরণ
ঘ।	আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম	ণ।	ভিক্ষুক পূর্ণবাসন কার্যক্রম
ঙ।	বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম	ত।	স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম
চ।	আয়বর্ধন মূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	থ।	বসত বাড়ির জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া
ছ।	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান)	দ।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম
জ।	সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম	ধ।	সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন
ঝ।	বন্ধু চুলা কার্যক্রম	ন।	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
ঞ।	শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম	প।	বয়স্কদের জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী
ট।	ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রম	ফ।	সামাজিক উন্নয়ন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ

কর্মএলাকার বিবরণ ঃ

শাখার নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের জনসংখ্যা		
						পুরুষ	মহিলা	মোট
চর আমান উল্যা	নোয়াখালী	সূবর্ণচর	৬নংচর আমান উল্যা	০৯	৫৮৭৫	১২৫৩৫	১১৮৭৪	২৪৪০৯

স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্ঠি বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমে অর্থবছরে স্বাস্থ্য সচেতন মূলক উঠান বৈঠক আয়োজন সংখ্যা ৩২৬টি উপকারভোগীর সংখ্যা-৩২৬০জন, হাত ধোয়া কার্যক্রম- ৪৫৫০টি পরিবার, কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ-১৪৬৩০পিছ, আয়রন ক্যাপসুল-১৬০০০ পিছ, ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট-১৭৫১০পিছ, পুষ্টি কণা-৫১০০ প্যাকেট।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মএলাকায় ৩৫টি বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র আছে, শিক্ষা কেন্দ্র গুলোতে ৪১৬জন ছাত্র ও ৫০০জন ছাত্রী মোট ৯১৬জন শিক্ষার্থী আছে, শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে পাঠদান করা হয়। বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে মুলত তাদের স্কুল ও মাদ্রাসার পড়া লেখা গুলো তৈরি করে দেওয়া হয়, যাতে করে বৈকালিন শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলের ফলাফল অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী তুলনায় অনেক ভাল ও তারা মেধা তালিকায় স্থান পাচ্ছে, শুধু পড়া লিখাই নয়, বিনোদন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও তাদেরকে প্রতিনিয়ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে, সেই সাথে তাদের মাঝে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অভিভাবক সভাঃ

চলতি অর্থ বছরে অভিভাবক সভার লক্ষ্যমাত্রা ছিল-৪২০টি, অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে-৩৫টি, কভিড জনিত কারনে ৩৮৫টি অভিভাবক সভা করা যায় নি, প্রত্যেকটি স্কুলে প্রতি মাসে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়, অভিভাবক সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক, ওয়ার্ড যুব ও ওয়ার্ড প্রতিনিধিরা ও উপস্থিত থাকেন, অভিভাবক সভায় তাদের সন্তানদের পড়ালেখার অগ্রগতি, অনুপস্থিতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ও বিভিন্ন প্রকার সচেতনমূলক আলোচনা করা হয়।

শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভাঃ চলতি অর্থ বছরে লক্ষ্য মাত্রা ছিল-১২টি, অর্জন হয়েছে-০৪টি, কভিড ১৯ জনিত কারণে ০৮টি মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা যায় নি।

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>স্কুল পরিচালনা করছেন শিক্ষিকা শারমিন আক্তার, শিক্ষিকার স্কুল পরিচালনা তদারকি করছেন স্কুল সুপারভাইজার মোঃ কাজেম উদ্দিন।</td>
<td>৫নং ওয়ার্ড রাধাগোবিন্দ মন্দিরস্থ স্কুলে অভিভাবক সভা পরিচালনা করছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্কুল সুপারভাইজার মোঃ কাজেম উদ্দিন।</td>
<td>শিক্ষিকাদের মাসিক সমন্বয় সভা</td>
</tr>
</table>

সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমঃ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির ঋণ কর্মসূচিতে চর আমান উল্যাহ শাখায় আয় বৃদ্ধিমূলক ঋণী সদস্য - ৯২১জন এবং ঋণস্থিতি-২,৬০,৪৯,৪৩৭/- টাকা। সম্পদ সৃষ্টি ঋণী সদস্য-৩৬ জন এবং ঋণস্থিতি-৮,৫৫,১৩৪/-টাকা। জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঋণী সদস্য- ৩৫জন এবং ঋণস্থিতি-২,৫৮,৭৬২/- জন।

১- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম- সমৃদ্ধি ইউনিয়নভুক্ত সদস্যদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্বর্ণ ক্রয়, সেলাই মেশিন ক্রয়, কাঠ ক্রয় ইত্যাদির জন্য ৩৫ জনকে ৩৫০০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়।

২- সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম- অতি দরিদ্র্য পরিবারের মানুষের সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জমি ক্রয়, ট্রাক্টর ক্রয়, অটো ক্রয় ইত্যাদি সংস্থার আওতাভুক্ত ৩৬ জনকে সর্বমোট ১০৮০০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

৩- আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম- সমৃদ্ধিভুক্ত সদস্যদের তাদের দৈনন্দিনের আয়ের পাশাপাশি আরো বেশি আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রয়লার পালন, মৎস চাষ, গাভী পালন, মুদি ব্যবসা ইত্যাদির উপর ৯২১ জনকে ২৭৬৩০০০০ টাকা বিতরণ করা হয়।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ কার্যক্রম	সম্পদ সৃষ্টি ঋণ কার্যক্রম	আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম

স্বাস্থ্য কার্যক্রমঃ

খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে শতভাগ খানা সমুহকে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনা ও সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের খানা পরিদর্শন ঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নে মোট ৫৮৭৫টি খানা রয়েছে। ১১ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রত্যেকে নূন্যতম ৫০০টি খানা পরিদর্শন করেন। খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারকে নিরাপদ পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার, গর্ভবতী মায়েদের পরিচর্যা, অপুষ্ট শিশুদের পরামর্শ দেওয়া হয়। এ যাবৎ ৩২জন অপুষ্ট শিশুদের সেবা প্রদান করা হয়, জটিল রোগীদের রেফারেল সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে-২৬৯জনকে, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে-১০৫০ জনকে, ডায়াবেটিক চেক আপ -৭৬০ জনকে, রক্তের চাপ নির্ণয়- ১৪১ জনকে, স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয় করা হয়েছে- ১১৫০টি, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা হয়েছে-৩০৫টি।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

স্বাস্থ্য সেবিকাদের প্রতিমাসের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাসের শেষে নির্ধারিত দিনে স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাসিক মিটিংয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২টি, অর্জন হয়েছে-১২টি।

চিত্রঃ- স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণের খানা পরিদর্শন এবং সেবা প্রদান । চিত্রে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খানা সার্ভে , ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিপি পরিমাপ, ডিজিটাল পদ্ধতি ইসিজি মেশিন দিয়ে পরীক্ষাকরণ করা । ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডায়াবেটিকস নির্ণয়।	চিত্রঃ- স্বাস্থ্য পরিদর্শক গণের মাসিক সমন্বয় সভায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পের ফোকাল পারসন জনাব হান্নান মোল্লা, প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব জাকির হোসেন এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ ।

ষ্ট্যাটিক ক্লিনিকঃ

স্বাস্থ্য কর্মকতাগণ মাসে ১৬টি করে বিভিন্ন জায়গায় ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করেন। চলতি অর্থ বছরের স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সাধারণ রুগীদের বিপি চেক করা হয়েছে -১৭৮৩জন, ওজন মাপা হয়েছে-১৭৮৩জন, ডায়াবেটিস টেষ্ট করা হয়েছে-২২৫ জন, নেবুলাইজেশন করা হয়েছে-১২জন ও প্রাথমিক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা হয়েছে ১৯৮৩ জনকে। সংস্থার ক্লিনিকে রেফার কর হয়-১২৩ জনকে, অর্থবছরে-২৪৪ টি ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে, সেবা প্রদান করা হয়েছে ১৯৮৩ জনকে।

চিত্রঃ- স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণের স্টাটিক ক্লিনিকে সেবা প্রদান । চিত্রে (বাম থেকে) সেবা প্রদান করছেন ডাঃ ফয়সাল আহমদ, ডিএমএফ (ঢাকা), স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাটাবুনিয়া ইউনিট । ডাঃ কানিজ ফাতিমা নয়ন, ডিএমএফ (ঢাকা), স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সমৃদ্ধি কর্মসূচি নয়াপাড়া ইউনিট ।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ

বর্তমান কভিড কালীন সময়ে দুইজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার কাটাবুনিয়া ইউনিটে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবার নয়াপাড়া ইউনিটে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। উক্ত স্যাটেলাইটে গর্ভবতী-প্রসূতি, মা ও শিশু, কিশোর-কিশোরী ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে ব্যবস্থাপত্র প্রদান ও পরামর্শ দেওয়া হয়। অর্থ বছরে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে ১৬টি, (কাটাবুনিয়া ইউনিটে-০৮টি ও নোয়াপাড়া ইউনিটে-০৮টি) এবং সেবা প্রদান করা হয়েছে ৪০২জনকে।

চিত্রঃ- স্যাটেলাইট ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছেন এমবিবিএস ডাক্তারগণ । চিত্রে (বাম থেকে) নয়াপাড়া ইউনিটে সেবা প্রদান করছেন ডাঃ মামুনুর রশিদ, এমবিবিএস, (চীন), মেডিকেল অফিসার, গ্রীণ লাইফ ডায়াগণষ্টিক সেন্টার প্রাঃ । ডাঃ মাহতাব উদ্দিন, এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী ।

স্বাস্থ্য সচেতনমূলক উঠান বৈঠক ঃ

১১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রতি মাসে একবার ৫৮৭৫ খানা পরিদর্শন করে, কোভিড কালিন সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে তারা খানা পরিদর্শন করেন , খানা পরিদর্শন কালে সেবিকারা যে সকল সেবা প্রদান করেন ,বিপি চেক.ডায়োবেটিক চেক,স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক সংস্থার ক্লিনিকে রুগি প্রেরন ,স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রি, গর্ভবর্তী ও প্রসূতি রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সহ অন্যান্য সেবাগ্রদান করে থাকেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ তাদের কর্মএলাকার যে কোন সুবিধাজনক স্থানে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রতি মাসে ১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ০৪টি উঠান বৈঠক করেন, ১১জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোট ৪৪টি উঠান বৈঠক করেন। বর্তমান কভিডকালীন সময়ে স্বাস্যবিধি মেনে উঠান বৈঠক গুলোতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য সচেতনমূলক পরামর্শ(যেমন: কভিড-১৯ এ করণীয়, কিভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ খাদ্যভ্যাস সৃষ্টি ইত্যাদি) ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকেন। চলতি অর্থ বছরে ৩২৬০জন উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৩২৬ টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

নোয়াপাড়া ইউনিটে উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করছেন ডাঃ কানিজ ফাতিমা নয়ন	কাটাবুনিয়া ইউনিটে উঠান বৈঠকে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করছেন ডাঃ ফয়সাল আহমেদ

সমৃদ্ধি বাড়ীঃ

আমান উল্যাহ ইউনিয়নে অনুদান প্রাপ্ত সমৃদ্ধি বাড়ীর সংখ্যা-১০টি, সমৃদ্ধি বাড়ীর বৈশিষ্ট্য হাস, মুরগী ও কবুতর পালন, গরু ছাগল পালন, জৈব পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরি, পুকুরে মাছ চাষ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ফুল, ফলজ ও ঔষধি গাছ, বন্ধচুলা, সোলার সিস্টেম, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবহার, স্বাস্থ্য কার্ড, বাড়ির সামনে ফুলেল বেষ্টিত গেইট থাকবে।

২নং ওয়ার্ডের আব্দুল কাদেরের সমৃদ্ধি বাড়ীর গেইট, পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, পুকুরে মাছ চাষ, সবজির বীজতলার চিত্র।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি(চর আমান উল্যা ইউনিয়ন)।

সূবর্ণচর উপজেলার পূর্বদিকে ৬নং চর আমান উল্যা ইউনিয়ন অবস্থিত। চর আমান উল্যা ইউনিয়নে ০৫টি গ্রাম, ০৯টি ওয়ার্ড আছে। ইউনিয়নের মোট খানার সংখ্যা-৫৮৭৫টি, মোট জনসংখ্যা-২৪৩৯৩ জন, প্রবীণের সংখ্যা-১৪২১জন। পুরুষ-৬৫৭ জন,মহিলা-৭৬৪ জন। প্রবীণদের জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে দরিদ্র পরিবারের প্রবীণ ব্যাক্তিগণ নানাবিধ দুঃখ কষ্টে তাদের জীবন ধারন করছে। ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা যৌথভাবে ১লা জুলাই,২০১৮ইং তারিখ থেকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। বর্তমানে প্রবীণ স্বাস্থ্য সেবা, প্রবীণ ভাতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন অবস্থায় প্রবীণদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভা, কোভিড-১৯ এর টীকা দানে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ প্রবীণদের মর্যাদাপূর্ণ, দারিদ্রমুক্ত, কর্মময়, সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ সামাজিক জীবন নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

প্রবীণদের জন্য সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিশেষ সঞ্চয়, প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মাননা ও প্রবীণদের সেবা প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান, দরিদ্র প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান , প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্যারা ফিজিওথ্যারাপিষ্ট প্রশিক্ষণ, প্রবীণ ব্যাক্তিদের জন্য সামাজিক বিশেষ সুবিধা। কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের ফলে ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হবে বলে আমরা আশা করি।

কর্মএলাকা ও প্রবীণ উপকারভোগী তথ্য ঃ

ক্রমিক	শাখা	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন নাম	গ্রাম/ওয়ার্ড সংখ্যা	উপ: ভোগী পরিবার সংখ্যা	প্রবীণ সংখ্যা			মন্তব্য
							পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	চর আমান উল্যা শাখা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৬নংচর আমান উল্যা	০৯	১৪২১	৬৫৭	৭৬৪	১৪২১	

বয়স্ক ভাতা প্রদান ঃ

অতিদরিদ্র প্রবীনদের মাঝে চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্য অনুযায়ী জুন-ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত ৯৭ জনকে এবং জানু-জুন,২০২১ পর্যন্ত ৯৬জনকে মোট ৫,৮৪,০০০/- টাকা প্রবীণের মাঝে বয়স্ক ভাতা বিতরন করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০০ জনকে ১৩,৬৮,০০০/-টাকা বয়স্কভাতা বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ভাতা প্রাপ্ত ০৪ জন মৃত্যুবরণ করেছে।

অতিদরিদ্র প্রবীণদের মাঝে চর আমান উল্যাহ ৪নং ওয়ার্ড প্রবীণ কেন্দ্র ঘরে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বয়স্কভাতা বিতরণ করছেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

অতিদরিদ্র প্রবীণদের মাঝে কোভিড'১৯ বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক আলোচনা করছেন সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম।

প্রবীণ আয় বর্ধনমূলক ঋন ঃ

প্রবীণদের আয়বর্ধন মূলক ওরিয়েন্টেশণের পর তাদের ৮৪ জনের মাঝে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে তারা উক্ত ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে, যেমন: গাভী পালন, কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, মুদি দোকান ইত্যাদি।

প্রবীণ আয়বর্ধন মূলক ঋণ নিয়ে গাভী পালন করছেন মোঃ আব্দুল কাদের, ২নং ওয়ার্ড, বগারবাজার, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন।

প্রবীণ আয়বর্ধন মূলক ঋণ নিয়ে গাভী পালন করছেন আবুল কালাম, ৩নং ওয়ার্ড, বগারবাজার, চর আমান উল্যাহ ইউনিয়ন।

প্রবীণ মৃতের সৎকার ঃ

৬নং চর আমান উল্যাহ ইউনিয়নের অতিদরিদ্র প্রবীণ যাদের বয়স ৬০ বছর হতে তধ্বর্ধ এমন লোক যারা মৃত্যুর পরবর্তী দাফন কার্য সম্পাদন করতে পারে না, এমন পরিবারের সদস্যের মৃত্যুবরণ করলে তাৎক্ষণিক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এ যাবত ৩৯ জনকে ৭৮,০০০/- টাকা মৃত্যের সৎকার বাবদ প্রদান করা হয়।

লিফ্ট কর্মসূচীর আওতায় " ভেড়া পালন "প্রকল্প

উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ (পূর্বতন লিফ্ট)কর্মসূচির আওতায় "দেশি উন্নত জাতের ভেড়া সংরক্ষণ এবং পারিবারিক ও প্রজনন খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন" লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে "ভেড়া পালন" প্রকল্প অক্টোবর, ২০১৭ ইং হতে শুরু করা হয়। **আর্থ-সামাজিক এবং পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়ণের সহায়ক হিসাবে কৃষির পাশাপাাশি গবাদি পশু পালনের বিষয়টি গ্রামীন ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে সর্বত্র বিবেচিত হয়। মাঠ পর্যায়ে উন্নতজাতের ভেড়ার জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা তার নিজস্ব অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহয়াতায় উন্নতজাতের ভেড়া উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি ব্রিডিং খামার স্থাপন করে যা অত্র এলাকায় ভেড়ার উৎপাদন সম্প্রাসরণে সহায়ক ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে ।**

কর্মসূচির লক্ষ্য ঃ দেশি উন্নত জাতের ও সংকর জাতের ভেড়া এবং পারিবারিক ও প্রজনন খামার পর্যায়ে এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ উন্নতজাতের ভেড়া মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, পরিবারভিত্তিক পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো এবং বাড়তি আয়ের উৎস্য সৃষ্টি করা।

আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রর্দশনী ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভেড়া উন্নয়ন কর্মসূচির কর্ম এলাকা চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, চর আমানউল্যা শাখায় উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন করার জন্য সদস্য পর্যায়ে খামার ও ঘাস চাষ প্রদর্শনী প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৫০ জনকে প্রদর্শনী প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে আধুনিক পদ্ধতিতে ভেড়া পালন কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য সদস্য পর্যায়ে ৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৭৩ জন সদস্যদের মাঝে ১.১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে ।

সদস্য পর্যায় প্রজাপতি মহিলা উন্নয়ন সমিতির চরমজিদ গ্রামের হাছিনা বেগমের উন্নত পদ্ধতিতে ভেড়া পালন প্রদর্শনী (মোবাইল : ০১৮৭৮৮৩৫০৭)।	চর আমানউল্যা ইউনিয়ের সাতাশদ্রোন গ্রামের মজিদ মার্কেট ব্যবস সমিতির সদস্য মোবারক হোসেনের ভেড়ার খামার (মোবাই ০১৮৫৪২৩৩০১৭)

উন্নতজাতের ভেড়ার ব্রিডিং খামার ঃ

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহায়তায় উন্নতজাতের ভেড়ার ব্রিডিং খামার স্থাপন করা হয়। যেখানে ভেড়ার পালন শেড ঃ ১টি, আইসোলেশন রুম ঃ ১ টি, স্টোর ও চপিং রুম ঃ ১ টি, ডিপিং পিটঃ ১ টি, খামারে মা ভেড়ার ২৬টি, পাঁঠা ভেড়া ঃ ৫ টি, খাসি ভেড়া ১ টি, নবজাতক ভেড়া ৬ টি, বাড়ন্ত ভেড়া ৭ টি, সর্বমোট ভেড়ার সংখ্যাঃ- ৪৫ টি।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভেড়ার ব্রিডিং খামার।	ব্রিডিং খামারের ভিতরের চিত্র।	ব্রিডিং খামারে উৎপাদিত ভেড়ার বাচ্চা ।

চারন ভূমিতে ভেড়া ঘাস খাচ্ছে।	ব্রিডিং খামারের ভিতরে নেপিয়ার ঘাসের	পিপিআর টিকা দিচ্ছেন সহকারী প্রাণিসম্প

	জমি ।	**কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলাম।**

সংস্থার প্রতিষ্ঠিত উন্নতজাতের ভেড়ার ব্রিডিং খামার ০২/০৩/২০২১ইং তারিখে পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ এর সহকারী ব্যবস্থাপক শাহরিয়ার আল-মাহমুদ এবং নেয়ামুল হাসান শোভন সাথে উপস্থিত রয়েছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মো: শামছুল হক ।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বর্তমানে মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক ও সমন্বিত সেবাদি প্রদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ ধারাবাহিকতায় সংস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য **কৈশোর কর্মসূচি (Programme for Adolescents) জুলাই ২০১৯ হতে 'কৈশোর কর্মসূচি' মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন** কাজ শুরু হয়। সরকারি তথ্য মতে বর্তমানে দেশে ৩.৬০ কোটির বেশি কিশোর-কিশোরী রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ। আজকের কিশোর আগামী দিনের দেশ ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে। দেশে চলমান 'জনমিতিক লভ্যাংশ'র সুফল পেতে কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি উন্নত মূল্যবোধ সম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা আবশ্যক। **'তারুণ্যে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়ন'**-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কর্মসূচিটি গৃহীত হয়েছে।

৩টি ক্লাস্টারে ৩৯ টি কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন, ২৫টি স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে কিশোর কিশোরী,অবিভাবক এবং এলাকার বিভিন্ন স্তরের জনগন উপকারভোগ করে থাকে। আমাদের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৭১০০ মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বৈঠক/সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রম, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নারী ও শিশু নির্যাতন ও যৌতুক রোধ কার্যক্রম, মাদক, দুর্নীতি ও জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরআমানউল্যা, চরওয়াপদা, চরক্লার্ক, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন এবং হাতিয়া উপজেলার হরণী ও চানন্দী ইউনিয়নে কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ :

- কিশোর-কিশোরীদেরকে সৎ গুনাবলী অর্জন,সত্যবাদিতার চর্চা, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুসভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শুভবুদ্ধি, উন্নত বিজ্ঞানবোধ লালন এবং প্রগতিশীলতায় চর্চায় উৎসাহ প্রদান করা।
- উগ্রতা,অশ্লীলতা,অশুভ ও নেতিবাচক কাজ,অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনৈতিক কর্মকান্ড এবং সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয়সমূহের প্রতি কিশোর-কিশোরীদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত জীবন শৈলী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা;
- কিশোর-কিশোরীদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটানো,ধর্মীয় মূল্যবোধর অনুশীলন,দেশজ সংস্কৃতি চর্চা এবং শারীরিক গঠনে দেশীয় খেলাধুলার চর্চায় উৎসাহিত করা।
- মানসিক চাপমুক্ত ও আনন্দময় শিক্ষার পাশাপাশি তাদের জন্য পারিবারিক ও সামাজিক সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করা যাতে একটি বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত সুন্দর দেশ গঠনে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে একই ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড ঃ

আমাদের ৩৭টি মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড মধ্যে ১৫৩৩জন উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে এসব কর্মকান্ড হয়েছে, যেমন- ১) ৭টি বাল্যবিবাহ ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৮৮জন। ২) ৭টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৮০জন। ৩) ৬টি যৌতুক ও মাদক বিরোধী আন্দোলন বিষয় আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৪১জন। ৪) ৬টি বৃক্ষরোপন ও পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৫৭জন। ৫) ৬টি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর কৈশোর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা সভা ও উপস্থিত বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১৮৮জন। ৬) ৬টি নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ২৭৯জন ।

চরবাটা ইউনিয়নরে মাষ্টার পাড়া কিশোর ক্লাবে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর কৈশোর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন ইমাম মোওলানা মোঃ কামাল হোসেন।	নারী নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছে মাষ্টার পাড়া কিশোর ক্লাবের সভাপতি,	চর তোরাব আলী কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ রোপন করতেছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মকান্ড ঃ

আমাদের ৩৮ টি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মকান্ড মধ্যে ১৬০২জন উপস্থিত ছিলেন । বিভিন্ন বিষয়ে এসব কর্মকান্ড হয়েছে ১.১৩টি বয়ঃস্বন্ধি ও রিতুকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৫১৯জন। ২.১৪টি কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৫৯৮জন। ৩.পুষ্টিমান ঠিক রেখে রান্নার আদর্শ পদ্বতি শিক্ষণ ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৪৮৫জন। এর মধ্যে সুবর্ণচর উপজেলার চর-আমানুল্লাহ ইউনিয়নে-২টি, চরবাটা ইউনিয়ন-৬টি, চরজব্বার ইউনিয়ন-২টি, চরজুবলী ইউনিয়ন-২টি, চর-ওয়াপদা ইউনিয়ন-১টি,পূর্ব-চরবাটা ইউনিয়ন-৫টি, চরক্লার্ক ইউনিয়ন-৫টি, মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন-৫টি ও হাতিয়া উপজেলার হরণী ইউনিয়ন-৮টি এবং চানন্দি ইউনিয়ন-২টি। কিশোর ও কিশোরী ক্লাবে এ স্বাস্থ্যসেবা কর্মকান্ড সংগঠিত হয়।

মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের আদর্শ গ্রাম কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা,সদস্যদের প্রেসার চেক করছে।	হরণী ইউনিয়নের পূর্ব রসুলপুর কিশোরী ক্লাবে, কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস সচেতনতা সম্পর্কে বলছেন এলাকার পল্লী চিকিৎসক, জনাব হাবিবুর রহমান।	হরণী ইউনিয়নের পূর্ব নবীপুর কিশোরী ক্লাবে খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা মূলক সম্পর্কে আলোচনা করছেন জনাব সুলতান মাহামুদ রানা (অডিট অফিসার,সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা)

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড ঃ

আমাদের ৩৯টি কিশোর ও কিশোরী ক্লাবের ১৫টি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মধ্যে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৫০৭জন।এ সব কর্মকান্ডের মধ্যে দেয়ালিকা,উপস্থিত বক্তিতা,গান,আবৃত্তি,চিত্রাঅংকন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে।এর মধ্যে দেয়লিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৬টি অংশগ্রহণ করেছে ২৮০জন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৯টি অংশগ্রহণ করেছে ২৭৫জন।

এ বছরে আমাদের কিশোর ও কিশোরী ক্লাবের ২৩টি ক্রীড়া কর্মকন্ডের মধ্যে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৭১২জন।এ সব কর্মকান্ডের মধ্যে ফুটবল,ক্রিকেট,কেরাম,দাবা,মোরগলড়াই,ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে,ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৮টি অংশগ্রহণ করেছে ২২২জন, ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৪টি অংশগ্রহণ করেছে ১২০জন, দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৪টি অংশগ্রহণ করেছে ৪০জন, কেরাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৪টি অংশগ্রহণ করেছে ৯০জন, মোরগলড়াই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৫টি অংশগ্রহণ করেছে ২৪০জন।

চরজব্বার ইউনিয়নের চরজব্বার কিশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা	পূর্ব নবীপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্যবৃন্দের মধ্যে দাবা খোলা প্রতিযোগিতা	পূর্ব রসুলপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্যবৃন্দের মধ্যে কেরাম প্রতিযোগিতা

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ কার্যক্রম ঃ

গত ১ এপ্রিল ২০২১ইং রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ ঘটিকায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার হল রুমে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মোঃ জিয়াউল হক(অফিসার ইনসার্চ চরজব্বার থানা,সুবর্ণচর উপজেলা নোয়াখালী),জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম(নির্বাহী পরিচালক সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা),জনাব মোঃ শামছুল হক (সহকারী পরিচালক সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা),জনাব হান্নান মোল্যা,ম্যানেজার(এডমিন),সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৈশোর কর্মসূচির বিভিন্ন ক্লাবে সদস্যবৃন্দ ও সংস্থার উর্ধতন কর্মকর্তা বৃন্দ।

কিশোর কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন অফিসার ইনচার্জ চরজব্বার থানা, সুবর্ণচর উপজেলা নোয়াখালী	কিশোর কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	সাইকেল বিতরণের পর ক্লাবের সদস্যরা সাইকেল চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কোভিড ১৯ করোনা ভ্যাকসিন টিকা রেজিষ্ট্রেশন করাচ্ছে এবং টিকা প্রদান কেন্দ্রে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার জন্য সহযোগিতা করছে।

পূর্ব চরবাটা ইউনিয়নের পূর্ব চরবাটা কিশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কোভিড ১৯ করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার স্বাস্থ্যকর্মীকে সহায়তা করছেন।	চরক্লার্ক ইউনিয়নের চরলক্ষি কৈশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কোভিড ১৯ করোনা ভ্যাকসিন টিকা রেজিষ্ট্রেশন করাচ্ছে।	মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মধ্য কেরামতপুর কিশোর ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কোভিড ১৯ করোনা ভ্যাকসিন টিকা রেজিষ্ট্রেশনে সহায়তা করাচ্ছে।

টিপিট্যাপ তৈরী ও ব্যবহার সচেতনতা সৃষ্টি ঃ

যখন পুরা পৃথিবীতে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করছে তখন পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির সদস্যরা মানুষের বাড়ি,বাড়ি গিয়ে মানুষদের সচেতন করছে,কিভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায় ও কম খরচে টিপিট্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং কম খরচে কিভাবে টিপিটাপ তৈরী করতে হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। একটি টিপিট্যাপ তৈরী হলে প্রথমত একটি পরিষ্কার বতল নিন,তারপর একটি উত্তপ্ত তার ব্যবহার করে বোতলের নীচের অংশে একটি ছোট ছিদ্র তৈরী করুন,বল পয়েন্ট কলমের ভিতর থেকে নলটি বের করে পরিষ্কার করুন।সেটিকে একটু তেরচা করে কাটুন,এবং ছিদ্রের মধ্যেদিয়ে ঢুকিয়ে দিন।নলটির দৃঢ়ভাবে ছিদ্রের মধ্যে লেগে থাকা উচিত।বোতলটিকে জলে পূর্ণ করুন এবং ঢাকনাটি লাগিয়ে দিন।ঢাকনাটি যখন দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকবে তখন নলের মধ্যে দিয়ে কোন জল বের হয়ে আসা উচিত নয়।ঢাকনাটি যখন আলগা করা হবে তখন জল পড়তে থাকবে।টিপিট্যাপ ব্যবহার করতেঃ ঢাকনাটিকে এমন পরিমান আলগা করুন যাতে জল প্রবাহিত হয়,তারপর আপনার হাত সাবান দিয়ে ভিজিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

পূর্ব-রসূলপুর কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে দেখাচ্ছে কম খরছে কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয়।	মধ্য চরবাটা কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয় তা দেখাচ্ছে।	আদর্শ গ্রাম কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা কিভাবে টিপিটাপ ব্যবহার করতে হয় তা দেখাচ্ছে।

সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) বার্ষিক প্রতিবেদন

"পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ"

নোয়াখালী জেলার প্রস্তাবিত কর্ম এলাকার বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে ও দ্বীপগুলোতে মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের বিকাশ ঘটছে। লক্ষিত চরাঞ্চলে মূলত দেশী জাতের মহিষ পালন করা হয় এবং মহিষগুলো দলবদ্ধ হয়ে চরের জমিতে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা চারণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু চরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান কৃষি কাজের চাহিদার জন্য চারণভূমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে সেই সাথে জলবায়ুগত পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে মহিষ পালনকারী উদ্যোক্তা, দধি/দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ তদুপরি সম্পূর্ণ ব্যবসাগুচ্ছের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে "সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা " পরিবেশসম্মত উপায়ে মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি উপ-প্রকল্প জুন, ২০২১ ইং হতে শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মহিষ পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত এলাকার প্রায় ৯০০ জন সদস্য পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে।

কর্মসূচির লক্ষ্য:

পরিবেশ সম্মত উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন এবং মহিষ পালনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারন করতে সহায়তা করা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ:

- ভাল জাতের (সংকর) মহিষ নির্বাচন, আদর্শ গোয়াল ঘর তৈরি, সুষম খাবার প্রদান, নিয়মিত কৃমিনাশক এবং টিকা প্রদানের মাধ্যমে মহিষ পালন করে বাজারজাতকরন নিশ্চিত করা।
- মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার চাহিদা ধরে রাখার জন্য নিরাপদ উপায়ে দুধ সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, দুধ পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, বৈচিত্রপূর্ণ দুগ্ধ পণ্য (মহিষের পনির, বায়ো ইয়োগার্ট, ঘি, বাটার ইত্যাদি) প্রস্তুতকরণ, অনলাইন বিক্রয় সুবিধা সম্বলিত আধুনিক ব্র্যান্ডের দোকান, উদ্যোক্তা ও ভোক্তা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।
- মহিষ পালনকারী উদ্যোক্তা, দধি/দুগ্ধজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ তদুপরি সম্পূর্ণ ব্যবসাগুচ্ছের আধুনিকায়ন করা ।

কর্মএলাকা ও উপকারভোগী তথ্যের বিবরণ :

ক্রমিক	শাখার নাম	জেলার নাম	উপজেলা নাম	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের সংখ্যা	উপ:ভোগী পরিবার সংখ্যা	মন্তব্য
১	চরবাটা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চরজুবলী**	১৪	৫৫	
২	পূর্বচরবাটা	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**পূর্বচরবাটা, চরবাটা, চানন্দি**	৭	৯২	
৩	চরবাটা অগ্রসর	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চরবাটা, পূর্ব চরবাটা, আমানউল্যা, চরজুবলী, চরওয়াপদা, চরক্লার্ক**	২১	৩৭	
৪	চর আমানউল্যাহ	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চরআমানউল্যা, চর ওয়াপদা, চরবাটা,**	৮	১৮	
৫	চর জব্বর	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চরওয়াপদা, চর জুবলী, চরজব্বর**	৬	৩০	
৬	চর মহিউদ্দিন	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চর জুবলী, চরবাটা**	৬	২৯	
৭	চর ক্লার্ক	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**চর ক্লার্ক, মোহাম্মদপুর**	৫	৬৩	
৮	মোহাম্মদপুর	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	**মোহাম্মদপুর**	৬	২০	
			মোট	**৮**	৫৮	৫৭০	
৯	বয়ারচর	নোয়াখালী	হাতিয়া	**চরগাজী**	৭	৬১	
১০	হাতিয়া বাজার	নোয়াখালী	হাতিয়া	**হরণী**	৯	৪৬	
১১	আল-আমিন	নোয়াখালী	হাতিয়া	**২নং চানন্দী**	১২	৫৬	

	বাজার						
			মোট	৩	১৬	২০০	
১২	চরএলাহী বাজার	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চরএলাহী, চর ফকিরা, চর ফকিরা, ধানশালিক, ঘোষবাগ	১০	৩৬	
১৩	চাপরাশির হাট	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	চাপরাশির হাট, ধানশালিক, ঘোষবাগ, চর ফকিরা, চর কাকড়া, রামপুর, মুছাপুর	২২	৩৫	
			মোট	৮	৩২	১৩০	
			সর্বমোট	১৮	১০৬	৯০০	

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে প্রকল্পের মতবনিমিয় সভা ঃ

বগিত ১১ই জুলাই সাগরকিা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ১৫ টি শাখার ব্যাবস্থাপকদরে সাথে প্রকল্পরে কার্যক্রম নিয়ে একটি অনলাইন মতবনিমিয় সভার আয়োজন করা হয়। এতে সাগরিকার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক, সংস্থার অন্যান্য র্কমর্কতা এবং এসইপি প্রকল্পের র্কমর্কতাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত কমিউনিকেশন ও ডকুমেন্টেশন কর্মশালা ঃ

বিগত ৪ই জুলাই ২০২১ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার এসইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের নিয়ে পিকেএসএফ কতৃক একটি অনলাইন কর্মশালার অনুষ্ঠান করা হয়।

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>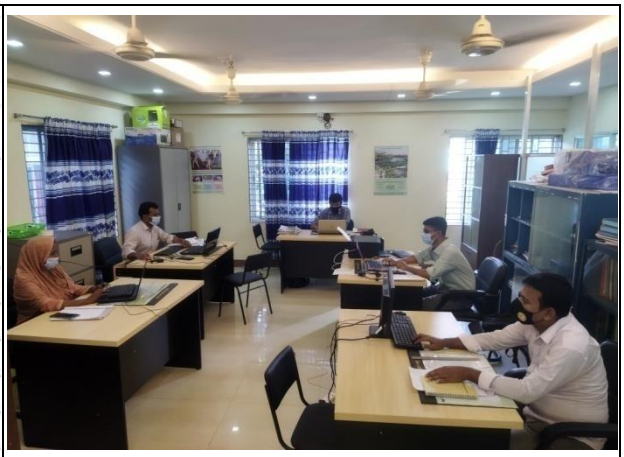</td>
</tr>
<tr>
<td>ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের সাথে প্রকল্পের ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা</td>
<td>সংস্থার প্রকল্প স্টাফবৃন্দ অফিস কক্ষে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত কমিউনিকেশন ও ডকুমেন্টেশন ভার্চুয়াল কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন।</td>
</tr>
</table>

স্টাফ প্রশিক্ষণ ঃ

সূচনালগ্নে এসইপি প্রকল্পের আওতায় সাগরিকা ট্রেইনিং হলে ‘পরিবেশ বান্ধব মহিষ পালন’ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন সাগরিকার ১৩ টি শাখার ব্যবস্থাপক এবং এলাকা ব্যবস্থাপকগণ। সাগরিকার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ শামছুল হক, সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সেশনে অংশগ্রহণ করেন । প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ তসলিমা ফেরদৌসি। তিনি মহিষ পালনে কৃত্তিম প্রজননের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে বিদ্যমান সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরিবেশ সম্মত ভাবে মহিষ পালন বিষয়ক স্টাফ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	

প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রম সমূহ ঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমান	উপ: ভোগী সংখ্যা	মন্তব্য
১	চরের মহিষের জন্য আধুনিক আশ্রয়কেন্দ্র (কিল্লা) তৈরি	১	১০	
২	মহিষের জন্য পরিবেশ সম্মত বাসস্থান প্রদর্শনী	২০	২০	
৩	মহিষের জন্য বাজার তৈরি	১		
৪	নিরাপদ দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ	১০	১০	
৫	দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের মান পরীক্ষা (বিএসটিআই, বিসিএসআরআই, বাকৃবি ইত্যাদি)	১০	১০	
৬	মহিষের দুধের বিভিন্ন উপজাত তৈরি ও দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিং (ডেইরি ব্র্যান্ড শপ)	১	১	
৭	সংকর জাতের (দেশী*মুররাহ) অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম মহিষ পালন প্রদর্শনী	১২	১২	
৮	উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ ও ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ (বেল,সাইলেজ, হে ইত্যাদি) প্রদর্শনী	১২	১২	
৯	প্যারাভেটদের দক্ষতা বৃদ্ধি	১০	১০	
১০	আধুনিক ও নিরাপদ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা (ক্রিম সেপারেশন বাটার, ঘি ও দই তৈরীর মেশিন)	৩	৩	
১১	বায়োগ্যাস, কেঁচো সার উৎপাদন প্রদর্শনী	১৭	১৭	
১২	মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, অংশমূলকপ্রশিক্ষণ (কর্মশালা)	২৭	৫৪০	
১৩	মহিষের কৃত্রিম প্রজনন	৫	৫	
১৪	গবাদিপশুর নিয়মিত টিকাদান ও কৃমিনাশক বিতরন কর্মসূচী	২০	২০০	
১৫	পরিবেশ ক্লাব গঠন	৬	১২০	
১৬	সচেতনতামূলক বিভিন্ন মুদ্রণ, প্রকাশনা, কার্টুন, ছবি এবং ছোট ছোট ভিডিও প্রশিক্ষণ এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিট	-	১০০০	

উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ (পূর্বতন লিফ্‌ট)কর্মসূচির আওতায় "দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে মাংস উৎপাদনশীলতা ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাসঁ সম্প্রসারণ"

নির্মাণাধীন পেকিন হাঁসের ব্রিডিং খামার ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) এর কারিগরি সহয়াতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় খামারি পর্যায়ে মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁসের বাচ্চার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পেকিন হাঁসের ব্রিডিং খামার নির্মাণাধীন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই খামারটির সম্পূর্ন কার্যক্রম চালু হলে এ অঞ্চলের মানুষের পেকিন হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি সহজ হবে। এই খামার থেকে বছরে প্রায় ৫০০০- ৬০০০ টি হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

নির্মাণাধীন পেকিন হাঁসের ব্রিডিং খামার।

পরীক্ষামূলক কার্যক্রম :

খামারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে তোলা হয়েছে খাকি ক্যাম্বেল, জিন্ডিং এবং মাস্কোভি হাঁসের পরিক্ষামূলক খামার। যেখানে খাকি ক্যাম্বেল হাঁস রয়েছে-৮০ টি, জিন্ডিং হাস-৬০ টি, মাস্কোভি হাস-২০ টি , পেকিন হাস-২০ টি।

খামারে পরীক্ষামূলক পেকিন হাঁসের প্রদর্শনী।

জিন্ডিং এবং খাকি ক্যাম্বেল হাঁস।

খামারে পরীক্ষামূলক মাস্কোভি হাঁসের প্রদর্শনী।

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি ঃ

সংস্থার কর্মএলাকার অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের অনেক মেধাবী ছেলে-মেয়ে অর্থের অভাবে শিক্ষা থেকে ঝরে যায়। আবার অনেক পরিবারের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু দরিদ্রতার কারণে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে পারেন না। ফলে মেধা অনুযায়ী তারা মেধার বিকাশ সাধন করে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে সমর্থ হয় না। একটু আর্থিক সুবিধা পেলে এই সব পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেও শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করে তাদের জীবন গঠন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থা ২০১৩ সন থেকে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম শুরু করেছে। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের পিএসসি, জেএসসি/জেডিসি ও এসএসসি উত্তীর্ণ এবং উচ্চ শিক্ষায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত প্রদত্ত বৃত্তির তথ্য নিম্নে প্রদান করা হল।

পিকেএসএফ'র অনুদানে প্রদত্ত শিক্ষাবৃত্তির তথ্য ঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০১২ সন থেকে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ঋণ কর্মসূচির উপকারভোগী অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। ২০২০ অর্থবছরসহ এসএসসি উত্তীর্ণ ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী কে ১ম দফায় এবং এইচএসসি ২য় বর্ষে উত্তীর্ণ ২য় দফায় ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী কে সহ মোট ৫৭ জনকে প্রতিজনকে ১২ হাজার টাকা হারে মোট ৬৮৪০০০ টাকা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত ও সংস্থার মাধ্যমে প্রদানকৃত বৃত্তির তথ্য নিম্নের টেবিলে প্রদান করা হল।

অর্থবছর	শিক্ষার স্তর	*বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী*	বরাদ্দ (প্রতিজন)	মোট বৃত্তির অর্থ	ক্রমপুঞ্জিভূত বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত বৃত্তি অর্থের পরিমাণ
২০২০	এসএসসি	১৫	১২০০০	১৮০০০০	২৯০	৪০৮৩০০০
	এইচএসসি (২য় বর্ষে উত্তীর্ণ)	৪২	১২০০০	৫০৪০০০	২১৭	২৮৮৬০০০
মোট		৫৭		৬৮৪০০০	৫০৭	৬৯৬৯০০০

সুবর্ণচর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব চৈতী সর্ববিদ্যা পিকেএসএফ বৃত্তি ও সংস্থার বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষবৃত্তি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তির চেক বিতরণ করছেন।

পিকেএসএফ সহযোগিতায় নারী উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি'র তথ্য:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ২০১৭ সন থেকে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আন্তর্জাতিক মানের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি উত্তীর্ণ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রীদেও শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিকেএসএফ কর্মসূচি ভূক্ত উপকারভোগী দরিদ্র পরিবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ মেয়েরা এই শিক্ষাবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ আছে। কর্মসূচি শুরুর ১ম বছরে পিকেএসএফ এর পার্টনার অর্গানাইজেশন থেকে মোট ৩ জন দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ পেয়েছে। তন্মধ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার একজন সদস্যের মেয়ে এই শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। গত বছর সংস্থার মাধ্যমে প্রাপ্তবৃত্তির তথ্য নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হল।

গন	শিক্ষার্থীর নাম	পিতার নাম	শিক্ষা কোর্সে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ (প্রতিজন)	বাংলাদেশী টাকায়
২০১৭	মাহবুবা সুলতানা	মো: বাহারউদ্দিন	৬৫ হাজার ডলার (প্রায়)	৬৫ লক্ষ টাকা (প্রায়)

বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি নামে উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অ্যাথরিটি (এমআরএ) এর নির্দেশনানুযায়ী উক্ত উচ্চবৃত্তি দ:স্থ দরিদ্র পরিবারের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০২১ সন থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রাথমিকভাবে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত উপকাভোগী সদস্য পরিবারের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ৬ জন শিক্ষার্থীকে তালিকা ভূক্ত করা হয়েছে। যাচাইবাচাই সাপেক্ষে চুড়ান্তভাবে মনোনীতদের মাঝে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে সর্বোচ্চ ৮ বছর বা মাস্টার্স উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত উক্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। যাহা সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স এর উদ্বৃত্ত আয়ের থেকে নির্বাহ হবে। জুন ২০২১ মাসে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ১৮০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুরূপ হারে উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করা হবে।

অর্থবছর	*শিক্ষাকোর্স*	*শিক্ষার স্তর*	*মোট ছাত্র-ছাত্রী*	*জন প্রতি বৃত্তির মাসিক অর্থ*	*মোট*
২০২০-২০২১	*অনার্স*	*১ম বর্ষ*	৪	৩০০০	১২০০০
		৩য় বর্ষ	২	৩০০০	৬০০০
			৬		১৮০০০

সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি ঃ

ক্রমিক	শিক্ষার স্তর	গ্রেড	মোট ছাত্র-ছাত্রী	জন প্রতি বৃত্তির অর্থ	মোট
২০১৩-২০১৪ অর্থবছর	পিএসসি	জিপিএ-৫	৪৩	১০০০/১৫০০	৮৯,৫০০
	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ-৫, ৪-৪.৯৯	৩৫		৭৩,০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ-৫, ৩.৫-৪.৯৯	৪৩	৩০০০/২০০০/১০০০	৬৩,৫০০
২০১৪-২০১৫ অর্থবছর	পিএসসি	জিপিএ-৫	১১৪	১০০০/১৫০০	১,২২,০০০
	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ-৫	৫২	২০০০	১,৮৩,০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ-৩.৫-৩.৯৯	৩২	১৫০০/১০০০	৫৪,০০০
২০১৫-২০১৬ অর্থবছর	পিএসসি	জিপিএ-৫, ৪-৪.৯৯	২৪	১৫০০/১০০০	৩৬,০০০
	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ-৫,	৫৩	২০০০/১০০০	১,৩৯,০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ-৫, ৩.৫-৪.৯৯	৯	৩০০০/২০০০/১০০০	২,৪৫,০০০
		বিশেষবৃত্তি	৬	২০০০০	১,২০,০০০
২০১৬-২০১৭ অর্থবছর	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ-৪.৫ থেকে ৫,	৬৫	৫০০০/৩০০০	২,৩৩,০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ-৫, ৩.৫-৪.৯৯	৫৩	৭০০০/৫০০০	২,৭৭,০০০
		বিশেষবৃত্তি	১০	২০,০০০	২,০০,০০০
২০১৭-২০১৮ অর্থবছর	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ-৪.৫ থেকে ৫	১০১	৩৫০০/২০০০	২৩৫০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ-৪.৫ থেকে ৪.৯৯	৬৯	৭০০০/৩৫০০	২৪৮৫০০
২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	জেএসসি/জেডিসি	জিপিএ- ৫	০৭	৫০০০	৩৫,০০০
		জিপিএ-৪.৫ থেকে ৪.৯৯	৩৯	৩০০০	১,১৭,০০০
	এসএসসি/সমমান	জিপিএ- ৫	০৮	৭০০০	৫৬,০০০
		জিপিএ-৪.৫ থেকে ৪.৯৯	৪৩	৪০০০	১,৭২,০০০
	সর্বমোট		৮০৬	-	২,৬৯৮,৫০০

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার কার্যক্রম
রেজিঃনং-১০৬৫৯

চরাঞ্চলের দরিদ্র সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন, নিরাপদ মাতৃত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ কল্পে সাগরিকা ১৯৯৩ সালে দাতা সংস্থা অক্সফাম এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের কমিউনিটি হেলথ ইউনিটের সহায়তায় সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক নামে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১১ সনে সংস্থার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত হয়ে নতুন করে ডায়াগনস্টিক সেবা যোগ করে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক নাম পরিবর্তন করে সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার রাখা হয়। সংস্থা ইহার সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সংস্থার নিজস্ব আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্যারামেডিকের সহযোগিতা নিয়ে ক্লিনিকাল সেবা ও কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসিতেছে। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশিরোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা (রক্তের পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাফী, ইসিজি, নেবুলাইজেশান, অক্সিজেন সরবরাহ ইত্যাদি) স্বল্পমূল্যে করা হয়। এ ছাড়া ও করোনাকালীন সময়ে সচেতনতা মুলক প্রচারনা, লিফলেট বিতরণ করা হয়। প্যারামেডিক সেবার মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত রুগীদের চিকিৎসা প্রদান ও নিয়মিত ফলোআপ করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগীঃ

ক্রমিক নং	সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী	সেবা সমূহ
০১	শিশু(নবজাতক শিশু ও দুগ্ধপানকারী শিশু)	শিশুর শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমন, নিউমোনিয়া, জন্ডিস, সর্দি কাশি ও জ্বর, তীব্র কানের সংক্রমন, মুখের ঘা, ডায়রিয়া, আমাশয়, শিশুর প্রতিরোধযোগ্য রোগের টীকা ও অপুষ্টি
০২	মহিলা (জরায়ু সমস্যা, গর্ভধারন ও পরিচর্যা, প্রসব ইত্যাদি সহ মহিলাদের অন্যান্য সমস্যা)	প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমন, যৌন বাহিতরোগের চিকিৎসা সেবা, পরিবার পরিকল্পনা প্রতিরোধযোগ্য রোগের টিকা প্রসব কালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসবত্তর ও প্রসব পরবর্তী সেবা।
০৩	বৃদ্ধ/বৃদ্ধা(মেডিসিন,ডায়াবেটিস ও বক্ষব্যাধি সমস্যা)	বাত ব্যাথা,শ্বাসকষ্ট,পোষ্ট ম্যানুপোজাল সিন্ড্রম,উচ্চ রক্তচাপ,ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

প্যাথলজি সেবার ধরন ও অভিষ্ট উপকারভোগী ঃ

ক্রমিক	সেবা সমূহ	সেবা গ্রহণকারী উপকারভোগী শ্রেণী
০১	রঙ্গিন আল্ট্রাসনোগ্রাফী	গর্ভবতী মায়ের গর্ভ চেকআপ, জরায়ু সমস্যা, লিভারের সমস্যা, কিডনী সমস্যা।
০২	ই.সি.জি	হার্টের সমস্যা নির্ণয়
০৩	রক্ত পরীক্ষা	রক্তস্বল্পতা, জন্ডিস, টাইফয়েড় জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, ডায়াবেটিস, গ্যাস্টিক আলসার, যৌনবাহিত রোগ, বাতব্যাথা, চর্বি জাতীয়, এলার্জি, কিডনী সমস্যা,
০৪	প্রস্রাব পরীক্ষা	প্রস্রাবে ইনফেকশন, প্রস্রাবে ডায়াবেটিস, এ্যালবুমিন, গর্ভ টেস্ট
০৫	প্রতিরোধযোগ্য ভ্যাকসিন	হেপাটাইটিস ভাইরাস, র‍্যাবিক্স ভাইরাস ও টিটেনাস ভ্যাকসিন।

ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য), গাইনী একজন মহিলা রোগীর আল্ট্রাসনোগ্রাফী ও একজন গর্ভবতী মায়ের পরীক্ষা করছেন।

ডক্টর্‌স চেম্বার কার্যক্রম :

ডক্টর'স চেম্বারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে সংস্থার সমিতির সদস্যসহ সমাজের দরিদ্র ও হতদরিদ্র রুগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে মা ও শিশু, মেডিসিন, গাইনী, এবং ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। ডাক্তার ভিজিট ফি সহ অন্যান্য সকল ধরনের সেবা সমূহ ৫০% ছাড় মূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। তাই গ্রামের অতি গরীব ও অসহায় মানুষ বিনা চিকিৎসার কষ্ট থেকে মুক্তি পাই। সপ্তাহের প্রত্যেক রবিবার রোগী দেখেন ডাঃ মাহমুদা ইয়াছমিন জিনাত, এমবিবিএস, মেডিসিন এন্ড গাইনী, সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এবং মঙ্গলবার ডাঃ সুমা রাণী কর, এমবিবিএস, বিসিএস(স্বাস্থ্য),গাইনী রোগী দেখেন বিকাল ৫টা হইতে ৯টা পর্যন্ত । ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে ২০২০-২০২১ইং অর্থবছরে গাইনী রোগী-৫০১ জন, মেডিসিন ও ডায়াবেটিস রোগী-৮১২ জন মোট ১৩১৩ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

ডাঃ মাহমুদা ইয়াছমিন জিনাত, এমবিবিএস, পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস্), একটি বাচ্চার ফুসফুস ও একজন পুরুষের আল্ট্রাসনোগ্রাফী পরীক্ষা করছেন।

প্যাথলজী পরীক্ষা কার্যক্রম ঃ

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>মোঃ ফারুক হোসেন সংস্থার মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিষ্ট আনুবেক্ষণিক যন্ত্রেও মাধ্যমে রোগির রোগ নির্ণয় করছে।</td><td>মোঃ ফারুক হোসেন সংস্থার মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজিষ্ট সকল ধরণের রোগির নমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">সরকারী ই.পি.আই টিকাদান কেন্দ্র প্রতি মাসে একবার সমপন্ন করা হয়।</td></tr>
</table>

কোভিড ১৯ করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় চলমান কার্যক্রম ঃ

সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী আগমনের শুরুতে রোগীকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দ্বারা হাত ওয়াশের ব্যবস্থা করা হয়। তার পর দুরত্ব বজায় রেখে রোগী কে নির্ধারিত স্থানে বসতে দেয়া হয়। এছাড়া মাস্ক অবশ্যই পরিধান করতে বলা হয়। কোন ব্যক্তি জ্বর সর্দি কাশি জনিত সমস্যা নিয়ে আসলে তাকে বাড়ীতে থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে বলা হয়। পাশাপাশি সচেতনতা মুলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পরামর্শ দেয়া হয়।

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮৯ থেকে অক্সফাম-জিবি এর অনুদানে স্বল্প আকারে মৌসুম ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি দিয়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করে। দাতা সংস্থা বা বাহিরের সাহায্য ব্যাতিরেকে সংস্থাকে স্থায়ীত্বশীল রাখা ও সংস্থার সমিতিভূক্ত দরিদ্র পরিবার সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য সংস্থার দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা ও চেতনায় ঋণ কর্মসূচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর নেতৃত্বে ১৯৯৩খ্রিঃ সনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগী সংস্থা

হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। শুরুতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ খাত দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋণখাত অন্তর্ভূক্ত হয়ে পিকেএসএফ'র ১৮টি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ণ ও সবার জন্য বাসস্থান ঋণ প্রকল্পসহ মোট ২০টি ঋণ খাতের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

সংস্থার কনসার্ন পারসন জনাব আরিফুল হক, ডেপুটি ম্যানেজার, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সংস্থা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর প্রথম রুগি সনাক্ত হয় ৮ ই মার্চ-২০। করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব বেশি শুরু হলে সরকারের পাশাপাশি সংস্থা ২৬ শে মার্চ-২০২০ থেকে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। করোনাভাইরাস রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- লিফলেট, ফেস্টুন, মাস্ক, সেনিটাইজার, জীবানুনাশক সুরক্ষা স্প্রে, হ্যান্ড ওয়াশ, মাইকিংসহ প্রচার প্রচারনামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা এবং গনসমাগম স্থান এড়িয়ে চলার বিষয়ে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার শাখা সমূহের কর্মএলাকায় পরিচালনা করা হচ্ছে। জুন'২০ থেকে সীমিত পরিসরে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা কার্যালয়, সমিতির সভার স্থান ও সদস্য পরিবার পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা সহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সদস্যগণ স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ও ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের গতিধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। কোভিড পূর্ববর্তী মনোবল ও আত্মবিশ্বাস এর অবস্থানের জায়গায় তারা ক্রমান্বয়ে ফিরে আসছে। সংস্থা লকডাউনকালীন স্টাফদের মাসিক বেতনসহ সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। সুযোগ সুবিধায় কোন ধরনের কর্তন বা কর্মীদের চাকুরী চ্যুত করা হয় নাই।

কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ সংস্থার কর্মরত স্টাফদের মধ্যে ৪১ জন কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়। লকডাউনের ১ম পর্যায়ে নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলাস্থ নিজ বাড়িতে ঈদের ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে একজন ভেটেন্যারী ডাক্তার মৃত্যু বরন করেছে। লকডাউন পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত হয়ে অন্যরা সবায় সুস্থ্য হয়ে বর্তমানে কর্মস্থলে কর্মরত রয়েছে।যে সকল স্টাফ কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত হয় সংস্থা হতে তাদের প্রত্যেক কে স্ব বেতনে ছুটি সহ চিকিৎসার জন্য অর্থিকঅনুদান প্রদান করা হয়।

সংস্থা নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বস্তী বাসীদের মাঝে ৪০টি শাখার ৩টি সাব শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক আগ্রহী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য বিশেষ করে মহিলা প্রধানদেরকে সমিতি ভূক্ত করে সদস্য পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া সংস্থা কর্মএলাকার বড় বাজার/বাণিজ্যিক কেন্দ্র সমূহে ব্যবসারত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী পুরুষ সদস্যদের নিয়ে পুরুষ সমিতি গঠন করে। তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সংস্থা পরিদর্শনকালে সমিতি পরিদর্শন করছেন জনাব আরিফুল হক, ডেপুটি ম্যানেজার, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সাথে রয়েছে সংস্থার সহকারি পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স জনাব মো: শামছল হক

মাইক্রোফাইন্যান্স খাত সমূহের বিবরণ ঃ

সংস্থা কর্মএলাকার গ্রামীণ, উপকূলীয় চরাঞ্চল ও শহর বা শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার গুলোকে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অন্তভূক্ত করছে। দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থা উপকারভোগীদের দক্ষতা ও পেশার উপর ভিত্তি করে সুনির্দ্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টর, কুঠির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসা, উৎপাদনমূখী ও লাভজনক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি খাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে সংস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার পরিচালিত চলমান ক্ষুদ্রঋণের খাত গুলো নিম্নরূপ।

➲	জাগরণ (Jagoran)	➲	সমৃদ্ধি -আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (Samriddi – IGA)
➲	অগ্রসর (Agrasor)	➲	সমৃদ্ধি- সম্পদ সৃষ্টি (Samriddi – AC)
➲	Agrosor,MDP(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম)	➲	সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন (Samriddi – LD)
➲	বুনিয়াদ (Buniad)	➲	Samriddi-LEPIG (PROBIN)
➲	কেজিএফ-সুফলন (KGF- Sufalon)	➲	আবাসন ঋণ কর্মসূচি
➲	জমি লীজ ঋণ পাইলট প্রকল্প (LIFT)	➲	গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan)
➲	লিফ্ট (ভেড়া)	➲	সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প
➲	Lift-Kucia	➲	MDP-AF
➲	সুফলন (Sufalon)	➲	LRL
➲	Agrosor-SEP	➲	লিফ্ট পেকিন হাঁস প্রকল্প
➲	RRL		

মোহাম্মদপুর শাখার সদস্য কর্তৃক শাকসবজী চাষাবাদ ও সদস্য মিনারা বেগম এর মাচ চাষে বুনিয়াদ ঋণ ব্যবহার।

আলামিনবাজার শাখায় বুনিয়দ ঋণ ব্যবহার

মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন ঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মমূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা সভা ১০-১১ জুলাই-২০২১ তারিখে কভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) জনিত কারনে ভার্চুয়ালে সল্প পরিসরে শাখা ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে কভিড-১৯ এর সকল স্বাস্থ্যবিধি (WHO কর্তৃক নির্ধারিত) মেনে দুই দিনে শেষ করা হয়। শাখা ব্যবস্থাপকগন তাদের নিজনিজ শাখার শাখা ভিত্তিক বিগত বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা ভার্চুয়ালের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সংস্থার ৯ এরিয়ার ৪০ টি শাখার (৩টি সাব শাখা সহ) ২০২০-২১ সনের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের পরিকল্পনা ভার্চুয়ালের মাধ্যমে মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পরিকল্পনা উপস্থাপনার উপর অংশগ্রহণকারী সকলের প্রাণবন্ত আলোচনা, নিবিড় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো সংশোধন করার মাধ্যমে শাখা সমূহের অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। মিটিং সঞ্চালনা করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক । পরিকল্পনা সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফল ইসলাম সার্বক্ষনিক উপস্থিত থেকে উপস্থাপিত তথ্যাদি প্রত্যক্ষ করেন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

জনতাবাজার শাখার সদস্যের মুদি ও মনোহরী ব্যবসায় জাগরণ ঋণ ব্যবহার।

আলামিন বাজার শাখায় শাক-সবজী প্রকল্পে জাগরণ ঋণ ব্যবহার

চরবাটা শাখায় নার্সারী প্রকল্পে জাগরণ ঋণ ব্যবহার

ঋণ কর্মসূচির কর্মএলাকা ঃ

সংস্থা বর্তমানে মোট ৪০টি শাখা এবং ৩ টি সাব শাখার মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ১০টি শাখা, হাতিয়া উপজেলায় ৫টি শাখা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ৪টি শাখা, নোয়াখালী সদর উপজেলায় ৪টি শাখা, কবির হাট উপজেলায় ১টি শাখা, বেগমগঞ্জ উপজেলায় ২টি এবং লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২টি শাখা, কমলনগর উপজেলায় ১টি শাখা, লক্ষীপুর সদরউপজেলায় ৩টি শাখা, রায়পুর উপজেলায় ৩টি, সেনবাগ উপজেলায় ১টি, ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলায় ১টি, ফেনী সদরে ২টি ও ছাগলনাইয়াউপজেলায় ১টি শাখায় ক্ষুদ্রঋণকর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২০টি নতুন শাখা খোলার মাধ্যমে মোট ৬০টি শাখায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে ও নিকটবর্তী উপজেলায় কর্মএলাকা আরও সম্প্রসারিত হবে।

হাতিয়া বাজার শাখার আওতায় অগ্রসর ঋণ ব্যবহার করে বয়লার পোল্ট্রী, আধুনিক গরুর খামার ও মুদি ও মনোহরী দোকান।

সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ প্রদান ও সঞ্চয় দাবী পরিশোধ ঃ

সংস্থা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আসছে। সদস্যদের সমিতির সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা প্রদান করা ঋণ কর্মসূচির অন্যতম শর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবছর সংস্থার ৪০টি শাখার আওতায় সদস্যগণ সাপ্তাহিক সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে বার্ষিক ৫,৩০,৪৫,৫৩৯ টাকা সাধারণ সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। মাসিক জমা (এমডিএস) , বিশেস সঞ্চয় ও দিগুন সঞ্চয় জমা স্কীমের আওতায় ৯,৮৪,১৯১৫৫ টাকাসহ এ বছরে সর্বমোট ৪৪,৬৩,৩৭,৮১৩ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। বার্ষিক ৬% হারে সদস্যদের সঞ্চয়ের উপর ৪,৩৮,০১৬৬৬ টাকা সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এই অর্থবছরে সদস্যদের আবেদনের ভিত্তিতে ৩৪,১৮,৫৯,১৫৪ টাকা তাদের সঞ্চয়ের দাবী পরিশোধ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরের ৩০ জুন'২০২১খ্রিঃ তারিখে সর্বমোট ৭৯,৮৭,৮৯,৩০৬ টাকা সদস্যদের সঞ্চয় তহবিল সংস্থাতে সঞ্চিত রয়েছে।

চৌধুরীরহাট শাখার অগ্রসর ঋণ ব্যবহারকারী কুঠির শিল্প ।

চৌধুরীরহাট শাখার অগ্রসর একজন ঋণ ব্যবহারকারী পান চাষ প্রকল্প

হাতিয়া বাজার শাখায় এসইপি প্রকল্পের আওতায় মহিষের খামার প্রকল্প

সমিতি, সদস্য সংখ্যা, ঋণ বিতরণ ও ঋণ গ্রহীতার তথ্য ঃ

সংস্থার মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সমিতি সংখ্যা পুরুষ ৩০৮টি ও মহিলা ২৬৮৬ টি মোট সমিতি সংখ্যা ২৯৯৪ টি। সমিতিতে ৭১৭৭ জন পুরুষ সদস্য ও ৬৩১২০ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ৭০২৯৭ জন সদস্য রয়েছে। নোয়াখালী জেলার ৭টি উপজেলায় ৩৭২১৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২১০,৬০,৬৪০০০ টাকা, লক্ষীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় ১৫৫০৭ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৬৩,৬৫,৬৬০০০ টাকা ও ফেনী জেলায় ৪ উপজেলার মধ্যে ৯৩০৩ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ২৬,৭৯০০০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৬২০২৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩০১০৫৩০০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাদের আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে অতিদরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ ঋণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ করেছে। বিভিন্ন ঋণ খাত যেমন জাগরণ খাতে **৩৩১৫৭** জনকে,অগ্রসর খাতে ৬৬৯৯ জনকে, **Agrosor, MDP(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) খাতে ৩৩১ জন,** বুনিয়াদ খাতে ৩১৮৩ জনকে , কেজিএফ-সুফলন খাতে ১৭৪৭ জনকে, জমি লীজ ঋণ(লিফ্ট প্রকল্প) খাতে ৮৫৭ জনকে, লিফ্ট ভেড়া পালন খাতে ১০৬ জনকে, সুফলন ঋণ খাতে ৬৬৫৮ জনকে,সমৃদ্ধি আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম খাতে ২৭১৩ জনকে ও সাপোর্ট ঋণ হিসেবে সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি খাতে ১৪৩ জনকে, সমৃদ্ধি- জীবনমান উন্নয়ন খাতে ১৬৬ জন, **Samriddi-LEPIG(PROBIN)** খাতে ৭৮ জন এবং লিফট কুচিয়া খাতে ৩৯৬ জন, আবাসন খাতে৪১ জন,আর,আর.এল খাতে ৩০১০ জন, ,এল,আর.এল খাতে ২৬৬০ এম.ডি.পি এ.এফ খাতে ৪৩ **জন, Agrosor, SEP খাতে ৩৬ জন** সহ সর্বমোট ৬২০২৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরে সংস্থার ৪০টি শাখার মোট ঋণ বিতরণ তথ্য নীচের পাই চার্টে প্রদান করা হল।

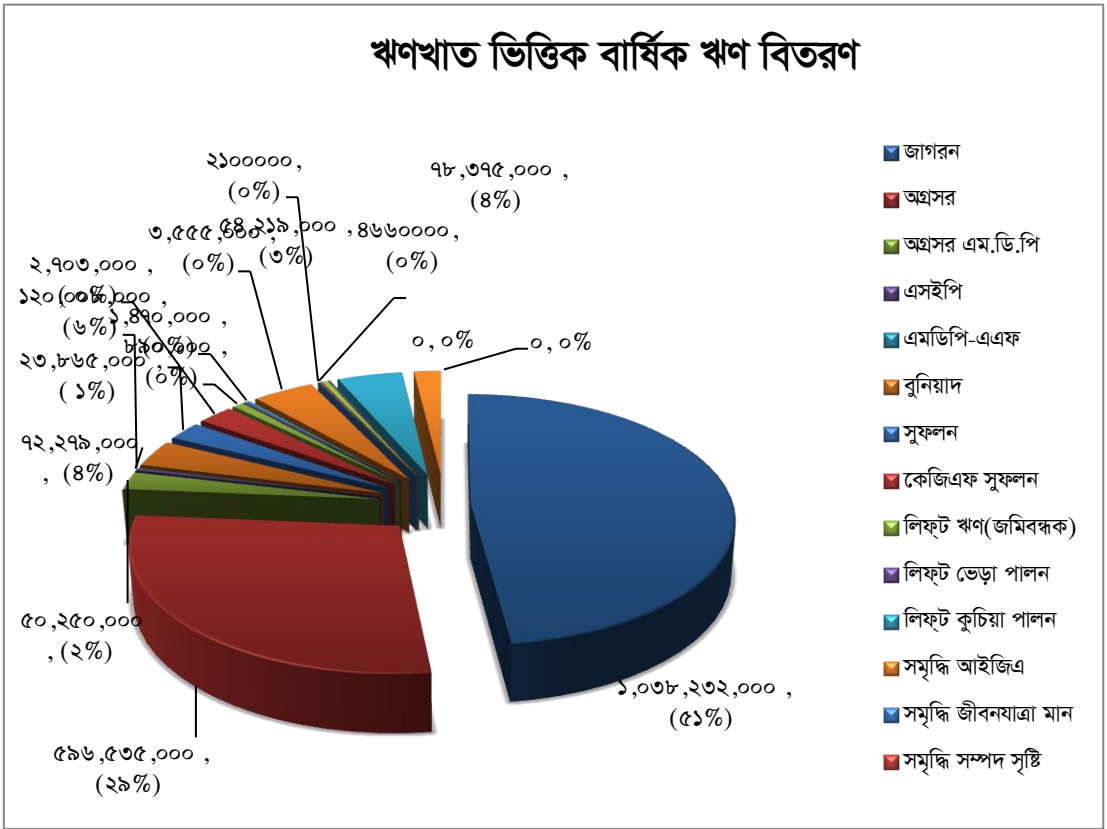

সাসটেনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম (এসইপি) ঋণ ব্যবহারে মহিষ পালন ও সাব-প্রোডাক্ট প্রকল্প

ঋণের সার্ভিসচার্জ, ঋণের মেয়াদকাল ও গ্রেস পিরিয়ড ঃ

সংস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রমহ্রাসমান ঋণস্থিতি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাগরণ ঋণ কর্মসূচি বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, অগ্রসর এবং অগ্রসর এম.ডি.পি বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২(দুই) বছর, বুনিয়াদ বার্ষিক ২০ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১(এক) বছর, সুফলন বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, জমি লীজ ঋণ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০% হারে ঋণের মেয়াদ ১ বছর ,বছরে ২টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। উল্লিখিত নিয়মে সংস্থা থেকে বিতরণকৃত ঋণ সদস্যদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হয়। এছাড়াও কেজিএফ-সুফলন ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট বা মাসিক শতকরা ২ (দুই) টাকা হারে ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস, সমৃদ্ধি-আইজিএ ঋণ বার্ষিক ২৪ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ২ (দুই) বছর, সমৃদ্ধি-সম্পদ সৃষ্টি ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট এবং ৩ মাসগ্রেস পিরিয়ড ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা উন্নয়ন ঋণ বার্ষিক ৮ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ (এক) বছর। গৃহায়ন ঋণ বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর । আবাসন ঋনের সার্ভিসচাজ ১২% পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ৬ (ছয়) বছর এবং মাসিক কিস্তি আদায় করা হয়। কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্তঋণীদের সরকারী বিশেষ প্রনোদনা আর.আর.এল ঋণ ৯% পারসেন্ট এবং এল.আর.এল ঋণের সার্ভিসচার্জ ১৮% পারসেন্ট ও ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১ বছর এবং সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ৬ মাসিক পর কিস্তি আদায় করা হয়। ঋণের কিস্তি আদায়ের গ্রেস পিরিয়ড সাপ্তাহিক কিস্তির ক্ষেত্রে ১৫দিন ও মাসিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ ১ মাস নিশ্চিত করে ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়।

ফুলগাজী শাখার ঋণ বিতরণ শুভউদ্বোধন করছেন সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক এবং চরএলাহী শাখা পরিদর্শন করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক ও ঋণ সমন্বয়কারী (অগ্রসর) জনাব মহিব উল্যা

হাতিয়া বাজার শাখার ময়ুর মহিলা সমিতি পরিদর্শন করছেন সংস্থার আরএম-১ জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন

রায়পুর শাখায় উদ্যোক্ত পান চাষী প্রকল্প পরিদর্শন করছেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মো: সাইফুল আলম

ঋণ কর্মসূচির ঋণস্থিতি ও ঋণী সংখ্যা তথ্য ঃ

সংস্থার **জুন'২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত** ঋণ কর্মসূচিতে ৪০টি শাখায় ও ৩টি সাব-শাখায় বর্তমানে পুরুষ ঋণী ৫৫৮৬জন ও মহিলা ৪৪৮৭৭১ জন মোট ৫৪৩৫৭জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১৮৫,৪৬৩৫,৫৫৮ ঋণস্থিতি রয়েছে। নিম্নের পাই চার্টে খাত ভিত্তিক ঋণস্থিতির তথ্য প্রদান করা হল।

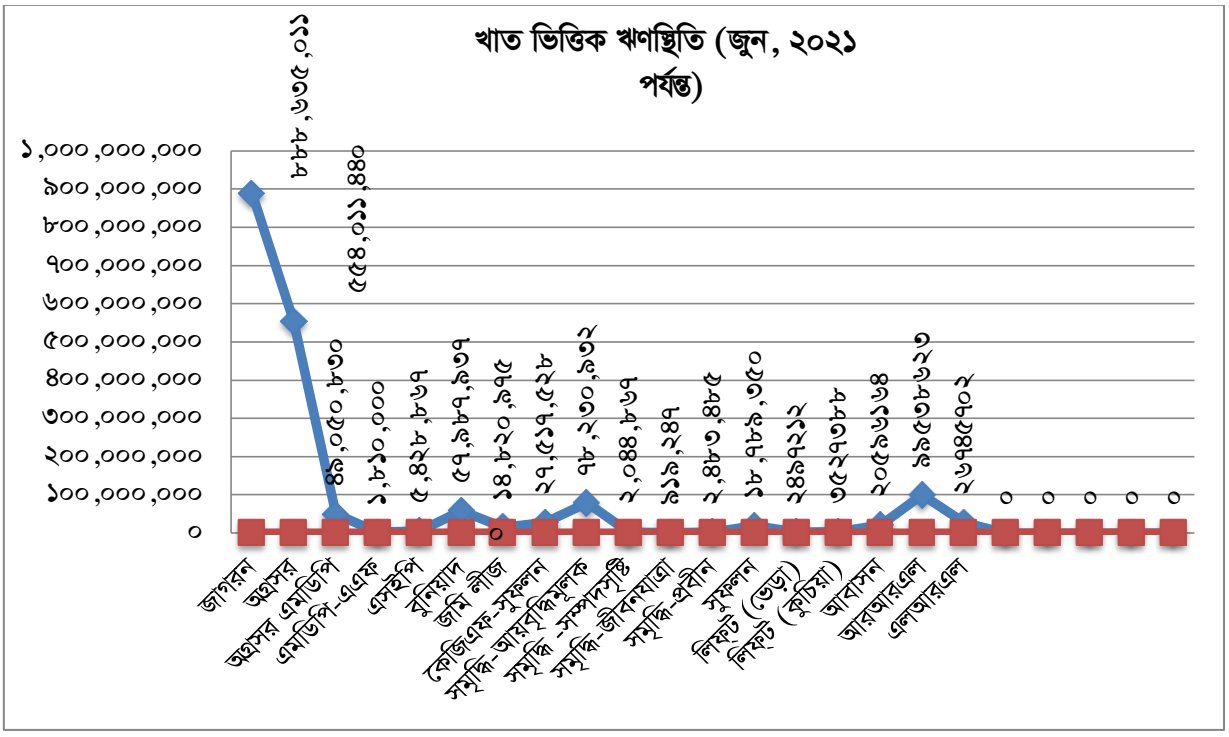

দাগনভূঞা **শাখার মোবাইল ও মোবাইল যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ী প্রকল্পে অগ্রসর ঋণ ব্যবহার পরিদর্শন** ।	এ্যারিয়া ম্যানেজার জহিরুল ইসলাম হাতিয়া বাজার শাখা পরিদর্শন করছেন	এরিয়া ম্যানেজার মোঃ নজরুল ইসলাম আলীপুর শাখা পরিদর্শন করছেন ।

ঋণ ও সার্ভিসচার্জ আদায় ঃ

সমিতির সাপ্তাহিক মিটিং এ ঋণের কিস্তি আদায় করা হয়। অটোমেশন পদ্ধতিতে সফ্টওয়ার আদায়শীট অনুযায়ী শাখায় ঋণের দৈনিক আদায়যোগ্য ও আদায় রেজিষ্টার গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়। সংস্থার বার্ষিক সর্বমোট ঋণ আদায় হয়েছে ২৩৭,১২,৮২১৪১ টাকা। বছর শেষে ১১,২২৩ জন ঋণীর মধ্যে মোট ১০,৯২,৪৩,১৬৫টাকা বকেয়া ঋণ রয়েছে। তন্মধ্যে সন্দেহজনক ও কুঋণস্থিতি রয়েছে ১,০২,৭৬৬২৮ টাকা। সংস্থা এই অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ঋণ কর্মসূচির ৩৩,৪০,৮৩,৯৭৪ টাকা, ব্যাংক থেকে আয় ১০,৪৬৩,৫৯৩ টাকা ও অন্যান্য আয় ১৭,৯৩,৮১৩ টাকাসহ সর্বমোট ৩৪,৬৩,৪১,৩৮০ টাকা সার্ভিসচার্জ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

অগ্রসর ঋনী এর (স্যানেটারী প্রকল্প) পরিদর্শন করছেন চরএলাহী এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার গোলামুর রহমান।	এরিয়া ম্যানেজার মোঃ জাকির হোসেন চর আমানউল্যা শাখার নয়াপাড়া-৩ মহিলা সমিতি পরিদর্শন করছেন ।	লক্ষীপুর এ্যারিয়ার উদ্যোক্ত প্রকল্প পরিদর্শন করছেন এ্যারিয়া ম্যানেজার মো: জাহেদ আনোয়ার ।

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ, পরিশোধিত ঋণ ও ঋণস্থিতি হিসাব (২০২০-২১ অর্থবছর) ঃ

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ক্রমপুঞ্জিভুত প্রাপ্ত ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ পরিশোধ (আসল)	ঋণস্থিতি
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা	২৬৪৪২৪০৯৪৩	২০৫৪২১৪৪৫১	৫৯০০২৬৪৯২
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড , চরবাটা শাখা	১৫,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০	-
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সুবর্ণচর উপজেলা শাখা	১৪৩,১৮৬,৮৪৬	৬৩১৮৬৮৪৬	৮০,০০০,০০০
এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	১১৬,০৫০,০০০	৫৬,০৫০,০০০	৬০,০০০,০০০
সিটি ব্যাংক লিমিটেড, চরবাটা খাসের হাট শাখা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	১৩,৭৩৩,৭৫০	১৩,৭৩৩,৭৫০	০
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, হারিছ চৌধুরীর বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী	৬৮,৫৭০,০০০	৩৮,৫৭০,০০০	৩০,০০০,০০০
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩,৪০০,০০০	৩,৪০০,০০০	-
সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫,০০০,০০০	২৫,০০০,০০০	-
অগ্রণী ব্যাংক	**৮০০০০০**	৮০০০০০	০
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	**৫০০০০০০০**	১৩৮১৮৭২০	**৩৬১৮১২৮০**
মোট	**৩,০৭৯,৯৮১,৫৩৯**	**২,২৮৩,৭৭৩,৭৬৭**	**৭৯৬,২০৭,৭৭২**

পূর্বচরবাটা শাখা থেকে কেজিএফ ঋণ নিয়ে সর্জান পদ্ধতিতে সীম চাষ করে আজ অনেক কৃষক স্বাবলম্বী হয়েছেন।	চরমহিউদ্দিন শাখায় গরু মোটাতাজাকরন খাতে কেজিএফ ঋণ নিয়ে বড় বড় খামারী তৈরি হয়েছে।	চরবাটা শাখা থেকে কেজিএফ ঋণ নিয়ে তেল জাতীয় ফসল হিসেবে সূর্যমুখী চাষ করে আজ অনেক কৃষক স্বাবলম্বী হয়েছেন।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনার তথ্য ঃ

এবছর ১৮টি ঋণখাতে ৮০৪৩১ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সর্বমোট ৪৮৯,১৫,৩৩০০০টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা গত আর্থিক বছরের পরিকল্পনার চেয়ে ১০৭.৯৬ কোটি টাকা বিতরণ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে। মোট ঋণ তহবিলের ঋণখাত ভিত্তিক শতকরা হার যেমন-জাগরণ ৪৭.১৩%, অগ্রসর ২৯.০৫%, এমডিপি(অগ্রসর) ৩.৮৫%, বুনিয়াদ ৫.০৭%, লিফট (জমিবন্ধক) ০.৫৬%, লিফট (ভেড়া) ০.৮৪%, লিফট (কুচিয়া) ০.১৩%, কেজিএফ ১.৮৪%, সমৃদ্ধি-আইজিএ ৩.৭৯%, সমৃদ্ধি-জীবনযাত্রা ০.১৫%, সমৃদ্ধি সম্পদসৃষ্টি ০.০৮%, এলইপিআইজি ০.১২%, সুফলন ৩.৫৬%, আবাসন ঋণ ০.৫৬%, কোভিড প্রনোদনামূলক পিকেএসএফ এর এলআরএলপি ১.২২% ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোদনা ঋণ ১.৯৬% বিতরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ কম্পোন্যান্ট ভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা নীচের চার্টে দেখানো হয়েছে।

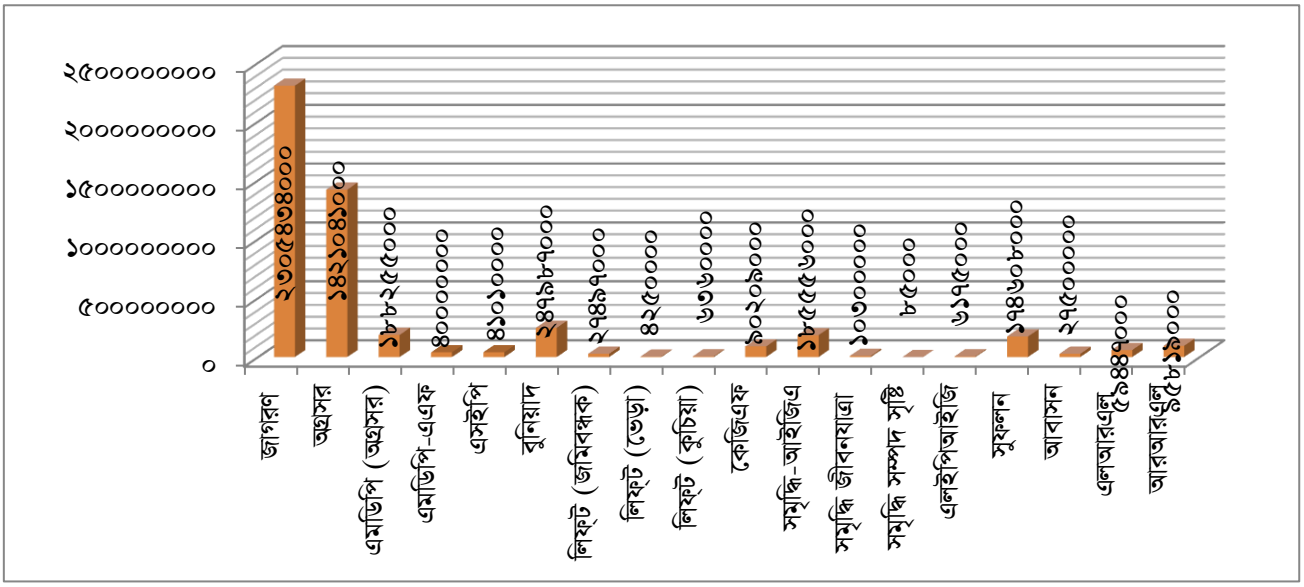

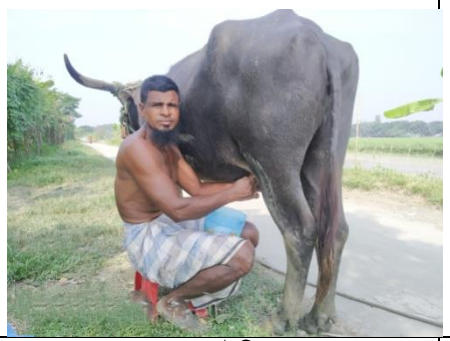

চরআমানউল্যা শাখার লিফ্ট (ভেড়া পালন) ঋণ ব্যবহারে প্রকল্প	মোহাম্মদপুর শাখায় এসইপি ঋণ ব্যবহারে মহিষ পালন প্রকল্প	চরবাটা শাখার লিফ্ট ঋণ কুচিয়া চাষ প্রকল্প

এক নজরে সংস্থা'র মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচি'র তথ্য ঃ

	সূচক সমূহ	অর্জিত (৩০ জুন ২০২০)	অর্জিত (৩০ জুন ২০২১)
১	শাখার সংখ্যা	৪০	৪০
২	মোট সদস্য সংখ্যা	৬৭১৭৩	৭০২৯৭
৩	মোট ঋণী সংখ্যা	৪৮০৮৮	৫৪৩৫৭
৪	ঋণ গ্রহীতা কভারেজ (%)	৭১.৫৯%	৭৭.৩২%
৫	মোট স্টাফ সংখ্যা	৩৮৩	৩৯৮
৬	মোট মাঠ পর্যায়ের কর্মী সংখ্যা	২২২	২২৬
৭	মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি	১৪৮.২৩ (কোটি)	১৮৫.৪৬ (কোটি)
৮	মাঠ পর্যায়ে বকেয়া	১৪.৭৬(কোটি)	১০.৯২(কোটি)
৯	মোট সঞ্চয়স্থিতি	৬৯.৪৩ (কোটি)	৭৯.৮৮ (কোটি)

১০	কর্মী : শাখা	৫.৫৫	৫.৬৫
১১	মোট স্টাফ : শাখা	৯.৫৭	৯.৯৫
১২	ফিল্ড অফিসার - স্টাফ হার	৫৮%	৫৭%
১৩	শাখার গড় সদস্য সংখ্যা	১৬৭৯	১৭৫৭
১৪	সদস্য : সমিতি/গ্রুপ	২৪	২৪
১৫	কর্মী ঃ সদস্য	৩০৩	৩১১
১৬	কর্মী ঃ ঋণী	২১৭	২৪১
১৭	মোট ঋণীর মধ্যে নারী ঋণীর সংখ্যা	৪২৭৩২	৪৮৭৭১
১৮	গড় সঞ্চয় : সদস্য	১০৩৩৬	১১৩৬৩
১৯	গড় ঋণস্থিতি : ঋণী সদস্য	৩০৮২৪	৩৪১২০
২০	কর্মী ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৬৭.৭৮	৮২.০৬
২১	ষ্টাফ ঃ ঋণস্থিতি (লক্ষ টাকা)	৩৮.৭০	৪৬.৬০
২২	ওটিআর	২০.২৫%	৯৩.৫৫%
২৩	সিআরআর (ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার)	৯৮.৭৪%	৯৯.২৪%
২৪	পিএআর/পার	৭৫.৩৭%	১৪.৮৪%
২৫	মোট ঋণস্থিতির শতকরা সঞ্চয়ের হার	৪৬.৮৪%	৪৩.০৪%
২৬	মোট উদ্বৃত্ত তহবিল	২৯.৮২ (কোটি)	৩৪.৯৫ (কোটি)
২৭	সঞ্চয়ের উপর প্রদেয় সুদের হার	৬%	৬%

লিফ্‌ট জমিবন্ধক ঋণ কর্মসূচি ঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) নভেম্বর ২০০৮ সাল থেকে Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচীর আওতায় চরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের জন্য একটি বিশেষায়িত"জমি লীজ/বন্ধক ঋণ কার্যক্রম" সফলবাবে বাস্তবায়ন করছে। চরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের LIFT ঋণ কর্মসূচীর আওতায় এনে জমি লীজ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ফসলি জমি বৃদ্ধি করে কৃষজ পন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা লক্ষ্যে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১১ সন হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর অর্থিক সহায়তায় LIFT ঋণ কর্মসূচী সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০২১ ইং পর্যন্ত ৮ টি শাখায় ১০৫০ জন মহিলা সদস্যের ৮৬৪ জন ঋনীর মধ্যে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত উক্ত ঋণীদের মধ্যে ১৪,০৬,৬৪০০০ টাকা ঋণ বিতরন করা হইয়াছে। জুন ২০২১ ইং পর্যন্ত ঋণস্থিতি ১,৪৮,২০,৯৭৫ টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ৮৪,৬১,৯১৭ টাকা। এই ধারা অব্যাহত রেখে কৃষিজ পন্য উৎপাদনে লাভবান হয়ে তারা তাদের দারিদ্রতা বিমোচন করতে সক্ষম হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য এই খাতে ২,৭৪,৯৭০০০/ টাকা ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Micro-Enterprise Development Project-Additional Financing (MDP-AF) ঋণ ঃ-

সংস্থার ঋণ কর্মসূচি ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মাস থেকে শুরু হয়েছে। উক্ত লোন মূল লোন/সাপোর্ট লোন হিসাবে বিতরণ করা যাবে। মূল লোন হিসাবে ৫০,০০০/- থেকে ২,০০,০০০/- টাকা এবং সাপোর্ট লোন হিসাবে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে। কোভিড-১৯ কালীন যাদের ব্যবসার/প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের নতুন করে ঋণ সহযোগীতা প্রয়োজন এবং ভাল সদস্য কেবলমাত্র তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে। ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণী যাহারা (অগ্রসর, অগ্রসর এস,ই,পি এবং আগ্রসর এম,ডি,পি) তাদের মাঝে এ ঋণ বিতরণ করতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমনঃ- (ক) মিনি গার্মেন্টস (খ) প্রক্রিয়া জাত করণ (গ) ক্ষুদ্র ব্যবসা (ঘ) সেবা হোটেল, পরিবহন,সেলুন,পার্লার) এবং **MDP-AF** (তরুন ও বেকার যুবকদের ব্যবসা ও আত্ন-কর্মসংস্থান) খাত যেমন ঃ- (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিঙ (খ) মোবাইল সার্ভিসিং (গ) অটোমোবাইল মেকানিঙ (ঘ) ওয়েলডিং (ঙ) ট্রেইলারিং (চ) রেফ্রিজারেশন মেকানিঙ (ছ) প্লাম্বিং (জ) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। সার্ভিসচার্জ ১৮% ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে নির্ধারত হবে এবং ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে আদায় হবে। ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতি যেমন- মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে- ১ বৎসর মেয়াদী হবে। এক-কালীন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে -৬ মাস মেয়াদী বিতরণ করা যাবে, ১ কিস্তিতে আদায় হবে। (সুফলন কেজিএফের মত আদায় হবে)। স্মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে - ১ বৎসর মেয়াদী বিতরণ করা যাবে, ২ কিস্তিতে আদায় হবে। (লিফট জমি বন্ধক ঋণের মত আদায় হবে)। ১২ কিস্তিতে আদায় হবে। (অগ্রসর ঋণের মত আদায় হবে)। পিকেএসএফ থেকে এই খাতে সংস্থা কে প্রথম পর্যায় ৪০০০০০০০/(চার কোটি) টাকা প্রদান করেছে এবং জুন-২০২১ পর্যন্ত ৪৩ জন ঋণীর মধ্যে ১৮১০০০০/ টাকা ঋণ বিতরন করা হয়। বাকী ৩,৮১,৯০০০০/টাকা ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিতরন করার পরিকল্পনা করা হয়।

জনতাবাজার শাখার এমডিপি-এএফ ঋণ ব্যবহারে শাকসবজী ব্যবসা প্রকল্প

আবাসন ঋণ কর্মসূচি ঃ

দারিদ্রতা দুরীকরনের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠিদের চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে প্রণয়ণ ও পরিকল্পনা করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ ২০১৬ সালে তার অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের মত সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে আবাসন ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে পিকেএসএফ ১ম পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কে ১০,০০০,০০০ টাকা, ২য় পর্যায়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সংস্থা কে ১০,০০০,০০০ টাকা,সর্বমোট ২,০০০০০০০ টাকা আবাসন ঋণ প্রদান করেছে। বর্তমানে এই ঋণ সংস্থার ৫ টি শাখাতে ৮২ জন ঋণীর মধ্যে ২,৫৬,০০০০০ টাকা ৫বছর মেয়াদী ৬০ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শর্তে বিতরণ করা হয় যার সার্ভিস চার্জ ১২% (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে) জুন-২০২১ পর্যন্ত সংস্থার উক্ত খাতে ঋণস্থিতি ২০৫৯৬১৬৪ টাকা। ৮২ জন ঋণীর মধ্যে ৬৬ জন নতুন ঘর নির্মাণ কাজের জন্য, বাড়ী সম্প্রসারণ কাজে ৬ জন এবং ঘর সংস্কারের জন্য ১০ জন আবাসন ঋণ গ্রহণ করে তাদের ঘর নির্মাণের স্বপ্ন পূরণে সক্ষম হয়েছেন। নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যেই আবাসন ঋণ ৩টি শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়েছে। ১.নতুন গৃহ নির্মাণ ২.গৃহ সংস্কার ও ৩.গৃহ সম্প্রসারণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ টি শাখাতে ৮৫ জন ঋণীর মধ্যে ২,৭৫,০০০০০ টাকা ঋণ বিতরনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

সুবর্ণচর উপজেলার চরমহিউদ্দিন শাখা, চরবাটা শাখা ও পূর্বচরবাটা শাখার আবাসন ঋণীর নবনির্মিত ঘর।

লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন (এলআরএল)/ Livelihood Restoration Loan (LRL) প্রোগ্রাম ঃ

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস মহামারি প্রদুর্ভাব জনিত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণী সদস্যদের আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে স্বাভাবিক কর্মকান্ডে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রণোদনামূলক সম্পূর্ণ সাপোর্ট বা সহায়ক লোন হিসাবে পিকেএসএফ এর ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংস্থাকে অন্তভূক্তির মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন যাদের ব্যবসার/প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের নতুন করে ঋণ সহযোগীতা প্রয়োজন এবং ভাল সদস্য কেবল মাত্র তাদের মধ্যে LRLঋণ বিতরণ করা যাবে। ঋণ বিতরণের খাত গুলো নিন্মরুপঃ- ১. কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ও সেবা খাত যেমন :-

(ক) গরু মোটাতাজাকরণ (খ) গবাদিপশু পালন, (গ) ফল ও সবজি চাষ, (ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, ২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন :- (ক) মিনি গার্মেন্টস, (খ) প্রক্রিয়াজাতকরন, (গ) ক্ষুদ্র ব্যবসা, (ঘ) সেবা সমূহ (হোটেল, পরিবহন, সেলুন, পার্লার) এবং তরুণ ও বেকার যুবকদের ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থান খাতে যেমন : (ক) ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোনিক্স, (খ) মোবাইল সার্ভিসিং, (গ) অটোমোবাইল মেকানিক্স, (ঘ) ওয়েলডিং, (ঙ) টেইলরিং, (চ) রেফ্রিজারেশন মেকানিক্স, (ছ) প্লাম্বিং, (জ) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতি যেমন- ১.মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে- ১ বৎসর মেয়াদী হবে ও ১২ কিস্তিতে আদায় হবে। ২.এককালীন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে -৬ মাস মেয়াদী বিতরণ করা যাবে ও ১ কিস্তিতে আদায় হবে। ৩. ষান্মাসিক ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে - ১ বৎসর মেয়াদী বিতরণ করা যাবে, যাহা ২ কিস্তিতে আদায় হবে। উক্ত লোন ১৫,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা যাবে। সার্ভিসচার্জ ১৮% ক্রমহ্রাস মান পদ্ধতিতে আদায় হবে। পিকেএসএফ থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তী অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা ১৩৫৭ জন ঋণীর মধ্যে ৩,০০,০০,০০০/(তিন কোটি) টাকা LRLঋণ বিতরনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যারমধ্যে বিতরণ করা হয় ২৬৬০ জনের মধ্যে ৫,৭৫,১৭০০০ টাকা. পিকেএসএফ থেকে সংস্থাকে সর্বমোট ৫,০০০০০০০(পাঁচ কোটি) LRLfund দেওয়া হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা ২৪১৪ জন ঋণীর মধ্যে ৫,৯৪,৪৭০০০/টাকা LRLঋণ বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়।

আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন (আরআরএল) ২০২১

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে এপ্রিল'২০২০ মাস থেকে দেশের তথা সংস্থার সংগঠিত সদস্য ও সদস্যা নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছেন না। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (SSUS) এর মাইক্রো ফাইন্যান্স কর্মসূচির কভিড-১৯ মহামারি করোনা ভাইরাস জনিত ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ ব্যবহারকারী সদস্যদেও প্রথম পর্যায়ে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল), মাইজদী শাখার মাধ্যমে এবং ২য়,৩য় পর্যায়ে যথাক্রমে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড চরবাটা খাসেরহাট শাখা এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড সুবর্ণচর শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রনোধনামূলক ২ বছর মেয়াদী ঋণ কর্মসূচি "আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন লোন" ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ৩ টি ব্যাংক থেকে সংস্থার মোট প্রাপ্ত ফান্ড ১৪,০০০০০০০ (চোদ্দ কোটি)। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০১০ জন ঋনীর মধ্যে ১২,৯৬,০৪০০০ টাকা ঋণ বিতরন করা হয় এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য ১৮৬১ জন ঋণীর মধ্যে ৯,৫৮,১৯০০০ ঋণ বিতরনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

চরবাটা শাখার আরআরএল লোন ব্যবহার	লিজা মহিলা উন্নয়ন সমিতি জোছনা বেগম এর চিরার লাড্ডু তৈরী প্রকল্প পরিদর্শন করছেন সংস্থার আরএম-১ জনাব মো: গিয়াস উদ্দিন

১. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ ঃ

ক) শুধুমাত্র একক ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ৭৫% অর্থায়িত স্কিমের মেয়াদ হবে গ্রেস পেরিয়ড ৩ (তিন) মাস সহ ১২ মাস
খ) শুধুমাত্র একক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ২৫% অর্থায়িত স্কিমের মেয়াদ হবে গ্রেস পেরিয়ড ৩ (তিন) মাস সহ সর্বোচ্চ ২৪ মাস।

২. সংস্থা কর্তৃক ঋণ বিনিয়োগ বিতরণের শর্তাবলী ঃ

(ক) সংস্থার নিজস্ব নীতিমালার পাশাপাশি গ্রাহকের বিগত এক বছরের আয়বর্ধক কর্মকান্ড বিবেচনায় নিয়ে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করবে;

(খ) কেবল সংস্থার সমিতিভূক্ত কোন সদস্যকেই এই ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে;
(গ) করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন গ্রাহকগণ অগ্রাধিকার পাবেন;
(ঘ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না;
(ঙ) নতুন ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতাদের সুযোগ প্রদানের জন্য এ স্কিমের আওতায় কোন ঋণ/বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না। তবে, ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার লেনদেন সন্তোষজনক হলে সংস্থার নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নিজস্ব তহবিল হতে তা নবায়ন করতে পারবে;
(চ) সংস্থা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি কোন ব্যক্তিকে এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করা যাবে না;

৩. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ঃ

এ স্কিমের আওতায় নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে তাদের আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনা/সচল করার জন্য প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগ সীমা হবে নিম্নরূপ ঃ
(ক) ঋণ/বিনিয়োগ ঃ একক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৭০(সত্তর) হাজার টাকা
(খ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ ঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগের আওতায় এককভাবে সর্বোচ্চ ১.৫০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা

৪. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ও অন্যান্য ফি/খরচ ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে বাষিক সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জে হার হবে সর্বোচ্চ ৯% (নয় শতাংশ); যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করতে হবে।
(খ) এমআরএ- এর ০৪ মে ২০১৪ তারিখের সার্কুলার লেটার নং রেগু-২৩ এ বর্ণিত ভর্তি ফি, পাস বই, ঋণ ফরম এবং নন জুডিশিয়াল স্টাম্পে অঙ্গীকারনামার খরচ ব্যাতীত অন্য কোন চার্জ/ফি আদায় করা যাবে না।

৫. ঋণ আদায় ঃ

(ক) সংস্থা গ্রাহক/সদস্য এর নিকট থেকে সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় করবে। এক্ষেত্রে সংস্থার বিদ্যমান সাপ্তাহিক ও মাসিক কিস্তি ঋণ আদায় বিধান অনুসৃত হবে;

গৃহায়ন ঋণ (Grihayon loan) ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিল থেকে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম (২য় পর্যায় ফেব্রুয়ারী ২০১৬ সন থেকে) বাস্তবায়ন আবার শুরু করা হয়েছে। সংস্থার নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় এই ঋণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (৩য় পর্যায়) কার্যক্রম মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ সন থেকে বাস্তবায়ন আবার শুরু হয়েছে। সংস্থাকে ৩য় পর্বে আরও ৩৬টি ঘর নির্মাণের জন্য ২৫২০০০০ (পচিঁশ লক্ষ বিশ হাজার) ঋণ তহবিল সরবরাহ করেছে। উক্ত ঘর গুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি ঘরের জন্য ৭০ (সত্তর) হাজার টাকা হারে ৩৬টি ঘরের নির্মাণ খাতে সর্বমোট ২৫২০০০০(পচিঁশশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের সদস্যভূক্ত ৩৬ জন সদসের নামে ঋণ ভূক্ত করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা মহিলা ৩৬ জন। ঋণের সার্ভিস চার্জের হার বার্ষিক ৫.৫ পারসেন্ট (ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে)। ঋণের সর্বোচ্চ মেয়াদকাল ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায় হবে। মাসিক কিস্তিতে সমিতির সভায় ঋণের কিস্তি প্রতি জন ঋণী থেকে আসল ১২০৪ টাকা ও সার্ভিসচার্জ ১৮৪ টাকাসহ মোট ১৩৩০ টাকা। জুন ২০২১ পর্যন্ত সর্বমোট ঋণ গ্রহীতা ১০৬ জন এবং টাকার পরিমান ৭৪,২০,০০০/-(চুয়াত্তর লক্ষ বিশ হাজার), সার্ভিস চার্জসহ সর্বমোট ৫২৬৭২৭০/- (বায়ান্ন লক্ষ সাতষট্রি হাজার দুইশত সত্তর) টাকা আদায় হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সমাপণী হিসাবে সাভিসচার্জসহ সর্বমোট ২৬৫৫৬৯০/- (ছাব্বিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা ঋণস্থিতি মাঠে রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মজিব বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ৪০০টি ঘর ৪০০ পরিবারের মধ্যে ৫২০০০০০ (পাঁচ কোটি ২০ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

চরমহিউদ্দিন ও চরআমানউল্যাহ শাখার গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নির্মিত ঘর

সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প ঃ

লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সবার জন্য বাসস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংস্থার অনুকূলে ঋণ কর্মসূচির হিসাবে মোট ১৩৭ টি ঘর বাস্তবায়নের জন্য ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অনুমোদন করেছে। তন্মধ্যে ১ম পযায় ৪৫ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩১,৫০,০০০ ঋণ তহবিল এবং ২য় পর্যায় ৪৬ টি ঘর নির্মাণ ঋণ বাবত ৩২,২০,০০০ ঋণ তহবিল সংস্থার নামে সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বমোট ৯১টি ঘর বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার প্রাপ্ত তহবিল ৬৩,৭০,০০০/- টাকা। সর্বোচ্চ ৫ বৎসর মেয়াদের মধ্যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত সার্ভিসচার্জ সংযুক্ত করে মাসিক কিস্তিতে ঋণ আদায় করা হচ্ছে। উপজেলা স্টীয়ারিং কমিটি'র সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন ২০২১ হিসাব অনুযায়ী প্রদত্ত ঋণের সার্ভিসচার্জসহ মোট ৩২,০১,০৫০/- টাকা আদায় হয়েছে। বর্তমানে ঋণস্থিতি মোট ৩৪,৩১,৩০০/- টাকা ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে রয়েছে।

রামগতি শাখার সবার জন্য বাসস্থান ঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নির্মিত ঘর

সাগরিকা প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও এর সুবিধাদি ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় কাজ করে আসছে। সংস্থার বহুমাত্রিক কাজের মধ্যে প্রশিক্ষণ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যে কোন কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সংস্থা জুন ২০১২ থেকে সাগরিক প্রশিক্ষণ সেল গঠন করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণ অবহেলিত ও বঞ্চিত জন গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বচ্ছলতা, ক্ষমতায়ন ও মর্যাদাশীল করতে সহায়তা করে থাকে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার চরবাটা খাসের হাট এলাকায় সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৪র্থ তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ ভেন্যু ও গেস্ট রুম রয়েছে। এসি রুম ডবল বেডের ২টি, সিঙ্গেল বেডের ৫টি এবং ননএসি ডবল বেডের ৩টি, সিঙ্গেল বেডের ৩টি, ৩ বেডের ২টি রুম রয়েছে। যাতে উন্নত ব্যবস্থাপনায় ২৮ জনের থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। এছাড়াও সাধারণ শ্রেণির আরও ২৮টি বেডের ব্যবস্থা আছে যাহা অল্প খরচে থাকা ও অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করা যায়। নিম্নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সুযোগ সুবিধাদির চিত্র প্রদান করা হল।

প্রশিক্ষণ ভেন্যুর সুযোগ সুবিধাদি ঃ

প্রশিক্ষণ ও মিটিং কক্ষ	ওয়ার্কশপ/সেমিনার কক্ষ

সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাহিরের প্রতিষ্ঠান/সংস্থা ভেণ্যুতে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ, সভা ও সেমিনার করার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে । প্রশিক্ষণের মাল্টিমিডিয়া/প্রজেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট আরো সুযোগ সুবিধা এখানে বিদ্যমান রয়েছে। নারী-পুরুষ এক সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। নারীদের জন্য সংরক্ষিত রুমের ব্যবস্থা আছে। সংস্থার প্রধান কার্যলয়ে ও প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জেনারেটর সুবিধা বিদ্যমান আছে। কম্পিউটারসহ ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা আছে। উন্নত খাবার পরিবেশনসহ ডাইনিং সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। এক সাথে দুই ব্যাচ আবাসিক প্রশিক্ষণ করানো যায়। এক সাথে ২টি এসি যুক্ত হল রুমে সর্বোচ্চ ৬০-৬৫ জনের সভা, সেমিনার, মিটিং করার সুযোগ রয়েছে। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য বিধি মেনে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

গেস্ট রুম (এসি, স্যাটেলাইট চ্যানেলযুক্ত টিভি)	ডাইনিং স্পেস

যোগাযোগ ঃ

নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	ইমেইল নম্বর	ঠিকানা
মোঃ হান্নান মোল্যা	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	০১৭১৮৮৩০৬৫২, ০১৮৬৫০৪১২০৬	matin_ssus@yahoo.com, hannanmollah@yahoo.com	গ্রাম ও পোঃ- চরবাটা, পোঃ কোড- ৩৮১৩ থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর জেলা-নোয়াখালী। ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org
মো: কামাল উদ্দিন	অফিস কেয়ারটেকার	০১৮৬৫-০৪১২৫২, ০১৭৩৪-৫৫৩৩৭১		

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কর্মসূচি ঃ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্যোগ তথা বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানব সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্য ও চেতনা নিয়েই মূলত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে নোয়াখালী, লক্ষীপুর ও ফেনী জেলার উপকূলী অঞ্চল সমূহ সামুদ্রিক ঘুর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। টর্নেডো ও বজ্রপাতে প্রতিবছর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ প্রাণহানি সংঘটিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারি চলমান রয়েছে। এর ফলে সংস্থার কর্মএলাকা সমূহে ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং এ জনিত জটিলতায় আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় নদীভাঙ্গন একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে প্রতিবছর নদী নিকটবর্তী উপকূলবাসীর অনেকে জায়গাজমি ও বসতবাড়ি হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির শীকার হচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিপাত, অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি এর ফলে মৌসুমী কৃষি আবাদ, জেলে জনগোষ্ঠী ও কৃষি শ্রমিক শ্রেণি তাদের পেশায় কর্মহীন হয়ে বছরের একটা সময়ে বেকারগ্রস্ত হয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে মূলধারার কার্যক্রমের সাথে অঙ্গীভূত করে সংস্থার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। তদানুযায়ী কর্মএলাকায় দুর্যোগ সংঘটিত বা সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে তাৎক্ষনিক ভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সরকারের ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘুর্ণীঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইউনিট টীমের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রাখা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ঃ

- ১৯৭০ সনে ১২ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল সমূহের উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণীঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়েছিল এবং সরকারি হিসাবে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে তখন এলাকার কাটা আমন ফসল ও ঘরে সংরক্ষিত ধান, গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব ধ্বংস হয়ে যায়।
- দাতা সংস্থার অর্থায়নে ও নির্দেশনায় সংস্থা নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর ও হাতীয়া উপজেলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে ও জেলে পরিবার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পূর্বাভাস/সংকেত ও নিরাপদ আশ্রয়ে গ্রহণের প্রচার, উদ্ধার, জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ইত্যাদি দর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও কর্মএলাকার উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ জনবল, দুর্যোগ উপকরণ ও একটি কনটিনজেন্সী বা বিকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা রয়েছে।
- কোভিড-১৯ করোনা মহামারি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সংস্থার পক্ষ থেকে জেলা ও উপজেলায় সংস্থার শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে কোভিড মহামারি মোকাবেলা সংস্থার সকলস্তরের জনবলের কার্যদক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।

সাগরিকা গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র :

সংস্থা ১৯৯১ খ্রি: থেকে সুবর্ণচর উপজেলায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এনজিও ফোরাম, কুমিল্লা আঞ্চলের সহায়তায় ১৯৯৪ সনে স্থাপিত এই ভিএসসি কেন্দ্রে রিং স্লাব উৎপাদনের মাধ্যমে সুবর্ণচর উপজেলার চরবাটা, চর-আমানুল্যা, চরওয়াপদা, চরজুবিলী, পুর্বচরবাটা, মোহাম্মদপুর ও চরক্লার্ক ইউনিয়নের ও হাতিয়া উপজেলার বয়ারচর, নলের চর ও নাঙ্গলিয়া এলাকার স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। একজন দক্ষ ম্যাশন দ্বারা দীর্ঘ সময় সার্বক্ষনিক ভাবে কেন্দ্রে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

মূল্য তালিকা ঃ
* রিং দাম - ১/২৮০ টাকা
* স্লাব দাম- ১/৩৬০ টাকা
* ডাকনার দাম-১/২৮০ টাকা
* কেঁচো রিং স্লাইড- ১/ ৬০০ টাকা
* সাইকো কম্পোস্ট রিং স্লাইড- ১/১০০০ টাকা

সাগরিকা ভিএসসি কেন্দ্রে রিং-স্লাব উৎপাদন

ভিএসসি কেন্দ্রের উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ রিং, স্ল্যাব, ডাকনা ও উৎপাদনের মালামাল যেমন খোয়া, বালি, তার, প্লাস্টিক প্যানসাইফুন ও সিমেন্ট কেন্দ্রে মজুদ রয়েছে।

সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচী :

সাপ্তাহিক ১দিন সংগীত শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে

সাপ্তাহিক ১দিন নৃত্য শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে যে কোন জাতির ও জনপদের ধর্ম ও বর্ণ ভেদাভেদে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শান্তিময় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে । সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কাছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের ধারণা সহজ ও কার্যকরভাবে প্রতিফলন করা যায়। সংস্থা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সাগরিকার কর্মী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী ও কলা কৌশলীদের সমন্বয়ে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সুবর্ণচর উপজেলার স্কুল কলেজের বিশেষ করে এলাকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে বুনিয়াদি শিক্ষায় দক্ষতাসৃষ্টি, জাতীয় দিবস ও উৎসব সমূহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সুন্দর পরিবেশনা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যেই সংস্থা সুবর্ণচর সাগরিকা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এই সংগঠনটি সপ্তাহে ১দিন সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা স্কুল চালু রেখেছে ও ছেলে-মেয়েদের বুনিয়াদি শিক্ষায় গড়ে তুলার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২ জন দক্ষ প্রশিক্ষক (গান ও নৃত্য) ও ১ জন দক্ষ তবলচি দ্বারা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা জাতীয় দিবস ও বৈশাখী উৎসবে মনমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। এর ফলে সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ সাধিত হচ্ছে।

মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রম :

সংস্থা প্রতি বছর কর্মএলাকায় মানবিক সহায়তামূলক কিছু কার্যক্রম করে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নীকান্ড, দুস্থ-দের চিকিৎসা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফী, দুস্থ ছেলে মেয়েদের বিবাহ, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে উপকারভোগীবৃন্দ উপকৃত হয়েছে।

সংস্থার মানবিক সহায়তামূলক আর্থিক সহায়তার তথ্য (২০২০-২১):

ক্রমিক	সহায়তার ধরন	উপকারভোগী	উপকারভোগী/কার্য্য সংখ্যা	প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ
১	পাঠ্য বই বিতরণ	এইচএসসি ছাত্র-ছাত্রী	৩	১১২০০
২	পরীক্ষার ফরম পূরণ	এসএসসি ও এইচএসসি	১০	১০০০০
৩	চিকিৎসা	অতিদরিদ্র স্টাফ. কমিটি সদস্য, শিক্ষক	১৫	১০২৬৯৬
৪	প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মিডিয়া	১০	৯৪০০০
৫	বিবাহ	অতিদরিদ্র পরিবার	৪	৯০০০
৬	খেলাধুলার উন্নয়ন	*সামাজিক সংগঠন*	২	১৫০০০
৭	শিক্ষকদের ভাতা	উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	বার্ষিক	৪৩০০০
৮	প্রশিক্ষক ভাতা (৩ জন)	সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল	বার্ষিক	১৫১৭৫০
সর্বমোট				**৪৩৬৬৪৬**

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন ঃ

৮ নভেম্বর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) এর ২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থায় সাধারণ ছুটি থাকে ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও স্টাফবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। প্রতি বছরের মত ৮ নভেম্বর '২০২০ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ এই মহান সমাজ সেবকের সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আলোচকগণ তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার আহবান জানান। আলোচনা অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ.এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম সহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের **মৃত্যু** বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভায় আলোচনা করছেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ.এম খায়রুল আনম চৌধুরী সেলিম ,সুবর্ণচর উপজেলা।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সভাপতি ও সৈকত সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের **মৃত্যু** বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের **মৃত্যু** বার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: রুহুল মতিন এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন ঃ

২২ ফেব্রুয়ারী-২০২১খ্রিঃ তারিখে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোঃ রুহুল মতিন এর ২য় মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। মৃত্যু বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে এই দিন সংস্থার অধিকাংশ কর্মকর্তা ও স্টাফবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারী-২০২১খ্রিঃ তারিখে পবিত্র কুরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, কবর জিয়ারত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মরহুম মোঃ রুহুল মতিন এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতে মরহুমসহ সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে মহান স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা হয়। সভায় সংস্থার

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মো: মোনায়েম খান সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় বক্তাগণ সমাজের উন্নয়নে তাঁর বিভিন্ন অবদানের উপর, তার সততা ও নিষ্টার বিষয়ে স্মৃতিচারণ করে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবদেন করেন। আলোচকগণ বলেন মরহুম রুহুল মতিন সংস্থায় দীর্ঘ ২২ বছর কাজ করে যে সুনাম অর্জনের মাধমে আধুনিক সাগরিকা গড়ে তুলেছেন, তাঁর আদার্শ অনুসরণ করে সংস্থার সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে সংস্থার ঋণ কার্যক্রমসহ সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ও সমাজের নেতৃবৃন্দকে সামাজিক পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখার আহবান জানান।

আলোচনা সভায় কোরআন তেলাওয়াত করছেন হাফেজ মোঃ জয়নাল আবেদিন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান।

আলোচনা সভার উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

সংস্থার ম্যানেজমেন্ট মিটিং এর তথ্য:

সংস্থার কার্যক্রমকে সংস্থার নিয়ম কানুন অনুসারে সুষ্টভাবে পরিচালনা, কাজের অগ্রগতি ও অর্জন বিশ্লেষণ এবং সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন কারার দরকার হলে বিভিন্ন দিক বিচেনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার সাংঘঠনিক কাঠামো মোতাবেক ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬ জন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা আছে কি না বা কোন বিষয়ে কোন সহযোগিতার প্রয়োজন কি না তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও সংস্থার পলিসি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এর সভাপতিত্বে সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংস্থার প্রকল্প কমিটির মিটিংএর তথ্য ঃ

সংস্থার সকল বিভাগ, কর্মসূচি ও প্রকল্পের প্রধানদের নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মসিক সভা করা হয়। সভায় সকল কর্মসূচি ও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। কাজের অগ্রগতি কাংখিত পর্যায়ে নেয়ার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অগ্রগতি কম হলে তার কারণ নির্ণয় করে প্রয়োজনিয় সহযোগিতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কর্মসূচি/প্রকল্প প্রধানদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

পিআইসি মিটিং এ দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।

পিআইসি মিটিং এ দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম

সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি'র মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা সভার তথ্য ঃ

সংস্থার মাসিক অগ্রগতি সভা

সংস্থার মাসিক অগ্রগতি সভা

মাসিক অগ্রগতি সভায় শাখা ব্যবস্থাপক শাখার মাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করছেন।	মাসিক অগ্রগতি সভায় শাখা ব্যবস্থাপক শাখার মাসিক অগ্রগতি উপস্থাপন করছেন।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির কাজের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনা সভার মাধ্যমে সকল শাখা ও এলাকা অনুয়ায়ী টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। সভায় বিগত বছরের টার্গেট অর্জন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। টার্গেট অনুযায়ী অর্জন কম হলে তার কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং শাখা ও এলাকা পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনা সভায় সকল শাখার জন্য তাদের কর্ম এলাকার নির্ধারণ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনা সভার টার্গেট অনুসারে প্রতি মাসে মাসিক সভায় অগ্রগতি আলোচনা করা হয় এবং সকল স্তরের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

সংস্থার অডিট, মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন কার্যক্রম :

অডিট ও মনিটরিং কার্যক্রম সংস্থার একটি চলমান প্রক্রিয়া। মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি সফল বাস্তবায়ন ও সুনিয়ন্ত্রীত রাখতে অডিট ও মনিটরিং এর গুরত্ব অপরিসীম। সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪০টি শাখা অফিস ও সমিতি, ঋণ প্রকল্প, স্টাফবৃন্দের দক্ষতা ও কাজের অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত নিরীক্ষা ও মনিটরিং করা হয়। সংস্থার কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত কল্পে সংস্থার গঠনতান্ত্রিক ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে অডিট করা হয়ে থাকে। সংস্থায় ২ ধরনের অডিট হয়। প্রথমত সংস্থার অভ্যন্তরীন অডিট সেলের মাধ্যমে শাখার ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং চলমান প্রকল্প কার্যক্রম নিরীক্ষা করা, মাসিক ও বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন করা হয়। দ্বিতীয়ত, সংস্থা ও পিকেএসএফ সহ অন্যান্য দাতাসংস্থা কর্তৃক চাটার্ড একাউন্টেন্ট্স ফার্মের মাধ্যমে সংস্থার সকল প্রকল্পের প্রতি অর্থবছরের আয়ব্যয় হিসাব ও কার্যক্রমের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়।

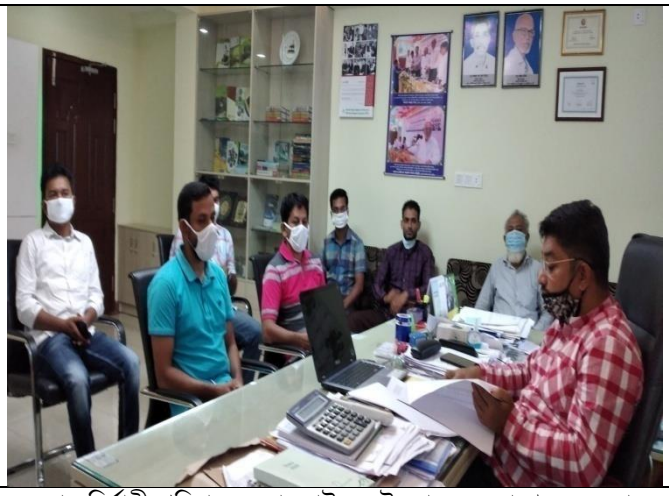

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো: সাইফুল ইসলাম এর সাথে এক সভায় অডিট অফিসারবৃন্দ

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের অডিট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছেন সংস্থার সমন্বয়কারী (ফাইন্যান্স) একেএম ফখরুল ইসলাম

বছরব্যাপী অডিট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ

২০২০-২১ অর্থবছরের বাৎসরিক পরিকল্পনায় (সাধারণ ও বিশেষ নিরীক্ষা) সংস্থার শাখা ভিত্তিক সকল সমিতি, সদস্য ও ঋণী নিরীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু "কোভিড-১৯" সরকারের সাধারণ ছুটি জনিত কারণে জুন'২১ মাস অডিট কার্যক্রম না হওয়ায় বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে মাসিক অডিট পরিকল্পনা অনুযায়ী শাখার সমিতি, সদস্য ও ঋণী নিরীক্ষাকরন অর্জন হয়। এছাড়া কর্মপরিকল্পনার বাহিরে সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে অডিট টিমের অর্পিত দায়িত্ব হিসাবে শাখাতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ও অন্যান্য অফিসিয়াল বিশেষ কাজ করা হয়।

এ্যারিয়া ম্যানেজার মো: শাখাওয়াত উল্যা ও অডিট অফিসার জামাল উদ্দিন ধানসিঁড়ি শাখায়

অডিট অফিসার হরিকান্ত দাস পবন ও সুলতান মোহাম্মদ রানা বেগমগঞ্জ শাখা ১০০% সদস্য

অডিট অফিসার জামাল উদ্দিন একটি মৎস্য চাষ ঋণ প্রকল্প ভিজিট করছেন

অডিট বিষয় নিয়ে মিটিং করছেন।	পাসবই ব্যালেন্সিং অডিট করছেন।	

বার্ষিক অডিট পরিকল্পনা :

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অডিট অফিসার কর্তৃক বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে বছরে প্রতিটি শাখা সাধারণ অডিট ও ১০০% সদস্য পাসবই ব্যালেন্সিংসহ ২বার অভ্যন্তরীন অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসুচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। সংস্থার চলমান সকল কার্যক্রম যাচাইয়ের মাধ্যমে ভুলভ্রান্তি ও অনিয়ম সংশোধনের মাধ্যমে কর্মসূচি সমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অর্থবছর শেষে পরিকল্পনা মোতাবেক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম এর মাধ্যমে সংস্থার বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হবে।

অডিট অফিসার কামাল উদ্দিন আলীপুর শাখা অডিট করছেন	অডিট অফিসার আনোয়ারুল ইসলাম ছাগলনাইয়া শাখার একটি সমিতি অডিট করছেন।	অডিট অফিসার মো: কামাল উদ্দিন আলীপুর শাখার একটি সমিতি অডিট করছেন।

সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়ক তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	ব্যবস্থাপনা স্তর	ঈুরুষ	মহিলা	মোট
০১	সাধারণ পরিষদ	১৩	১২	২৫
০২	কার্য নির্বাহী পরিষদ	০৩	০৪	০৭
০৩	অ্যাডভাইজরী পরিষদ	০৪	০১	০৫
০৪	ম্যানেজমেন্ট কমিটি	০৬	-	০৬

সংস্থার বর্তমান কর্মরত জনবল তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ কর্মসুচির নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	৩৫১	৪৭	৩৯৮
০২	সাগরিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি (এমবিবিএস ডাঃ-২ জন, হিসাব রক্ষক-১জন, টেকনোলজিষ্ট-১জন, ক্লিনিক সহকারী-১জন)	৩	২	৫
০৩	কৃষি ইউনিট, প্রাণি সম্পদ এবং মৎস্য ইউনিট	৬	০	৬
০৪	সমৃদ্ধি কর্মসুচী চর এলাহী	০৭	৪৬	৫৩
০৬	সমৃদ্ধি কর্মসুচী চর আমান উল্যা ইউনিয়ন	০৭	৫৫	৬২
০৭	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি	৩	০	৩

০৮	লিফ্‌ট (কুচিয়া)	১	০	১
১০	কৈশোর কর্মসূচি	২	১	০৩
১১	এসইপি (সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম)	৪	১	৫
১২	Others support staff	৩	২৭	৩০
	সর্বমোট=	৩৮৭	১৭৯	৫৬৬

সংস্থার সাধারণ ও কার্যকরী কমিটি ঃ

সংস্থার অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক ২টি সভা যথাক্রমে ০৯/০১/২০২১ তারিখে ৩৭তম অর্ধ-বার্ষিক ও ২৯/০৬/২০২১ তারিখে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের সভা প্রতি ২ মাসে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার বিশেষ প্রয়োজনে পরিচলনা পর্ষদ একাধিক সভা আহবান ও অনুষ্ঠান করে থাকেন। ০১/০৭/২০১৮ তারিখ থেকে ৩০/০৬/২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। নোয়াখালী জেলা সমাজ সেবা কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অনুমোদিত কমিটির তালিকা নিম্নের সারণীতে দেয়া হল।

বার্ষিক সাধারণ সভার প্রারম্ভে কোরআন তেলাওয়াত করছেন হাফেজ মোঃ জয়নাল আবেদিন।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব) সহ সাধারণ, উপদেষ্টা পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদের প্রয়াত সকলের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে ১ মিনিট নিরভতা সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছে।

সভায় সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ সাইফল ইসলাম।

সভায় সংস্থার সভাপতি মহোদয় জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছেন।

সভায় সংস্থার সাধারণ সম্পাদম মহোদয় জনাব মীজানুর রহমান গত সভার রেজুলেশন পাঠ করছেন এবং চলতি অর্থ-বছরের বাজেট উপস্থাপন করছেন।

সভায় সংস্থার সহ-সভাপতি মহোদয় জনাব মোহাম্মদ শামছুজজামান সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছেন।

সংস্থার ঋণ কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন সংস্থার সহকারী পরিচালক(মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মোঃ শামছুল হক।	সংস্থার ঋণ কর্মসূচির (এম.ই) অগ্রগতি প্রতিবেদন ও বার্ষিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করছেন সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী(এম.ই) জনাব মোঃ মহিব উল্যাহ।	বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সভাপতি মহোদয়কে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহসভাপতি ও উপদেষ্টা সদস্য।
বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে উপদেষ্টা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের সহধর্মিনী জনাব মায়মুনা বেগম কে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, সহ-সভাপতি ।	বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে সাধারণ সম্পাদক মহোদয়কে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সভাপতি মহোদয়।	বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে উপদেষ্টা সদস্য জনাব মোঃ গোলাম মাওলাকে পুরষ্কার তুলে দিচ্ছেন সংস্থার সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ।

সংস্থার কার্যকরী কমিটি ঃ

সংস্থার ২০১৮-২০২১ পর্যন্ত কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ছিল। গত ২৯.০৫.২০২১খ্রিঃ তারিখে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ০১.০৭.২০২১খ্রিঃ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

সংস্থার কার্যকরী পর্ষদের তালিকা ঃ

(নব গঠিত কার্যকরী কমিটি)

ক্রমিক	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর
১	দিলীপ চন্দ্র দাস	সভাপতি	গ্রামঃ হাজীপুর, পোষ্টঃ ছমিরহাট, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৭১৯-১৪৪১৬৫
২	গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস	সহ-সভাপতি	পশ্চিম চরবাটা, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৭২৯-৬৬৮১৭৫
৩	মোঃ ইস্রাইল	সাধারণ সম্পাদক	গ্রামঃ চরবাটা, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৭১২-৯৭৭৬৭৫
৪	সাহিদা আক্তার	সহ-সাধারণ সম্পাদক	গ্রামঃ চরবাটা, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৭৩৮-৪৮০২৪২
৫	মারজানা আক্তার	কোষাধ্যক্ষ	গ্রামঃ চরবাটা, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৮৪৩-৭৩৪০৮৬
৬	হোসনেয়ারা বেগম	সদস্য	গ্রামঃ পশ্চিম চর মজিদ, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৮২৮-৯৪২৬০৪
৭	শিল্পী রানী মজুমদার	সদস্য	গ্রামঃ বজলুল করিম, পোষ্টঃ চরবাটা, উপজেলাঃ সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	০১৮২১-১৬৪৪২১

সাধারণ পরিষদের সম্মানীয় সদস্য/সদস্যাবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	সাধারণ পরিষদের সদস্যদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	মোহাম্মদ মোনায়েম খান	মোহা: আলী আহাম্মদ	সভাপতি	০১৭১৮-৫৭৫৭৮৮
২	মো: শামছুজ্জামান নিজাম	মৃত-দীন মোহাম্মদ	সহ-সভাপতি	০১৭১২-১৪৩৪৪৯
৩	মো: মীজানুর রহমান	মৃত-আবুল কালাম আজাদ	সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৮-৩২২৩৪৭
৪	প্রীতি রানী দাস	চিরু রঞ্জন দাস	সহ-সাধারণ সম্পাদক	০১৭৪৭-২৭৫৯৫৯
৫	শ্যামলী দাস (লিলি)	রাম চন্দ্র দাস	কোষাধ্যক্ষ	০১৭২২-৫১৬৩৩৮
৬	রোকেয়া বেগম	মোহা: শামছুল হক	সদস্য	০১৭৬৩-২৪৪৫৬৬
৭	শাহিদা আক্তার মিলি	এ.কে.এম ফখরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৩৮-৪৮০২৪২
৮	মোহাম্মদ মোস্তফা	মৌলভী ছালামত উল্যাহ	উপদেষ্টা সভাপতি	**০১৭১১-১৪২৮৩৬**
৯	বাবু দিলীপ চন্দ্র দাস	বরধা কান্ত দাস	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭১৯-১৪৪১৬৫
১০	মায়মুনা বেগম	মৃত-মোহাঃ ফজলুল হক	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭৩১-৬১৫১২১

১১	গোলাম মাওলা	মৃত-মুন্সি আবদুল কাদের	উপদেষ্টা সদস্য	০১৭১০-৬৪০২১৮
১২	মিসেস নাছিম বানু	মৃত- এ.কে.এম আবুল কাশেম	আজীবন সদস্য	০১৭১২-৮৭৪১৫৭
১৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	সদস্য সচিব	০১৮৬৫-০৪১২০২
১৪	মোহাম্মদ আবদুল্যাহ	মোহা: মুরশেদ আলম	সদস্য	০১৭১৬-৯০৩১১৩
১৫	গন্ধ্য রানী দাস	হিরলাল চন্দ্র দাস	সদস্য	মোবাইল ব্যবহার করে না
১৬	মোহা: ইস্রাইল	মৃত-হাজী আলী আজ্জম	সদস্য	০১৭১২-৯৭৭৬৭৫
১৭	বাবু গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস	মৃত জোতেন্দ্র কুমার দাস	সদস্য	০১৭২৯-৬৬৮১৭৫
১৮	হোছনেয়ারা বেগম	মো: আবদুল্যাহ মুন্সী	সদস্য	০১৮২৮-৯৪২৬০৪
১৯	লায়লা বেগম	চেট্টু মিয়া	সদস্য	০১৭৫৪-০৮২১১৩
২০	মনোয়ারা বেগম	মৃত-আবদুল হালিম	সদস্য	০১৭২০-৯৭৩৮৬২
২১	শিল্পী রানী মজুমদার	ধর্মরাজ মজুমদার	সদস্য	০১৮২১-১৬৪৪২১
২২	মারজানা আকতার	মোঃ সাহাব উদ্দিন	সদস্য	০১৮৪৩-৭৩৪০৮৬
২৩	মোস্তফা জামাল আলমগীর	মৃত-মজিবুল হক	সদস্য	০১৭২১-২৪৯৯৭২
২৪	নাজমুল ইসলাম	মৃত-ছানা উল্যাহ	সদস্য	০১৭১২-৬০২০৫১
২৫	শেখ মোহাম্মদ শাহজাহান	মোহাম্মদ মোস্তফা	সদস্য	০১৭২৪-৫০২৮০১

হিসাব বিভাগঃ

সংস্থার প্রধান হিসাবরক্ষন কার্যালয়

প্রকল্প ও কর্মসুচী ভিত্তিক ২০২০- ২১ অর্থবছরের বাজেট ও খরচের বিবরণী এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের অনুমোদিত খরচের বাজেট :

ক্রমিক	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট			২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ		
		বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত খরচ	খরচের হার	মোট বাজেট	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান	সংস্থার কন্ট্রিবিউশান %
১	মাইক্রো ফাইন্যান্স (ঋণ) কর্মসূচি	২৯৮,৯৪৪,৯১২	২৯৮,৭৩৮,০৭৫	১০০%	৩৫৭,৬৮৬,৬৩১	৩৫৭,৬৮৬,৬৩১	১০০%
২	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচী (ইএসপি)	৩,২৩৩,০৭২	১,৪৯১,৪১৩	৪৬%	-	-	
৩	সাগরিকা কমিউনিটি হেলথ	২,২৩০,৩০৬	১,৮০২,৮৩২	৮১%	২,৩৫৭,৭০৬	৯৬০,০০০	৪১%

	ক্লিনিক						
৪	কৃষি ইউনিট	১,৬৯৫,৭০০	১,৫৩২,২২২	৯০%	১৮৮৩২০০	৫৫৫৯৭০	৩০%
৫	প্রাণি সম্পদ ইউনিট	১,৯৩৭,৭২০	১,৫৭৮,৮৪০	৮১%	১৮৫৪৮০০	৫৩৬৭৮০	২৯%
৬	মৎস্য ইউনিট	২,৩৫৪,৩০০	১,৮৬৩,২৫৪	৭৯%	১৮৮৩৮০০	৫৩৮৩৩০	২৯%
৭	লিফট কুচিয়া	৬০১,৫০০	৬৭১,৯০০	১১২%	৩১৮৭৫০	২৬৪৫০	৮%
৮	উন্নত জাতের ভেড়া প্রকল্প	৩,৫৫০,১৬২	১,২২১,৫১৯	৩৪%	২৭২,৫০০	২৭২,৫০০	১০০%
৯	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চরএলাহী)	৪,৩০৬,৬৫০	৩,৫৪৮,৮১৩	৮২%	৭৬২,২২০	২৩৭,০০০	৩১%
১০	সমৃদ্ধি কর্মসুচী(চর আমান উল্লা)	৪,০৫৯,২৯০	২,৮৩২,৭৬৭	৭০%	৮৬৪,২২০	২৮৮,০০০	৩৩%
১১	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর এলাহী	১,১২৫,০০০	৭৩৭,৩৮৩	৬৬%	৭৬২,২২০	২৩৭,০০০	৩১%
১২	প্রবীণ কল্যাণ কর্মসুচী চর আমান উল্যা	১,১১৯,২৪০	৮৩৪,৫৬৭	৭৫%	৮৬৪,২২০	২৮৮,০০০	৩৩%
১৩	কৈশোর কর্মসূচি	১,৮৩৬,০০০	১,৫৪২,৪৬৫	৮৪%	২০,২৪,৭৫০	৮,০৯,৯০০	
১৪	সাগরিকা সাংস্কৃতিক শিক্ষা কর্মসূচি	৩৫০,০০০	১৬২,০০০	৪৬%	৩৫০,০০০	৩৫০,০০০	১০০%
১৫	শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি		২৮,৯৫০		৩৬০,০০০	৩৬০,০০০	১০০%
১৬	সামাজিক উন্নয়ন কর্মসুচী	৪০০,০০০	১৪৬,৫০০	৩৭%	৩,১৩৮,৪০০	৩,১৩৮,৪০০	১০০%
১৭	পেকিন হাঁস	১,২০১,০০০	-	০%	১২,০১,০০০	১,০৪,৮০০	
১৮	কালার বয়লার	১,৫৪৯,৬০০	-	০%	১৫,৪৯,৬০০	১,২০,৫২০	
১৯	ওয়াটসান প্রকল্প (স্যানিটেশান)	২৫৩,৫২৫	২৫০,৩৯৫	৯৯%	২৩১,৩০০	২৩১,৩০০	১০০%
২০	জেনারেল ফান্ড	১,৭৮৯,৫০০	১,৭৮০,৫৯৬	১০০%	১,৮৩৫,৬১১	১,৮৩৫,৬১১	১০০%
২১	সাস্টেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রোজেক্ট (এসইপি)				১০,৮০০,০০০	২৬৫,০০০	
	সর্বমোট ঃ	**৩৩২,৫৩৭,৪৭৭**	**৩২০,৭৬৪,৪৯১**		**৩৭৫,৪২৫,৫৭৮**	**৩৬৭,৫৪১,৯৭২**	

আইটি সেকশনের বার্ষিক প্রতিবেদন

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশে একটু দেরীতে হলে ও এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তি ছাড়া গোটা পৃথিবীই আজ অচল। গবেষণা থেকে শুরু করে, ব্যবসা, শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসাসহ ঘরে-বাইরে, মহাকাশে, সমুদ্রে সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রযুক্তির ছোঁয়া।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

- সংস্থার শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের হিসাব সংক্রান্ত সফটওয়্যারের জটিলতা ও সমস্যার সমাধান করে হিসাব কার্যক্রমকে সচল রাখা।
- সংস্থার শাখা পর্যায়ের স্টাপদের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ও এপ্লিকেশন সিস্টেমের ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তারা যেন অর্পিত দায়িত্ব সমূহ সফলভাবে সম্পাদন করতে পারে।
- সংস্থায় কর্মকর্তাদের কম্পিউটার ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধি করা।

- সংস্থার সকল কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ সমূহের রক্ষনাবেক্ষন করা।
- সংস্থার সকল তথ্যের ডাটাবেজ গড়ে তোলা ও তাহা সংরক্ষণ করা।
- সংস্থার ওয়েভসাইট মেইনটেনেন্স ও নিয়মিত আপডেট রাখা।
- সংস্থার সকল শাখার স্টাপদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক মিটিং আয়োজন করা।

আইটি সেকশানের চলমান কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ	ক্রমিক	কার্যক্রম বিবরণ
০১	কম্পিউটার ও ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা।	০৫	এইচ আর ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যার এবং ইনভেন্টরী সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট করা।
০২	এসেন্ড মাইক্রো-ফিনেন্স ও সংস্থার একাউন্টস সফটওয়্যার।	০৬	অনলাইন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম যথা: বিডি জবস, ইউরো-এইড, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথিরিটিতে মাসিক ও অর্ধ-বার্ষিকী রিপোর্ট প্রদান করা।
০৩	ওয়েভ সাইট ডেভেলপমেন্ট, মেইনটেনেন্স ও নিয়মিত আপডেট রাখা।		
০৪	সার্বক্ষনিক ওয়াইফাই নেটওয়ার্কীং সচল রাখা		

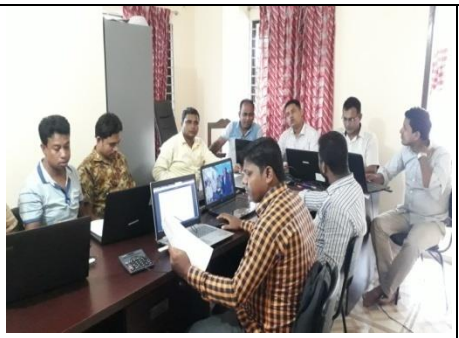

সংস্থার বিভিন্ন শাখা পর্যায়ে সফ্টওয়ার বিষয়ক ট্রেনিং এবং ওয়েববেইজড মিটিং বিষয়ক চিত্র।

সংস্থার শিক্ষা সফর কর্মসূচি ঃ

সময়ে সময়ে সংস্থা স্টাফদের মানষিক প্রশান্তী ও কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান সমূহে বিনোদন ও শিক্ষামূলক শিক্ষা সফর ও আনন্দ ভ্রমণ আয়োজন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতা হিসাবে মার্চ ২০২১ (১১-১৩ তারিখ) তিন দিনের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ নিরাপদে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়েছে। সফর সঙ্গীদের তালিকায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স), সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সংস্থার সকল স্তরের স্টাফ ও সফর সঙ্গী পরিবারের সদস্যবৃন্দ প্রায় ১০০ জন এই আনন্দ ভ্রমণে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কক্সবাজার সৈকতে সমুদ্রস্লানে আনন্দঘন মুহূর্তে অন্যান্যদের সাথে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম

কক্সবাজার সৈকতের পাহাড়ের পাদদেশে আনন্দঘন মুহূর্তে অন্যান্যদের সাথে সংস্থার নির্বাহী পর্ষদের সম্মানীয় সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মানায়েম খান সাথে রয়েছে ওনার স্ত্রী ও পুত্র সন্তানগন।

কক্সবাজর সৈকতে সংস্থার সহকারী পরিচালক জনাব মো: শামছুল হক ও অন্যান্য

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্যরা

সংস্থার মাইক্রোফিন্যান্স এর অডিট ব্যালেন্সশীট:

Annexure-A1/2

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
Micro Credit Program
Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)
Statement of Financial Position
As at June 30,2021

Particulars	Notes	Amount in BDT	
		FY-2020-2021	FY-2019-2020
Properties & Assets :			
A.Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipment	**6.00**	45,436,762	47,764,287
Total Non-Current Assets		**45,436,762**	**47,764,287**
Current Assets:			
Investment on FDR	**7.00**	107,583,610	83,838,063
Loan to Members	**8.00**	1,854,635,558	1,482,255,274
Accounts Receivable	**9.00**	8,734,145	15,922,447
Interest Receivable on FDR	**10.00**	2,399,904	2,492,283
Staff Loan	**11.00**	17,164,151	12,591,847
Advance,Deposits & Prepayments	**12.00**	471,000	473,424
Sheep Breeding Farm	**13.00**	1,960,000	1,800,000
Cash & Cash Equivalents	**14.00**	139,556,968	68,108,065
Cash in Hand	**14.01**	4,383,075	1,851,571
Cash at Bank	**14.02**	135,173,893	66,256,494
Total Current Assets		**2,132,505,336**	**1,667,481,403**
Total Property and Assets:		**2,177,942,099**	**1,715,245,689**
Capital Fund & Liabilities:			
Capital Fund			
Cumulative Surplus	**15.00**	314,573,322	268,422,177
Statutory Reserve Fund	**16.00**	34,952,592	29,824,686
Total Capital Fund		**349,525,914**	**298,246,863**
B. Long Term Liabilities:			
Long Term Loan from PKSF	**17.00**	288,448,461	216,064,378
Total Long Term Liabilities		**288,448,461**	**216,064,378**
C. Current Liabilities:			
Current Portion of Long Term Loan	**17.00**	301,578,031	218,397,349
Members Savings Deposits	**18.00**	798,789,306	694,310,647
Loan Loss Provision(LLP)	**19.00**	38,916,383	23,579,187
Provission For Expence	**20.00**	24,886,488	24,352,619
VAT & Tax Payable	**21.00**	737,411	175,024
Loan From Other Source	**22.00**	323,071,280	198,760,000
Member Welfare Fund	**23.00**	43,148,325	36,086,481
Health Welfare Fund	**24.00**	387,481	179,675
Samredee & SEP Fund	**25.00**	5,446,927	3,335,175
Inactive Member Saving	**26.00**	3,006,092	1,758,292
Total Current Liabilities		**1,539,967,723**	**1,200,934,449**
Total Liabilities and Fund		**2,177,942,099**	**1,715,245,689**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Co-Ordinator Finance	Executive Director	President
SSUS	SSUS	SSUS

Signed as per our annexed report of even date

Dated, Dhaka
September 15, 2021

DVC: 2109290910AS107013

KAZI ZAHIR KHAN & Co.
Chartered Accountants
Signed by:
Md. Eftekhar Ali FCA
Partner

সংস্থার কনসোলিডেটেড অডিট ব্যালেন্সশীট:

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA (SSUS)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 30 June 2019

Particulars	Notes	Amount in Tk. 2018-2019	Amount in Tk. 2017-2018
Property & Assets:			
Non-Current Assets:			
Property,plant & Equipement	5.00	62,329,374	47,022,313
HBA/Ravix vaccine	6.00	12,347	24,867
Investment	7.00	80,151,350	63,399,192
Current Assets:			
Loan to Members	8.00	1,301,605,152	1,018,293,214
Loan to Micro credit program	9.00	-	
Loan to other projects	10.00	84,910,000	66,002,030
Accounts Receivable	11.00	17,840,150	10,988,344
Interest Receivable on FDR	12.00	2,363,015	1,816,646
Advance,Deposits & prepayments	13.00	466,500	529,800
Misappropriation Fund (BY Staff)	14.00		
Loan to Staff	15.00	15,641,634	7,481,780
Stock (Sanitation materials)	16.00	45,472	70,781
Petty cash	17.00	10,000	10,000
Cash & Cash Equivalent	18.00	33,833,064	45,255,884
Total Property & Assets:		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**
Fund and Liabilities:			
Capital Fund:			
Cumulative Surplus	19.00	352,766,640	297,132,754
Statatury Reserve Fund	20.00	27,523,503	23,565,298
Loan from PKSF	21.00	172,328,402	110,633,329
Current Liabilities:			
Loan from Other projects	22.00	209,832,826	167,948,350
Provision for Expenses	23.00	14,259,666	7,260,376
Members Savings Deposits	24.00	563,761,365	426,283,728
Loan Loss Provision	25.00	22,676,971	16,196,018
Inactive Member's Savings	26.00	1,453,027	790,291
Accounts Payable	27.00	42,000	42,000
Member Welfare Fund	28.00	30,986,307	23,321,874
Samredee Fund	29.00	4,742,510	2,010,534
Payable to PKSF within next 12 months	21.00	198,671,590	184,300,000
Tax & Vat payable	30.00	15,021	49,827
Forfiet Fund		148,230	60,472
Loan from Staff Savings Fund			1,300,000
Total Fund and Liabilities		**1,599,208,058**	**1,260,894,851**

Chief Accountant
A.K.M Fakhrul Islam
Coordinator (Finance)
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha
Charbata, Subarnachar, Noakhali

Executive Director
Md. Saiful Islam
Executive Director
SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
Charbata, Subarnachar, Noakhali

Signed as per our separate report.

Dhaka
25 August, 2019

AKHTAR AMIR & CO.
Chartered Accountants

সংস্থার স্থায়ী সম্পদের অডিট স্থিতিপত্র ঃ

SAGARIKA SAMAJ UNNAYAN SANGSTHA
Micro Credit Program
Funded by: Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF)
Schedule of Property, Plant & Equipment
As at June 30, 2021

Annexure-A/4

Particular	Opening Value as on 01.07.2020	FY Purchaes	Dispusal / Transfer	Adjustment during this year	Closing Value as on 30/06/21	% of Depreciation	Opening Dep. Value as on 01.07.2020	FY Depreciation	Dispusal / Transfer Depreciation	Adjustment during this year	Closing Dep. Value as on 30/06/21	Net Book Value
Land	2,840,275	-	-	-	2,840,275		-	-	-	-	-	2,840,275
Building	33,133,342	-	-	-	33,133,342	10%	6,348,076	2,678,527	-	-	9,026,602	24,106,740
Semi Building	6,774,843	-	-	-	6,774,843	15%	4,885,593	876,517	-	-	5,762,110	1,012,733
Head Office developn	1,702,452	3,026,046	-	-	4,728,498	15%	263,450	215,850	-	-	479,301	4,249,197
Furniture	5,163,009	519,109	34,972		5,647,146	10%	1,251,007	410,380	0	34,972	1,661,387	3,985,759
Mobil	956,788	76,001	20,256	19,244	1,012,533	20%	94,349	171,814	1,012	19,244	265,151	747,382
Computer	4,501,425	1,023,725	531,375	227,445	4,993,775	20%	1,888,138	577,351	303,930	227,445	2,161,559	2,832,216
Office Equipment	2,309,763	133,182	-	-	2,442,945	20%	727,484	330,668	-	-	1,058,152	1,384,793
Micro Bus	7,300,430	405,000	-	-	7,705,430	20%	3,761,994	754,937	-	-	4,516,931	3,188,499
Television	844,370	29,486	20,800	4,895	853,056	20%	344,119	102,123	15,905	4,895	430,337	422,719
Software	2,644,623	345,610	2,803,028	-	187,205	50%	1,434,083	1,368,945	2,803,028			187,205
Solar	1,013,492	5,420	-	-	1,018,912	20%	476,679	106,543	-	-	583,222	435,690
Health Instrument	208,000	-	-	-	208,000	20%	153,556	10,889	-	-	164,445	43,555
TOTAL	**69,392,812**	**5,563,579**	**3,410,431**	**251,584**	**71,545,960**		**21,628,527**	**7,604,548**	**3,123,875**	**286,556**	26,109,197	45,436,763

সংস্থার সফলভাবে সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহ ঃ

সংস্থা দাতা সংস্থার অনুদান ও সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করেছে। নিম্নের সারণীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের তালিকা দেওয়া হল।

SL	Name of the programs/ projects , Duration, Project Location & Beneficiary, Nature of works	Name of Donors

1	Socio-Economic Development and Disaster Management Project, 1990-1991, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union, 1500 HHs, Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies	Oxfam-GB
2	Rehabilitation program under 1991 cyclone, 1991-1992, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union, 2000HHs, Beneficiary training and Input support	Oxfam-GB
3	Sanitary Latrine rehabilitation, 1992-1993, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union, 2000 HHs, Awareness activities and Input support	NGO Forum for DWSS
4	Socio-Economic Development and Disaster management Project, 1991-1996, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union, 5000 HHs, Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies	Oxfam-GB
5	Informal Education Program (INFEP) under department of mass and primary education , 1993-1997, Charbata, Char Jublee, Char Jabber, Char Clerk Union, 170 center, Adult and Adolescent Children Education.	UNICIEP, NORAD
6	School-Cum-Cyclone Shelter Project, 1994 – 1996, Shelter based community, Awareness and training supports	European Economic Commission (EEC).
7	Gender Knowledge Networking and Human Right Intervention In Bangladesh, 1999-2004, Noakhali Sadar including Subarnachar, Ramgoti, Awareness of Legal Aid and Legal Education, Medication of any Conflict, Provide Legal aid Service to Torture Women, Popular Theater,	BLAST
8	Arsenic Mitigation Project, 1999-2000, Noakhali Sadar Areas, 2000HHs, Awareness and Rain Water Harvesting as Alternate way for Safe water.	OXFAM
9	Participatory Homestead Gradening Project (PHGP), Care –LIFT, 2000-2004, Subarnachar and Ramgoti Upazilla, Utilization of the homestead gradening increase their notation And Change livelihood	Care-Bangladesh
10	BARI, 2004-2005, Subarnachar Upazilla, Result Demonstration for general Beneficiaries	Bangladesh Government
11	Community Based Preparedness and Risk Reduction Project in Boyer Char, 2002-2007, Boyerchar in Hatiya Upazill, Ben. 2500 HHs, Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies.	Oxfam-GB
12	CDSP- I, 1996-1999, Char Majid, LCS work,	Royal Netherlands Embassy
13	CDSP- 2, 2000-2004, Maradona (W/S Charmajid, Mohiuddin), Beneficiary Training, Inputs support, Networking with service providing agencies	DO
14	CDSP- 3, 2005-2010, Boyerchar, Ben-1498 HHs, Group formation, micro finance and capacity building . Health and family planning program . Water and sanitation program Legal and human rights. Disaster management and climate change adaptation.	DO

15	SHOUHARDO Project, 2006-2010, Subarnachar and Companigonj Upazilla, 5843 HHs , Food security & sustainability through agriculture, Nutrition, Water and Sanitation, women empower & disaster.	Care-Bangladesh
16	Disaster Risk Redaction & vulnerable Livelihoods Project (DRR&VLH) in Caring Char, 2009-2010, 2000 HHs, Disaster risk reduction and alternative Livelihood.	Oxfam-GB
17	Improved Access to water, Sanitation and Hygiene (WASH) in coastal regions of Bangladesh, 1 July 2010 to 31 December 2011, 10 coastal Chars in Nolerchar and Boyerchar in Hatiya, Noakhali, Ben. 2500 HHs, WatSan and alternative Livelihood.	Oxfam-GB
18	GRIHAON, 2001 -2011, 75 HHs, Subarnachar Upazilla, Beneficiaries house Infrastructure Development	Bangladesh Bank
19	Climate Change Adaptation Among Fisher Communities in Noakhali District, January-2010-September-2012, Char Nangolia and Nolerchar, Ben- 500 HHs, Training, input support, Infrastructure dev., awareness building on the effects of climate change and about adaptation measures, establish linkage with service providing agencies etc.	Planning Commission, DANIDA
20	Regional Fisheries and Livestock Development Project through Farmers Field School, Nov, 2008 to Sept, 2012, Nolerchar , Hatiya Ben- 2250 households HHs, Poverty reduction through Fisheries & live stock development.	DANIDA
21	Climate Change Adaptation among Fishing Communities of Coastal and Charland of Noakhali and Lakshmipur Districts, November 2012 to October 2013, Subarnachar and Ramgoti Upazilla Ben 1000 HHs of Fisherman, Training , input support , household Infrastructure dev. awareness building, establish linkage with service providing agencies etc.	Bangladesh Climate Change Trust Fund (BCCTF) through Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
22	Enhancing Governance and Capacity of Service Providers and Civil Society in Water Supply and Sanitation , Started on 1st January 2013 and closed 31st December 2016. Wapda, Char Clerk and Mohammadpur Union of Subarnachar Upazilla, 21990 HHs, ■ DTW installation and repairing ■ School and Community latrine construction ■ Awareness on hygiene practice ■ Enhancing Governance and Capacity of Service in the Society by the service Providers and Civil Society.	NGO Forum for Public Health and European Union
23	Char Development & Settlement Project-IV Social and Livelihoods Support Component, March'2011 to February'2017, Nolerchar, Nangolierchar in Hatiya Upazilla, Ben-7304 HHs, • Group formation, micro finance and capacity building .• Health and family planning program .• Water and sanitation program • Legal and human rights.• Disaster management and climate change adaptation	*Netherlands, IFAD,* *Bangladesh.*

24	Food Security 2012, Bangladesh, Ultra Poor Programme- (UPP)- Ujjibito Component, Started on 1st November 2013 and closed 30st April 2019. 5100 extreme poor HHs of 5 Upazillas of Noakhali district and 1 Upzilla of Laxmipur district, -Agriculture technical services , Skilled Development Training on Agriculture and off-Farm activities, Input Supports like HYV Seed, Beef Fattening, Goat rearing, Vermi compost. Sustainable development on food and nutrition of project beneficiary members especially children, pregnant and lactating mothers through court yard session.Awareness raising about formal education of the dropped out primary students.	*European Union & PKSF(Leading Agency)*

Networking:

SSUS has always been maintaining the good relations with government offices and other non-m

•	PKSF	•	Asian Disaster preparedness Center
•	BRAC	•	Federation of NGO Network in Bangladesh (FNB)
•	CDSP-IV	•	Credit and Development Forum
•	NGO Forum for Public Health	•	BRCT, IUCN, NACOM, BLAST, ALRD, IFAD
•	Bangladesh Disaster Preparedness Center (BDPC)	•	Coast Trust (Climate Change and Adaptation)
•	Disaster Forum	•	
সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো: সাইফুল ইসলাম এফএনবি নোয়াখালী জেলা কমিটির জেলা সভাপতি ও নির্বাহী সদস্য, জাতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড (এনইবি), এফএনবি এর দায়িত্বরত রয়েছেন।			

কন্ট্রাক্ট পারসন : মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক

গ্রাম ও পো:- চরবাটা, পো: কোড- ৩৮১৩
থানা- চর জব্বর, উপজেলা- সুবর্ণচর
জেলা-নোয়াখালী।
মোবাইল নং- ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫০৪১২০২
ই-মেইল = saifulssus@yahoo.com
ওয়েব সাইট= www.sagarika-bd.org

উপসংহার :

কোভিড-১৯ নোভেল করোনাভাইরাস মহামারি সংস্থার কার্যক্রম ও সংস্থার উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক উন্নয়নের গতিকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। এপ্রিল-মে ২০২০ এই দুমাস সারকারি কোভিড ১ম ঢেউ এর লকডাউন তুলে নেয়ার পর স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসার প্রচেষ্টায় জুন ২০২১ পুনরায় কোভিড ২য় ঢেউ জনিত সরকারের সাধারণ ছটির কবলে পতিত হতে হয়। করোনা মহামারি সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকলে সতর্কতার সহিত জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এত বিদপ আশংকা সাথে নিয়ে পথ পরিক্রমায় সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা টেকসই উন্নয়নের গতি ধারায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা কর্মএলাকার উপকারভোগী দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবার সমূহের চাহিদা ভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় সংস্থার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। যারফলে করোনা মহামারির কারণে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা না হলেও সংস্থার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত সংস্থার ঋণ কর্মসূচি ও দাতা সংস্থার অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। কার্যক্রম বর্ণনার সাথে বর্ণনার প্রাসঙ্গিক কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় রেখে বিকল্প পন্থা অবলম্বনে ২০২১-২২ অর্থবছরের ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পের বাজেট ও কার্যক্রমের তথ্য, সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মরত জনবল ও সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট উপকারভোগীদের কাঙ্খিত উন্নয়নের চিত্র এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ।